মার্কস

পুঁজির উদ্ভব

দুনিয়ার মজুর এক হও!

কার্ল মার্কস

পুঁজির উদ্ভব

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

প্রকাশকের বক্তব্য

এ বইটি হল কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' (Karl Marx, *Capital*, Progress Publishers, Moscow, 1965) গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৮ম অধ্যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট থেকে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের যে 'সংগৃহীত রচনাবলী' প্রকাশিত হয়েছে (দ্বিতীয় রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬০) তার ২৩শ খণ্ড অনুসারে তারিখ ও সংখ্যার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এতে।

সূচি

আদি সঞ্চয়ের রহস্য ৫

ভূমি থেকে কৃষিজীবী জনগণের উচ্ছেদ ৯

পনের শতকের শেষ থেকে উৎখাতদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত বিধান। পার্লামেণ্টের আইনে মজুরির অবনমন ৩১

পুঁজিবাদী খামারীর উদ্ভব ৪১

শিল্পের ওপর কৃষি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। শিল্প পুঁজির জন্য ঘরোয়া বাজার সৃষ্টি ৪৪

শিল্প পুঁজিপতির উদ্ভব ৫০

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা ৬৪

উপনিবেশনের আধুনিক তত্ত্ব ৬৭

আদি সঞ্চয়ের রহস্য

আমরা দেখেছি টাকা পরিবর্তিত হয় পুঁজিতে; পুঁজি মারফত উদ্বৃত্ত মূল্য গড়ে ওঠে, এবং উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে আসে আরো পুঁজি। কিন্তু পুঁজি সঞ্চয় মানে আগে ধরে নিতে হয় উদ্বৃত্ত মূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্ষেত্রে আগে পুঁজিবাদী উৎপাদন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবার আগে পণ্য উৎপাদন-কর্তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি ও শ্রমশক্তির অস্তিত্ব ধরে নিতে হয়। সমস্ত গতিধারাটা তাই একটা দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি কেবল পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের আগে একটা 'আদি' সঞ্চয়ের (অ্যাডাম স্মিথের 'পূর্ব সঞ্চয়') কথা ধরে নিলে, এমন সঞ্চয় যা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ফল নয়, তার যাত্রাবিন্দু।

ধর্মতত্ত্বে আদি পাপের যা ভূমিকা, অর্থশাস্ত্রে এই আদি সঞ্চয়ের ভূমিকাও প্রায় তাই: অ্যাপেলে কামড় দিল আদম এবং তাতে ক'রে পাপ বর্তাল মানবজাতির ওপর। অতীতের একটি উপাখ্যান রূপে পেশ করে ধরা হয় যে তার উৎপত্তিটা বোঝানো গেল। বহু কাল আগে দুই ধরনের লোক ছিল: একদল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি মিতব্যয়ী উত্তমাংশ, অন্যদল আলসে হারামজাদা, উদ্দাম জীবনযাত্রায় যারা উড়িয়ে দিত নিজেদের সম্পদ এবং আরো কিছু। ধর্মশাস্ত্রীয় আদি পাপের কাহিনীটা আমাদের নিশ্চিত করেই বলে যে মানুষ কপালের ঘাম ঝরিয়ে তার রুটি খেতে পারার নির্বন্ধে দণ্ডিত হয়েছিল; কিন্তু অর্থনৈতিক আদি পাপের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে কিছু লোক আছে যাদের পক্ষে সেটা মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। তবে ওসব কথা ভেব না! দাঁড়াল এই যে, প্রথমোক্ত দল ধন সঞ্চয় করল, আর শেষোক্তদের অবশেষে গায়ের

চামড়াটা ছাড়া বেচবার কিছুই রইল না। এবং এই আদি পাপ থেকেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্যের শুরু, যাদের সবকিছু পরিশ্রম সত্ত্বেও নিজেকে ছাড়া বেচবার কিছু নেই, এবং অল্পকিছু লোকের সম্পদের শুরু, যা অবিরত বেড়ে যাচ্ছে যদিও বহু কাল আগেই তারা কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। সম্পত্তির সমর্থনে আমাদের কাছে এই ধরনের নীরস বালখিল্যতা প্রচার করা হয় প্রতিদিন। যেমন ম. তিয়ের এক রাষ্ট্রনায়কের গুরুগাম্ভীর্য নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করার নিশ্চয়তা পেয়েছেন ফরাসী জনগণের কাছে, যারা একদা ছিল অত সুরসিক। কিন্তু সম্পত্তির প্রশ্নটা যেই ওঠে, অমনি শিশুর মানসিক পথ্যটাকেই সমস্ত বয়সের এবং বিকাশের সমস্ত স্তরের পক্ষেই একমাত্র উপযোগী বলে ঘোষণা করাটা পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কথাটা কুখ্যাত যে বাস্তব ইতিহাসে দেশজয়, অধীনস্থকরণ, দস্যুতা, হত্যা—সংক্ষেপে বলই বৃহৎ ভূমিকা নেয়। অর্থশাস্ত্রের সুকোমল ইতিবৃত্তে স্মরণাতীত কাল থেকেই পদাবলীর রাজত্ব। সর্বকালেই ধন লাভের একমাত্র উপায় ছিল অধিকার ও 'পরিশ্রম', অবিশ্যি 'চলতি বছরটাকে' সব সময়েই এ থেকে বাদ দেওয়া হয়। আসলে কিন্তু আদি সঞ্চয়ের পদ্ধতিগুলো আর যাই হোক পদাবলীসুলভ নয়।

টাকা এবং পণ্য এমনিতে পুঁজি নয়, যেমন নয় উৎপাদন ও জীবনধারণের উপায়গুলি। তাদের দরকার পুঁজিতে রূপান্তর সাধন। কিন্তু এই রূপান্তর ঘটতে পারে কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায়, যার কেন্দ্রীয় কথাটা হল, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই যে: অতি বিভিন্ন ধরনের দুই দল পণ্য-মালিককে মুখোমুখি হতে ও সংস্পর্শে আসতে হবে; একদিকে থাকবে টাকা-পয়সা, উৎপাদনের উপায়, জীবনধারণের উপায়ের মালিকেরা, যারা অন্য লোকের শ্রমশক্তি কিনে নিজেদের হস্তস্থিত মূল্যের পরিমাণ বাড়াতে উৎসুক; অন্যদিকে থাকবে মুক্ত শ্রমিকেরা, নিজেদের শ্রমশক্তির বিক্রেতারা, সুতরাং শ্রম-বিক্রেতারা। মুক্ত শ্রমিক দুই অর্থে: ক্রীতদাস, গোলাম প্রভৃতিদের মতো এরা নিজেরা উৎপাদন উপায়ের অঙ্গাঙ্গি অংশ নয়, আবার কৃষক-মালিকদের মতো তারা উৎপাদন উপায়ের মালিকও নয়; সুতরাং তারা নিজস্ব কোনো উৎপাদন উপায় থেকে মুক্ত, তার দ্বারা ব্যাহত নয়। পণ্যের বাজারের এই মেরুভূতির ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদনের মৌলিক শর্তগুলি মেলে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয় যে শ্রমজীবীরা যে সব উপায় মারফত তাদের শ্রম উশুল করতে পারে তার ওপর সবকিছু

মালিকানা থেকে তারা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন একবার তার নিজের পায়ের ওপর খাড়া হওয়া মাত্রই সে এই বিচ্ছেদটাকে বজায় রাখে তাই নয়, ক্রমবর্ধিত আয়তনে তার পুনরুৎপাদন ঘটায়। সুতরাং যে প্রক্রিয়াটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পথ পরিষ্কার করে, সেটা সেই প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যা শ্রমিকের কাছ থেকে উৎপাদন উপায়ের মালিকানা কেড়ে নেয়; এমন প্রক্রিয়া যা একদিকে জীবনধারণ ও উৎপাদনের সামাজিক উপায়কে পুঁজিতে পরিণত করে, অন্যদিকে অব্যবহিত উৎপাদকদের পরিণত করে মজুরি-শ্রমিকে। তথাকথিত আদি সঞ্চয় তাই উৎপাদন উপায় থেকে উৎপাদককে বিচ্ছিন্ন করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে 'আদি' বলে মনে হয় কারণ এটা হল পুঁজির এবং তদনুসারী উৎপাদন পদ্ধতির প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়।

পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সামন্ত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে। শেষোক্ত সমাজ ভেঙে গিয়ে প্রথমোক্ত সমাজের উপাদানগুলিকে মুক্ত করে দেয়।

জমিতে আবদ্ধ হয়ে থাকা বন্ধ হবার পর, অন্য লোকের ক্রীতদাস, ভূমিদাস, গোলাম হয়ে থাকা বন্ধ হবার পর অব্যবহিত উৎপাদক, শ্রমজীবী শুধু তার গতরটাকেই বেচতে পারত। যেখানে বাজার পাচ্ছে সেখানেই পণ্য নিয়ে যাচ্ছে, শ্রমশক্তির এই ধরনের এক মুক্ত বিক্রেতা হতে হলে তাকে গিল্ডের আমল থেকে, শিক্ষানবিশ ও গিল্ড-শ্রমিকদের নিয়মকানুন থেকে এবং তাদের শ্রমবিধির বাধানিষেধ থেকেও নিষ্কৃতি পেতে হয়। এইজন্যই যে-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদকরা পরিণত হয় মজুরি-শ্রমিকে, সেটা এক দিক দিয়ে ভূমিদাসত্ব থেকে ও গিল্ডের নিগড় থেকে তাদের মুক্তিলাভ বলে প্রতিভাত হয়, আর বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের কাছে শুধু এই দিকটাই বর্তমান। কিন্তু অন্যদিকে এই নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা আত্মবিক্রয়কারী হয়ে ওঠে কেবল তাদের সমস্ত নিজস্ব উৎপাদন উপায় ও সাবেকী সামন্ত ব্যবস্থায় প্রদত্ত জীবনধারণের সমস্ত গ্যারাণ্টি অপহৃত হবার পর। আর এইটের ইতিহাস, তাদের উচ্ছেদকরণের কাহিনীটা মানবজাতির ইতিবৃত্তে লেখা আছে রক্ত আর আগুনের অক্ষরে।

শিল্প পুঁজিপতিদের, এই সব নতুন ক্ষমতাধরদের আবার তাদের দিক থেকে শুধু হস্তশিল্পের গিল্ড-কর্তাদের নয়, সামন্ত প্রভুদেরও, সম্পদ উৎসের মালিকদেরও স্থানচ্যুত করতে হয়েছিল। এই দিক থেকে, তাদের

সামাজিক ক্ষমতা-জয়টা প্রতিভাত হয় যেন সামন্ত প্রভুত্ব, তার জঘন্য সব বিশেষাধিকার এবং গিল্ড আর উৎপাদনের অবাধ বিকাশ ও মানুষ কর্তৃক মানুষের অবাধ শোষণের পথে ন্যস্ত তার প্রতিবন্ধক,—উভয়ের বিরুদ্ধেই এক বিজয়ী সংগ্রামের পরিণাম রূপে। শিল্পের বীরব্রতীরা কিন্তু অসিধারী বীরব্রতীদের স্থানচ্যুত করতে পারে যেসব ঘটনাবলীর সুযোগ নিয়ে, তার পেছনে তাদের কোনো কৃতিত্বই ছিল না। মুক্তিপ্রাপ্ত রোমকেরা একদা যে উপায়ে তাদের কর্তাদের মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এরাও ওপরে উঠেছে ঠিক সমান জঘন্য উপায়ে।

যে বিকাশধারায় মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়েরই উদ্ভব ঘটে, তার যাত্রাবিন্দু ছিল শ্রমজীবীর দাসত্ব। অগ্রগতিটা কেবল সে দাসত্বের আকার পরিবর্তনে, সামন্ত শোষণকে পুঁজিবাদী শোষণে রূপান্তরকরণে। এই পাড়িটা বোঝার জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রথম সূচনাগুলো যদিও আমরা দেখতে পাই ১৪শ কি ১৫শ শতকে, এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি শহরে, তাহলেও পুঁজিবাদী যুগ শুরু হয়েছে ১৬শ শতক থেকে। যেখানেই তা দেখা দিয়েছে, সেখানেই ভূমিদাসত্বের উচ্ছেদ হয়ে গেছে অনেক আগেই এবং মধ্যযুগের যা সর্বোচ্চ বিকাশ—সার্বভৌম নগরের অস্তিত্ব—তা অনেক আগে থেকেই ক্ষয় পেতে শুরু করেছে।

আদি সঞ্চয়ের ইতিহাসে যে সব বিপ্লব পুঁজিবাদী শ্রেণী গঠনের ক্ষেত্রে হাতলের কাজ করে, সেগুলি সবই যুগান্তকারী; কিন্তু সর্বোপরি যুগান্তকারী হল সেই সব সন্ধিক্ষণ, যখন বিপুলসংখ্যক লোককে সহসা ও সবলে তাদের জীবনধারণের উপায় থেকে ছিন্ন ক'রে এনে শ্রমবাজারে নিক্ষেপ করা হয় মুক্ত ও 'অনাবদ্ধ' প্রলেতারীয় হিশেবে। ভূমি থেকে কৃষি-উৎপাদকের, কৃষকের উচ্ছেদই হল গোটা প্রক্রিয়াটার মূলকথা। বিভিন্ন দেশে এ উচ্ছেদের ইতিহাসটায় ভিন্ন ভিন্ন দিক ফুটে ওঠে এবং তা এগোয় তার নানা পর্যায়ের বিভিন্ন অনুক্রমে ও ভিন্ন ভিন্ন পর্বে। কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই তা একটা চিরায়ত রূপ নিয়েছিল এবং একেই আমরা আমাদের দৃষ্টান্ত হিশেবে নেব।*

---

* ইতালিতে, যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সর্বাগ্রে বিকশিত হয়, সেখানে ভূমিদাসত্বও লোপ পায় অন্যান্য স্থানের চেয়ে আগে। ভূমিদাস সে দেশে মুক্ত হয়

ভূমি থেকে কৃষিজীবী জনগণের উচ্ছেদ

ইংলণ্ডে ভূমিদাসপ্রথা কার্যত অদৃশ্য হয় ১৪শ শতকের শেষ ভাগে। তখনকার এবং আরো বেশি করে ১৫শ শতকের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই* ছিল মুক্ত কৃষক-মালিক, তা তাদের স্বত্বাধিকার যে সামন্ত পাট্টাতেই ঢাকা থাক না কেন। বড়ো বড়ো সামন্ত মহালগুলিতে সাবেকী যে গোমস্তা ছিল নিজেই একজন ভূমিদাস, তার জায়গায় এসে দাঁড়ায় মুক্ত খামারী। কৃষিতে যারা মজুরি খাটত তাদের একাংশ ছিল কৃষক, তারা তাদের অবসরটা কাজে লাগাত বড়ো বড়ো খামারে খেটে; আর একাংশ ছিল একটা স্বাধীন, বিশেষ শ্রেণীর মজুরি-শ্রমিক, কিন্তু সংখ্যায় তারা তুলনামূলকভাবে ও মাথাগুনতিতে ছিল খুবই কম। এই শেষোক্তরাও

জমিতে কোনো বৈধ স্বত্বাধিকার অর্জন করার আগেই। মুক্তির ফলে সে সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত হয় মুক্ত প্রলেতারীয়তে, তদুপরি সে দেখে যে তার মনিব তার জন্য তৈরি হয়েই অপেক্ষা করছে শহরগুলিতে, যেটা রোমক যুগের ধারাবাহক একটা ব্যাপার। বিশ্ববাজারের বিপ্লব [কথাটায় পরিবহণ বাণিজ্যে জেনোয়া, ভেনিস ও উত্তর ইতালির অন্যান্য শহরের যে প্রাধান্য ছিল তার প্রচণ্ড অবনতির কথা বোঝাচ্ছেন মার্কস। এটা ঘটে ১৫শ শতকের শেষ দিকে, কিউবা, হাইতি, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার, আফ্রিকা ঘুরে ভারতে যাবার সমুদ্র পথ এবং শেষত দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে।—সম্পাঃ] যখন ১৫শ শতকের শেষ দিকে উত্তর ইতালির বাণিজ্য-প্রাধান্য ধ্বংস করে, তখন একটা বিপরীত গতি শুরু হয়। শহরের শ্রমজীবীরা তখন দলে দলে গ্রামাঞ্চলে চলে আসে ও বাগানের আকারে ক্ষুদে চাষ এমন একটা প্রেরণা পায় যা আগে কখনো দেখা যায় নি।

* 'যে ক্ষুদে মালিকেরা নিজ হাতে তাদের নিজের জমি চষত ও সামান্য সচ্ছলতা ভোগ করত... তারা সে সময় বর্তমানের চেয়ে জাতির একটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ পারিসংখ্যানিক লেখকদের বিশ্বাস করলে, অন্যূন ১,৬০,০০০ মালিক, সপরিবারে যারা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার সপ্তমাংশেরও বেশি, তারা জীবিকার্জন করত ছোটো ছোটো স্বাধীন-স্বত্ব (freehold estate) থেকে। এই সমস্ত ক্ষুদে ভূস্বামীদের গড় আয়... বছরে ৬০ থেকে ৭০ পাউন্ড বলে ধরা হয়েছে। হিশেব ক'রে দেখা গেছে যে যারা অন্যের জমি খাজনায় নিত তাদের চেয়ে যারা নিজেদের জমি চাষ করত তাদের সংখ্যা ছিল বেশি।' (Macaulay, 'History of England', 10th ed., London, 1854, Vol. I., pp. 333, 334.) এমন কি ১৭শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশেও ইংরেজ জনগণের ৪/৫ ভাগই ছিল কৃষিজীবী (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪১৩)। ম্যাকওয়েলের উদ্ধৃতি দিলাম, কারণ ইতিহাসের নিয়মিত কারচুপিকারক হিশেবে তিনি এই ধরনের তথ্যকে যথাসম্ভব কমিয়ে দেখেন।

আবার কার্যত ছিল চাষীই, কেননা মজুরি ছাড়াও তারা পেত ৪ বা ততোধিক একর পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি ও থাকার কুটির। তাছাড়া সমস্ত চাষীদের সঙ্গে তারাও সার্বজনীন জমির ভোগস্বত্ব পেত, তাতে গরুভেড়া চরত তাদের, কাঠ, জ্বালানি, বিচালি প্রভৃতি পেত তা থেকে।* ইউরোপের সমস্ত দেশেই সামন্ত উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হল যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক সামন্ত প্রজার মধ্যে জমির বণ্টন। রাজার মতো সামন্ত প্রভুর ক্ষমতাও তার খাজনা তালিকার দৈর্ঘ্যের ওপর নয়, নির্ভর করত প্রজার সংখ্যার ওপর, আর শেষোক্তরাও আবার ছিল কৃষক-মালিকদের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল।** তাই নর্মান বিজয়ের পর ইংলণ্ডের জমি যদিও বিশালাকার কয়েকটি ব্যারনিতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যার একেকটার মধ্যে ছিল শ' নয়েক করে পুরনো অ্যাঙ্গলো-সাক্সন জমিদারি, তাহলেও এগুলি ছিল ছোটো ছোটো কৃষক সম্পত্তিতে আকীর্ণ, বড়ো বড়ো সামন্ত মহাল ছিল কেবল এখানে ওখানে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে ১৫শ শতকের পক্ষে যা অতি বৈশিষ্ট্যসূচক, শহরগুলির সেই উন্নতির ফলে জনগণের তেমন ঐশ্বর্য সম্ভব হয়, চ্যান্সেলর ফোর্টেস্ক যার অমন সোচ্চার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'Laudibus Legum Angliae' বইয়ে; কিন্তু পুঁজিবাদী ঐশ্বর্য তাতে সম্ভব হতে পারত না।

যে বিপ্লবে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ভিত পাতা হয়, তার প্রস্তাবনাটা অভিনীত হয় ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে এবং ১৬শ শতকের প্রথম দশকগুলিতে। একগাদা মুক্ত প্রলেতারীয়কে শ্রমবাজারে

---

* আমাদের ভুললে চলবে না যে এমন কি ভূমিদাসও শুধু তার গৃহসংলগ্ন জমিটিরই মালিক ছিল না, যদিও করদায়ী মালিক, সার্বজনীন জমিরও সহভোগী ছিল। 'সেখানকার' (দ্বিতীয় ফ্রিদরিখের আমলে সাইলেসিয়ায়) 'কৃষকেরা ভূমিদাস।' তাহলেও এই ভূমিদাসদের সার্বজনীন জমি ছিল। 'এতদিন পর্যন্তও সার্বজনীন জমি ভাগাভাগি ক'রে নেবার জন্য সাইলেসীয়দের রাজী করানো যায় নি, অথচ নেইমার্কে আজ এমন একটা গ্রামও নেই, যেখানে এই বাটোয়ারা বিপুল সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয় নি।' (Mirabeau, 'De la Monarchie Prussienne', Londres, 1788, T. II., pp. 125, 126.)

** ভূসম্পত্তির বিশুদ্ধ সামন্ত সংগঠন ও তার বিকশিত ক্ষুদে চাষ সমেত জাপান থেকে আমরা আমাদের ইউরোপীয় মধ্যযুগের যতটা সত্য ছবি পাই, তা আমাদের সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থ থেকেও পাওয়া যায় না, কেননা সেগুলি প্রধানত বুর্জোয়া কুসংস্কার-প্রণোদিত। মধ্যযুগের বিপরীতে 'উদারনীতিক' হওয়া খুবই সুবিধাজনক।

নিক্ষেপ করা হয় সামন্ত পোষ্য বাহিনীগুলোকে ভেঙে, যারা স্যার জেমস স্টুয়ার্টের সুষ্ঠু উক্তি অনুসারে, 'সর্বত্র গৃহ ও প্রাসাদগুলিকে খামোকা ভরে রাখছিল'*। নিজেই যা বুর্জোয়া বিকাশের একটা ফল সেই রাজশক্তিই যদিও তার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামে তাড়াহুড়ো ক'রে বলপ্রয়োগে এই পোষ্য বাহিনীগুলোকে ভেঙে দেয়, তাহলেও সেইটেই তার একমাত্র কারণ নয়। রাজা ও পার্লামেণ্টের সঙ্গে উদ্ধত সংগ্রামে বড়ো বড়ো সামন্ত প্রভুরা অনেক বৃহদাকারের এক প্রলেতারিয়েত গড়ে দেয় ভূমি থেকে জোর করে কৃষকদের উচ্ছেদ ক'রে—যে জমিতে প্রভুর মতোই সমান সামন্ত অধিকার ছিল কৃষকদের — এবং সার্বজনীন জমি জবর দখল ক'রে। ফ্লেমিশ পশমী বস্ত্রোৎপাদনের দ্রুত উন্নতি এবং তদনুযায়ী ইংলণ্ডে পশমের দাম-বৃদ্ধি এই উচ্ছেদগুলির পেছনে প্রত্যক্ষ প্রেরণা দেয়। বড়ো বড়ো সামন্ত যুদ্ধবিগ্রহে সাবেকী অভিজাতরা ধ্বংস পেয়েছিল। নতুন অভিজাতরা ছিল স্বকালের সন্তান, টাকাই ছিল তাদের কাছে সব ক্ষমতার সেরা ক্ষমতা। সুতরাং আবাদ জমিকে মেষ চারণভূমিতে পরিণত করাই হল তাদের ধ্বনি। কী ভাবে ছোট চাষীদের উচ্ছেদে দেশ ধ্বংস পাচ্ছিল সেটা হ্যারিসন বর্ণনা করেছেন তাঁর 'Description of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles' গ্রন্থে। 'আমাদের মহা মহা জবরদখলীদের কীসের পরোয়া?' চাষীদের বাড়ি আর শ্রমিকদের কুটির হয় ধূলিসাৎ করা হয়, নয় ধ্বংসের নির্বন্ধে ছেড়ে দেওয়া হয়। হ্যারিসন বলছেন, 'প্রতিটি মহালের পুরনো রেকর্ড যদি খোঁজা যায়... তাহলে অচিরেই দেখা যাবে যে কোনো কোনো মহালে সতেরো, আঠারো বা কুড়িটি বাড়ি লোপ পেয়েছে... বর্তমানের মতো এত কম লোকে ইংলণ্ড আর কখনো ভূষিত ছিল না... এখানে ওখানে দু'একটি বৃদ্ধি পেলেও হয় একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত, নয় সিকিপরিমাণ বা আধাআধি হ্রাসপ্রাপ্ত শহর ও নগরের কথা, মেষচারণের জন্য ধূলিসাৎ করা শহর যেখানে এখন মহালটি ছাড়া আর কিছুই দণ্ডায়মান নেই, তার কথা... আমি কিছু বলতে পারি।'

এই সব প্রাচীন ইতিবৃত্তকারদের অভিযোগ সর্বদাই কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়, কিন্তু উৎপাদনের অবস্থায় বিপ্লব সমকালীনদের মনে কী রেখাপাত করছিল, সেটা তাঁরা বিশ্বস্তভাবেই প্রতিফলিত করেন। চ্যান্সেলর ফোর্টেস্ক

* J. Steuart, 'An Inquiry into the Principles of Political Economy', Vol. I., Dublin, 1770, p. 52. — সম্পাঃ

আর টমাস মোরের রচনা তুলনা করলেই ১৫শ ও ১৬শ শতকের মধ্যেকার ব্যবধানটা উদ্ঘাটিত হয়ে উঠবে। থর্নটন সঙ্গতভাবেই যা বলেছেন, ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী কোনো উৎক্রমণ ছাড়াই নিক্ষিপ্ত হয় তার স্বর্ণযুগ থেকে লৌহযুগে।

এ বিপ্লবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে আইনসভা। তখনো সে সভ্যতার সেই ঊর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়ায় নি, যেখানে 'জাতির ধন' (অর্থাৎ পুঁজির সৃষ্টি এবং ব্যাপক জনগণের বেপরোয়া শোষণ ও নিঃস্বীভবন) হয়ে ওঠে সমস্ত রাষ্ট্রকর্মের ultima Thule [চূড়ান্ত সীমা]। তাঁর সপ্তম হেনরির ইতিহাসে বেকন বলেন, 'সে সময় (১৪৮৯) ঘেরাও-দখলগুলো হতে শুরু করে ঘন ঘন যার ফলে আবাদী জমি (লোক ও তাদের পরিবার ছাড়া যাতে সার দেওয়া সম্ভব নয়) পরিণত হয় চারণভূমিতে, জনকয়েক রাখালেই যাতে অনায়াসে কাজ চলত; এবং বহুবছরের, যাবজ্জীবন, বা উঠবন্দী (যার ভিত্তিতে অনেক চাষী জীবনধারণ করত) প্রজাস্বত্বগুলি পরিণত হল খাসে। এর পরিণাম হয় লোকক্ষয়, এবং (সেই হেতু) শহর, গির্জা, ধর্মমহাল প্রভৃতির অবক্ষয়। এই অসুবিধা দূরীকরণে রাজার প্রজ্ঞা, এবং সে সময়কার পার্লামেণ্টের প্রজ্ঞা প্রশংসনীয়... জনহ্রাসকর ঘেরাও-দখল ও জনহ্রাসকর চারণভূমিগুলি তুলে দেবার একটি কর্মধারা তারা গ্রহণ করে।' সপ্তম হেনরির ১৪৮৯ সালের একটি আইনে, ১৯শ অধ্যায়ে, অন্তত ২০ একর জমিসম্পন্ন কোনো চাষী বাড়ি ধ্বংস করা নিষিদ্ধ হয়। অষ্টম হেনরির রাজত্বকালের ২৫শ বর্ষে প্রকাশিত অ্যাক্টে আইনটি পুনরায় জারী হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাতে ঘোষণা করা হয় যে বহু খামার ও প্রচুর পশুপাল, বিশেষ করে মেষপাল, কেন্দ্রীভূত হয়েছে অল্প কয়েকজন লোকের হাতে, যার ফলে জমির খাজনা অনেক বেড়ে গেছে, চাষ পড়ে গেছে, গির্জা ও ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবং নিজেদের ও পরিবারবর্গ পোষণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে অবিশ্বাস্য সংখ্যক লোক। আইন তাই ক্ষয়প্রাপ্ত খামার-বাড়িগুলি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিচ্ছে এবং শস্যভূমি ও চারণভূমির একটা অনুপাত ধার্য করছে, ইত্যাদি। ১৫৩৩ সালের একটি আইনে বলা হয়েছে যে কোনো কোনো লোক ২৪,০০০ ভেড়ার মালিক, এবং তাতে মালিকানায় রাখার সংখ্যাটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ২,০০০-এ*। ছোটো

* তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে টমাস মোর বলেন যে, ইংলণ্ডে 'তোমাদের যে মেষগুলি ছিল অত নিরীহ ও পোষা, অত স্বল্পভোজী, তারা এখন, আমি বলছি,

খামারী ও চাষীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনগণের আর্তনাদ ও সপ্তম হেনরির পর থেকে ১৫০ বছর যাবৎ আইন প্রণয়নও সমান নিষ্ফল হয়। তাদের অকর্মণ্যতার রহস্য বেকন না জেনেই আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'নাগরিক ও নৈতিক প্রবন্ধাবলী'র ২৯শ প্রবন্ধে বেকন বলছেন, 'খামার ও চাষী ঘরগুলিকে মানাশ্রিত করার জন্য, অর্থাৎ এতটা পরিমাণ জমি দিয়ে তাদের পোষণ করা যাতে একজন প্রজা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, কোনো দাসসুলভ শর্ত থাকবে না, এবং লাঙলটা থাকবে নিতান্ত ভাড়াটে লোকের হাতে নয়, খোদ মালিকের হাতে,* — এর জন্য রাজা সপ্তম হেনরির পরিকল্পনাটা ছিল সুগভীর ও প্রশংসনীয়।' অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা দাবি করছিল, সেটা হল ব্যাপক জনগণের একটা হীন ও প্রায় দাসসুলভ অবস্থা, তাদেরকে ভাড়াটিয়াতে, এবং তাদের পরিশ্রমের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তর। এই রূপান্তর পর্বে কৃষি মজুরি-শ্রমিকের কুটির পিছু ৪ একর

এতই ভুরিভোজী ও বন্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে তারা খোদ মানুষকেই গিলে খাচ্ছে।' (Thomas More, 'Utopia', transl. by Robinson, ed. Arber, London, 1869, p. 41.)

* মুক্ত সচ্ছল চাষীদের সঙ্গে ভালো পদাতিক বাহিনীর সম্পর্ক দেখিয়েছেন বেকন: 'বিনা দারিদ্র্যে একটা সক্ষম দেহধারণের উপযুক্ত মান বজায় রাখার মতো খামার পোষণের জন্য রাষ্ট্রের প্রথা ও পরাক্রমের সঙ্গে এটার আশ্চর্য সংস্রব ছিল এবং বস্তুতপক্ষে তা রাজ্যের বৃহদংশ ভূমিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ইয়োমেন বা মধ্যবিত্তদের, একদিকে ভদ্র শ্রেণী ও অন্যদিকে কুটিরবাসী মজুর ও চাষীদের মধ্যস্থিত একটা স্তরের ভোগ ও দখলে তুলে দেয়... কেননা যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে সেরা বিবেচকদের অভিমত হল এই যে... ফৌজের প্রধান শক্তি তার পদাতিকে বা পায়ে হাঁটা সৈন্যে। এবং ভালো পদাতিক বাহিনী গড়তে হলে দরকার এমন লোক, যারা গোলাম বা কাঙালের ধরনে বেড়ে ওঠে নি, বেড়ে উঠেছে স্বাধীনভাবে ও প্রাচুর্যে। সুতরাং রাষ্ট্র যদি চলে প্রধানত অভিজাত ও ভদ্র শ্রেণীদের নিয়ে, কর্ষক ও চাষীরা যদি থাকে কেবল তাদের খাটিয়ে বা শ্রমজীবী হয়ে অথবা কুটিরবাসী মজুর হিশেবে (যারা নিতান্ত গৃহস্থ ভিখারি), তাহলে একটা ভালো অশ্বারোহী বাহিনী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কখনোই ভালো, পাকা, পদাতিক দল পাওয়া যাবে না... সেটা দেখা গেছে ফ্রান্সে ও ইতালিতে, এবং বিদেশের অন্য কোনো কোনো অঞ্চলে, যেখানে কার্যত সবাই কেবল হয় অভিজাত, নয় চাষী... এবং সেটা এতটা পরিমাণে যে তারা তাদের পদাতিক বাহিনী হিশেবে সুইজারীয় প্রভৃতিদের ভাড়াটে দলকে নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে, যার ফলে এইটেও দাঁড়াচ্ছে যে এসব জাতির লোক অনেক, কিন্তু সৈন্য কম।' ('The Reign of Henry VII'.

জমি বজায় রাখা ও তাদের কুটিরে ভাড়াটে রাখা নিষিদ্ধ করার জন্য আইনসভাও চেষ্টা করে। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে, ১৬২৭ সালে ফ্রন্ট মিল'এর রোজার ক্রকার নিজের খামারে চিরকালের জন্য ৪ একর জমি না দিয়েই একটি শ্রমজীবী কুটির নির্মাণের জন্য দণ্ডিত হয়। এমন কি প্রথম চার্লসের রাজত্বের সময়েও পুরনো আইনগুলি, বিশেষ করে ৪ একর সংক্রান্ত আইনটি, কার্যকরী করা নিয়ে একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয় ১৬৩৮ সালে। এমন কি ক্রমওয়েলের সময়েও লণ্ডনের ৪ মাইলের মধ্যে ৪ একর পরিমাণ জমি সংলগ্ন না করলে কোনো গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। ১৮শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষেতমজুরের কুটিরের সঙ্গে এক কি দুই একর জমির লেজুড় আছে কি না তা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে সে একটা ছোট্ট সব্জী বাগিচা পেলে বা কুটির থেকে অনতিদূরে দুয়েক বিঘে জমি ইজারা নিতে পারলেই ভাগ্যবান। ডঃ হাণ্টার বলেন, 'জমিদার ও খামারী এ ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে চলে। কুটিরের সঙ্গে কয়েক একর জমি থাকলে ক্ষেতমজুররা হয়ে উঠবে খুবই স্বাধীন।'*

লোকেদের জবরদস্তি উচ্ছেদের প্রক্রিয়া ১৬শ শতকে রিফর্মেশন (ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন) ও তজ্জনিত গির্জা সম্পত্তির বিপুল লুটপাট থেকেও একটা নতুন ও ভয়াবহ প্রেরণা পায়। রিফর্মেশনের সময় ক্যাথলিক গির্জা ছিল ইংলণ্ডের বৃহদংশ ভূমির সামন্ত ভূস্বামী। মঠ ইত্যাদির দমনের ফলে তার অধিবাসীরা নিক্ষিপ্ত হল প্রলেতারিয়েতে। গির্জার সম্পত্তিগুলো দিয়ে দেওয়া হল লোলুপ রাজানুগৃহীতদের হাতে, নয়ত নামমাত্র মূল্যে তা বেচে দেওয়া হল ফাটকাবাজ খামারী ও নাগরিকদের কাছে, যারা পুরুষানুক্রিক উপপ্রজাদের দলকে দল তাড়িয়ে তাদের জমিগুলো একীভূত করে নিল। গির্জার এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় দরিদ্রদের আইনত গ্যারাণ্টি-কৃত স্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা হল বিনা ঘোষণায়।** 'Pauper ubique

---

Verbatim Reprint from Kennet's England. Ed. 1719. London, 1870, p. 308.)

* Dr. Hunter, 'Public Health. 7th Report 1864', London, 1865, p. 134. 'যে পরিমাণ জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল (পুরনো আইনে) তা এখন মজুরদের পক্ষে খুব বেশি বলে গণ্য হবে এবং সম্ভবত তা তাদের ছোটো খামারীতে পরিবর্তিত করবে।' (George Roberts, 'The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries', London, 1856, pp., 184, 185.)

** 'গির্জার জমিতে গরিবদের ভাগ নেবার অধিকার প্রাচীন বিধানে বিধিবদ্ধ।'

jacet,'* ইংলণ্ড সফরের পর বলে ওঠেন রাণী এলিজাবেথ। তাঁর রাজত্বের ৪৩তম বর্ষে দরিদ্র-কর প্রবর্তন ক'রে জাতি সরকারীভাবে এ নিঃস্বীভবন স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 'এ আইনের রচয়িতারা যেন তার কারণ বর্ণনায় লজ্জিত মনে হচ্ছে, কেননা (প্রথার বিপরীতে) এর কোনো মুখবন্ধ নেই।'** প্রথম চার্লসের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে প্রকাশিত আইনের ৪র্থ অধ্যায়ে এটা চিরন্তন বলে ঘোষিত হয় এবং কার্যত কেবল ১৮৩৪ সালেই তা একটা নতুন ও কঠোরতর রূপ নেয়।*** রিফর্মেশনের এই আশু ফলাফলগুলিই

(Tuckett, 'A History of the Past and Present State of the Labouring Population', London, 1846, Vol. II., pp. 804, 805.)

* 'সর্বত্রই গরিবেরা অসুখী।' (Ovid, 'Fasts', Book I, Verse 218.) —সম্পাঃ

** William Cobbett, 'A History of the Protestant Reformation', § 471.

*** প্রটেস্টাণ্টবাদের 'মর্মবাণী' যে সব বিষয় থেকে বোঝা যাবে, নিচের ব্যাপারটি তার অন্যতম। ইংলণ্ডের দক্ষিণে কিছু ভূস্বামী ও সমৃদ্ধিশালী খামারী একত্রে মাথা খাটিয়ে এলিজাবেথের দরিদ্র আইনের সঠিক ব্যাখ্যা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে দশটি প্রশ্ন খাড়া করে। এগুলি তারা তখনকার একজন খ্যাতনামা আইনজ্ঞ সার্জেণ্ট ফ্লিগের কাছে (পরে ১ম জেমসের সময় বিচারক) পেশ করে তাঁর অভিমতের জন্য। '৯ম প্রশ্ন—প্যারিশের কিছু অবস্থাপন্ন খামারী একটি সুনিপুণ উপায় উদ্ভাবন করেছেন যাতে এই আইনটি (এলিজাবেথের রাজত্বের ৪৩তম বর্ষ) কার্যকরী করার সমস্ত ঝামেলা দূর হবে। তাঁদের প্রস্তাব যে আমরা প্যারিশে একটি কয়েদখানা স্থাপন করি এবং তারপর চতুষ্পার্শ্বে এই বিজ্ঞপ্তি দিই যে কোনো ব্যক্তি যদি এই প্যারিশের গরিবদের ঠিকা নিতে চায় তাহলে একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে সীলমোহর করা প্রস্তাব দিয়ে জানাতে হবে কী নিম্নতম দাম পেলে তিনি তাদের আমাদের কাছ থেকে নেবেন; এবং উপরোক্ত কয়েদখানায় বন্দী থাকতে কেউ অস্বীকার করলে তাকে সাহায্য না করার অধিকার থাকবে তাঁর। এই পরিকল্পনার প্রস্তাবকেরা মনে করেন যে আশেপাশের কাউণ্টিতে এমন লোক পাওয়া যাবে যারা পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক অথচ পরিশ্রম না ক'রে জীবনধারণের জন্য একটা খামার বা জাহাজ নেবার মতো সম্পদ বা ক্রেডিট তাদের নেই, এই লোকেদের প্যারিশের কাছে খুব সুবিধাজনক প্রস্তাব পেশ করতে প্রবৃত্ত করা যাবে। ঠিকাদারের তত্ত্বাবধানে কেউ যদি মারা যায়, তাহলে পাপটা হবে ঠিকাদারের, কেননা প্যারিশ তার কর্তব্য পালন করে দিয়েছে। আমাদের কিন্তু ভয় আছে যে বর্তমান আইনে (এলিজাবেথের রাজত্বের ৪৩তম বর্ষ) এই ধরনের একটি সুবিবেচিত ব্যবস্থা সম্ভব হবে না; কিন্তু আপনি জেনে রাখুন যে এ কাউণ্টির ও পার্শ্ববর্তী কাউণ্টির বাকি সমস্ত খোদকস্ত সম্পত্তিধারীরা সাগ্রহেই সম্মিলিত হয়ে আইনসভায় তাঁদের মুখপাত্রদের এমন একটা আইনের প্রস্তাব দিতে বলবেন যাতে গরিবদের কয়েদ রেখে খাটাবার জন্য প্যারিশ কোনো লোকের সঙ্গে ঠিকা করতে পারে এবং এই

তার সর্বাধিক সুদূরপ্রসারী ফলাফল নয়। ভূমি সম্পত্তির ঐতিহ্যগত শর্তগুলির ধর্মীয় রক্ষা-প্রাচীর ছিল গির্জার সম্পত্তি। তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে শর্তগুলোও আর বজায় রইল না।*

এমন কি ১৭শ শতকের শেষ দশকেও ইয়োমেন সম্প্রদায় বা স্বাধীন কৃষক শ্রেণী ছিল খামারী শ্রেণীর চেয়ে অনেক সংখ্যাবহুল। ক্রমওয়েলের শক্তির মেরুদণ্ড ছিল তারাই এবং এমন কি ম্যাকওয়েলের স্বীকৃতি অনুসারেই, মাতাল জমিদার ও তাদের সেবাদাস গ্রাম্য যাজকেরা, প্রভুর পরিত্যক্ত প্রণয়িনীকে বিবাহ করতে যারা বাধ্য হত, তাদের তুলনায় এরা ছিল অনেক সেরা। ১৭৫০ সাল নাগাদ ইয়োমেন সম্প্রদায় অদৃশ্য হয়,** আর

ঘোষণা করতে পারে যে কেউ সে ভাবে কয়েদ থেকে খাটতে অস্বীকার করলে কোনো সাহায্য পাবার অধিকার তার থাকবে না। আশা করা যায় এতে দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের পক্ষ থেকে সাহায্য চাওয়া ও প্যারিশকে ভারগ্রস্ত করে রাখার উপায় হয়ে থাকা নিবারিত হবে।' (R. Blakey, 'The History of Political Literature from the Earliest Times', London, 1855, Vol. II., pp. 84, 85.) স্কটল্যাণ্ডে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ হয় ইংলণ্ডের চেয়ে কয়েক শতক পরে। এমন কি ১৬৯৮ সালেও সালতুন'এর ফ্লেচার স্কচ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন: 'স্কটল্যাণ্ডে ভিখিরির সংখ্যা অন্যূন ২,০০,০০০ বলে ধরা হয়েছে। আমি নীতিগতভাবে প্রজাতান্ত্রিক হয়েও একমাত্র যে প্রতিকারের প্রস্তাব দিতে পারি, সেটা হল পুরনো ভূমিদাস ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, নিজেদের সংস্থান করতে যারা অক্ষম, তাদের সকলকে গোলামে পরিণত করা।' 'The State of the Poor' (London, 1797, Book I, ch. 1., pp. 60,61.) গ্রন্থের লেখক ইডেন বলছেন: 'ভূমিদাস সম্পত্তির হ্রাসই গরিব সৃষ্টির যুগের উদ্ভব ঘটিয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের জাতীয় গরিবদের দুই জনক হল কারখানা-উৎপাদন ও বাণিজ্য।' শুধু আমাদের 'নীতিগতভাবে প্রজাতান্ত্রিক' স্কচটির মতো ইডেনেরও ভুল হয়েছে শুধু এইটে: ভূমিদাসত্বের উচ্ছেদ নয়, জমিতে ক্ষেতমজুরের সম্পত্তি উচ্ছেদের ফলেই সে পরিণত হয় প্রলেতারীয়তে, এবং পরে নিঃস্বে। ফ্রান্সে উচ্ছেদটা ঘটেছিল অন্যভাবে। সেখানে মুলি'র অর্ডিন্যান্স, ১৫৬৬, এবং ১৬৫৬ সালের ফরমান হল ইংরেজ দরিদ্র আইনের সমতুল্য।

* প্রফেসর রোজার্স, আগে ইনি প্রটেস্টাণ্ট গোঁড়ামির লালনক্ষেত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক থাকলেও 'History of Agriculture' গ্রন্থের ভূমিকায় রিফর্মেশনের দ্বারা ব্যাপক জনগণের নিঃস্বীভবনের ঘটনায় জোর দিয়েছেন।

** 'A Letter to Sir T. C. Bunbury, Bart.: On the High Price of Provisions.' By a Suffolk Gentleman. Ipswich, 1795, p. 4. এমন কি বড়ো বড়ো খামার প্রথার গোঁড়া প্রচারক হলেও 'Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions and the Size of Farms etc.' (London, 1773, p. 139.) গ্রন্থের লেখক বলছেন: 'আমাদের ইয়োমেন সম্প্রদায়ের অন্তর্ধানে

১৮শ শতকের শেষ দশকে অন্তর্ধান করে ক্ষেতমজুরদের সার্বজনীন জমির শেষ চিহ্ন। এক্ষেত্রে আমরা কৃষি বিপ্লবের নিছক অর্থনৈতিক কারণগুলি সরিয়ে রাখছি। যে জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছিল, কেবল সেইটে আলোচনা করছি।

স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনরধিষ্ঠানের পর ভূস্বামীরা আইনের আশ্রয় নিয়ে যে উচ্ছেদ-কর্ম চালায় সেটা ইউরোপ মহাদেশের সর্বত্র চালু হয় আইনী আনুষ্ঠানিকতার বালাই না রেখেই। জমির সামন্ত ভোগশর্ত তারা উচ্ছেদ করে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিকট সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত হয়, চাষী ও বাকি জনসাধারণের ওপর কর চাপিয়ে তারা রাষ্ট্রকে 'ক্ষতিপূরণ দেয়', যেসব সম্পত্তিতে তাদের কেবল সামন্ত পাট্টা ছিল সেখানে আধুনিক ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার তারা নিজেদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে, বসবাসের সেই সব আইন পাশ করায়, যা খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে উপযুক্ত অদলবদল করলে, ইংরেজ কৃষিশ্রমিকদের ব্যাপারে সেই ফলাফল ঘটায় যা রুশ কৃষকদের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিল তাতার বরিস গদুনভের ফরমান*।

'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবে'** অরেঞ্জের তৃতীয় উইলিয়মের*** সঙ্গে সঙ্গে

আমি খুবই আফসোস করি, এই লোকেরাই এ জাতির স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল; দুঃখ হয়ে দেখি যে তাদের জমিগুলো এখন একচেটিয়া লর্ডদের হাতে গেছে, ইজারা দেওয়া হচ্ছে ছোটো ছোটো খামারীদের কাছে, যাদের ইজারার শর্ত এমনি যে প্রতিটি দুষ্ট উপলক্ষে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব — এ শর্ত গোলামের চেয়ে সামান্য ভালো।'

* স্পষ্টতই ফিওদর ইভানভিচের রাজত্বকালে, যখন রাশিয়ার কার্যত শাসক ছিলেন বরিস গদুনভ — তখন পলাতক কৃষকদের খুঁজে বার করার ফরমানের কথা বলা হচ্ছে যা জারী হয় ১৫৯৭ সালে। এই ফরমান অনুসারে জমিদারদের অসহ্য পীড়ন ও গোলামি শর্ত ফেলে যে সব কৃষক পালাত, পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের খুঁজে বার ক'রে পূর্বতন মনিবের কাছে প্রত্যর্পণ করা চলত। — সম্পাঃ

** ইংরেজ বুর্জোয়া ইতিহাসে 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব' কথাটি ব্যবহৃত হয় ১৬৮৮ সালের কুদেতা প্রসঙ্গে, যাতে ভূমিজীবী অভিজাত শ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়ার মধ্যে একটা আপোসের ভিত্তিতে ইংলণ্ডে চালু হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। — সম্পাঃ

*** এই বুর্জোয়া নায়কের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের নানা দিকের একটি: '১৬৯৫ সালে লেডি অর্কনিকে আয়র্ল্যাণ্ডস্থ বিপুল জমি দান হল রাজার প্রীতি ও লেডির প্রভাবের একটি প্রকাশ্য ঘটনা... মনে হয় লেডি অর্কনির মধুর আপ্যায়নই ছিল fœda labiorum ministeria [প্রেমের কদর্য প্রতিদান]।' (বৃটিশ মিউজিয়মে স্লোন

ক্ষমতায় এল জমিদার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিপতি আত্মসাৎকারীরা। এরা নতুন যুগের প্রবর্তন করে বিশালাকারে রাষ্ট্রীয় ভূমির চৌর্যবৃত্তি অনুসরণ ক'রে—এতদিন পর্যন্ত এ চৌর্যটা চলছিল অনেক নম্রভাবে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিগুলো দান করা হচ্ছিল, বিক্রি করা হচ্ছিল অবিশ্বাস্য কম দামে, এমন কি সোজাসুজি দখল ক'রে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল ব্যক্তিগত মহালে।* এ সবই ঘটে আইনী রীতিনীতি বিন্দুমাত্র পালন না ক'রে। এইভাবে জুয়াচুরি ক'রে দখল করা রাজকীয় ভূমি এবং সেই সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় গির্জার যেসব সম্পত্তি পুনরায় অপহৃত হয় নি, সেগুলিই হল ইংরেজ চক্রতন্ত্রের** বর্তমান রাজসুলভ মহালের ভিত্তি। বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা এ কাজগুলির আনুকূল্য করে অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে জমির অবাধ বাণিজ্যে উৎসাহদান, বড়ো বড়ো খামার ব্যবস্থায় আধুনিক কৃষির এলাকা বিস্তার, এবং নিজেদের জন্য হাতের কাছেই মজুদ, মুক্ত কৃষি প্রলেতারীয়দের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য। তাছাড়া এই নয়া ভূমিজীবী অভিজাতরা ছিল নতুন ব্যাঙ্কতন্ত্র, সদ্য গড়ে ওঠা উচ্চ ফিনান্স ও তখন রক্ষণ শুল্কের ওপর নির্ভরশীল বৃহৎ হস্তশিল্প-কারখানা মালিকদের স্বাভাবিক মিত্র। নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ বুর্জোয়ারা কাজ করেছিল ঠিক সুইডিশ বুর্জোয়াদের মতোই বিচক্ষণতার সঙ্গে, যারা প্রক্রিয়াটা উল্টিয়ে

পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, ৪২২৪ নং। পাণ্ডুলিপিটির নাম 'The Character and Behaviour of King William, Sunderland etc., as represented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon etc.' অনেক মজার ব্যাপারে তা পূর্ণ।)

* 'অংশত বিক্রয় মারফত এবং অংশত দান হিশেবে রাজকীয় ভূমির বেআইনী হস্তান্তর ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়... জাতির উপর এক প্রকাণ্ড জুয়াচুরি।' (F. W. Newman, 'Lectures on Political Economy', London, 1851, pp. 129, 130.) (ইংলণ্ডের বর্তমান বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তিগুলি কী ভাবে তাদের হাতে এল তার বিশদ বিবরণের জন্য [Evans, N.H.] 'Our Old Nobility.' By Noblesse Oblige. London, 1879. দ্রষ্টব্য।—ফ্রেডারিক এঙ্গেলস)

** দৃষ্টান্তস্বরূপ ই. বার্কের বেডফোর্ড ডিউক বংশের ওপর লেখা পুস্তিকা পড়ে দেখুন, 'উদারনীতিকতার উচ্ছিঙড়ে' লর্ড জন রাসেল ওই ঝাড়েরই এক কাণ্ড। ('A Letter from the Right Honourable Edmund Burke to a Noble Lord, on the Attacks made upon him and his Pension, in the House of Lords by the Duke of Bedford, and the Earl of Lauderdale, Early in the present Sessions of Parliament', London, 1796. — সম্পাঃ)

চক্রতন্ত্রের কাছ থেকে রাজকীয় জমি উদ্ধারের জন্য নিজেদের অর্থনৈতিক মিত্র কৃষকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সাহায্য করে রাজাদের। এটা ঘটে ১৬০৪ সালের পর, দশম ও একাদশ চার্লসের রাজত্বকালে। গোষ্ঠী সম্পত্তিটা ছিল তা থেকে সর্বদাই স্বতন্ত্র, এটা একটা প্রাচীন টিউটোনীয় প্রথা, সামন্ততন্ত্রের আবরণেও তা টিকে থাকে। আমরা দেখেছি কী ভাবে এ সম্পত্তির জবরদস্তি দখল ও সাধারণত সেই সঙ্গে আবাদ জমির চারণভূমিতে রূপান্তর শুরু হয় ১৫শ শতকের শেষে ও চলতে থাকে ১৬শ শতকের সময়েও। কিন্তু সে সময় প্রক্রিয়াটা চলছিল ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগ মারফত, আইনসংস্থা যার বিরুদ্ধে ১৫০ বছর ধরে ব্যর্থ লড়াই চালায়। ১৮শ শতকে যে অগ্রগতি ঘটল সেটা প্রকাশ পায় এই ব্যাপারে যে জনগণের ভূমি অপহরণে এখন আইন নিজেই হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও বড়ো বড়ো খামারীরা সেই সঙ্গে নিজেদের ছোটখাটো স্বকীয় পদ্ধতিরও আশ্রয় নিত।* এ দস্যুতার পার্লামেণ্টী চেহারা হল সার্বজনীন জমি ঘেরাওয়ের আইন, অন্য কথায়, জনগণের জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে জমিদারদের দান করার জন্য ডিক্রি, জনগণকে উচ্ছেদের ডিক্রি। স্যার এফ. এম. ইডেন গ্রাম গোষ্ঠীর সম্পত্তিকে সামন্ত প্রভুদের স্থানগ্রহণকারী বড়ো বড়ো ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর এই ধূর্ত ওকালতিকেই তিনি খণ্ডন করে বসেন যখন নিজেই তিনি 'সার্বজনীন জমি ঘেরাও-দখলের জন্য পার্লামেণ্টের একটি সাধারণ আইন' দাবি করেন (তাতে ক'রে স্বীকার ক'রে নেন যে ও-জমির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরের জন্য একটি পার্লামেণ্টী কুদেতা আবশ্যক) এবং তদুপরি উচ্ছেদকৃত গরিবদের 'ক্ষতিপূরণের' জন্য তিনি আইনসভার কাছে আবেদন জানান।**

---

* 'কুটিরে নিজেদের ও ছেলেপুলেদের ছাড়া অন্য কোনো জীবন্ত প্রাণী রাখা খামারীরা নিষিদ্ধ করে এই অজুহাতে যে কুটিরবাসীরা কোনো পশু বা হাঁসমুরগী রাখলে তাদের প্রতিপালনের জন্য তারা খামারীর গোলা থেকে চুরি করবে; তারা আরো বলে যে, কুটিরবাসী মজুরদের গরিব করে রাখলে তারা পরিশ্রমী থাকবে, ইত্যাদি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আসল ব্যাপার হল এই যে খামারীরা সার্বজনীন ভূমির ওপর পুরো অধিকার নিজেরা রাখতে চায়।' ('A Political Inquiry into the Consequences of Enclosing Waste Lands', London, 1785, p. 75.)

** Eden, উক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা।

একদিকে যখন স্বাধীন ইয়োমেনদের জায়গা নিল উঠবন্দী চাষী, বছরে বছরে ইজারা নেওয়া ছোটো খামারী, ভূস্বামীর মর্জির ওপর নির্ভরশীল এক দাসসুলভ জনতা, তখন অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মহাল অপহরণ ছাড়াও সার্বজনীন ভূমির নিয়মিত লুণ্ঠনে সেই সব বড়ো বড়ো খামারের ফেঁপে উঠতে বিশেষ সাহায্য হয়, যাদের ১৮শ শতকে বলা হত ক্যাপিটেল ফার্ম* বা বণিক ফার্ম**, এবং কারখানা শিল্পের জন্য প্রলেতারীয় হিশেবে 'মুক্তি পায়' কৃষিজীবীরা।

১৮শ শতক অবশ্য জাতীয় ঐশ্বর্য ও জনগণের দারিদ্র্যের মধ্যে অভিন্নতাটা ১৯শ শতকের মতো অত পরিপূর্ণভাবে তখনো দেখতে পায় নি। সেইজন্যই তখনকার অর্থনৈতিক সাহিত্যে 'সার্বজনীন ভূমির ঘেরাও-দখল' নিয়ে অতি প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা যায়। আমার সামনে যে পুঞ্জীভূত মালমসলা আছে, তা থেকে আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি দেব, তাতে সে সময়কার অবস্থার ওপর জোরালো আলোকপাত হবে। ক্রুদ্ধ এক ব্যক্তি লিখছেন: 'হার্টফোর্ডশায়ারের কতকগুলি প্যারিশে গড়ে ৫০—১৫০ একরের ২৪টি খামার বিগলিত হয়ে গেছে তিনটি খামারে।'*** 'নর্দাম্পটনশায়ার ও লিসেস্টারশায়ারে সার্বজনীন জমির ঘেরাও-দখল ঘটেছে অতি বিপুলাকারে এবং ঘেরাও-দখলের ফলে গঠিত অধিকাংশ নতুন মহাল পরিণত করা হয়েছে চারণভূমিতে, তার ফলে অনেক মহালে বছরে এখন ৫০ একরও চাষ হয় না, যেখানে আগে চাষ হত ১,৫০০ একর। প্রাক্তন বাসগৃহ, গোলা, আস্তাবল ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষই' হল ভূতপূর্ব অধিবাসীদের একমাত্র চিহ্ন। 'কোনো কোনো অদখল গ্রামের শতখানেক গৃহ ও পরিবার কমে এসেছে... আট কি দশে... মাত্র ১৫ কি ২০ বছর আগে যে সব প্যারিশ ঘেরাও-দখল করা হয় তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে অদখল অবস্থায় যত লোক সেখানে ভূম্যধিকারী ছিল তাদের তুলনায় ভূম্যধিকারীর সংখ্যা এখন অত্যন্ত কম। আগে যা ছিল ২০ কি ৩০ জন খামারী ও সমান সংখ্যক ক্ষুদ্রতর মালিক ও প্রজাদের হাতে,

---

* 'Capital Farms' ('Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn.' By a Person in Business. London, 1767, pp. 19, 20.)

** 'Merchant Farms' ('An Inquiry into the Causes of the Present High Price of Provisions', London, 1767, p. 111, টীকা) নাম না দিয়ে প্রকাশিত এই চমৎকার রচনাটি রেভারেন্ড ন্যাথানিয়েল ফর্স্টারের লেখা।

*** Thomas Wright, 'A Short Address to the Public on the Monopoly of Large Farms', 1779, pp. 2, 3.

এমন একটা বিশাল ঘেরাও-দখলী মহালকে ৪ কি ৫ জন ধনী মেষ-ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে একচেটিয়া করে নেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাতে ক'রে অন্য যে সমস্ত পরিবারকে তারা নিয়োগ ও প্রতিপালন করত তাদের সঙ্গে এই সমস্ত লোক একত্রে সপরিবারে তাদের জীবিকা থেকে উৎখাত হচ্ছে।'* শুধু পতিত জমি নয়, যৌথভাবে চাষ করা জমি অথবা গোষ্ঠীর নিকট নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে ভোগ করা জমিও আশেপাশের ভূস্বামীরা ঘেরাও-দখলের অজুহাতে গ্রাস করত। 'আমি এখানে ইতিমধ্যেই উন্নত ক'রে তোলা অবাধ মাঠ ও ভূমির ঘেরাও-দখলের কথা বলছি। ঘেরাও-দখলের সমর্থক লেখকেরাও স্বীকার করেন যে এই সমস্ত হ্রাস-প্রাপ্ত গ্রামগুলি খামারগুলির একচেটিয়া বাড়িয়ে দেয়, খাদ্যের দর বৃদ্ধি করে, জনসংখ্যার হ্রাস ঘটায়... এমন কি অনাবাদী জমির ঘেরাও-দখলেও (যা এখন চালানো হচ্ছে) গরিবদের উপজীবিকার একাংশ হরণ ক'রে তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করে এবং ইতিমধ্যেই অতি বৃহৎ হয়ে ওঠা খামারগুলিকেই কেবল বাড়িয়ে তোলে।'** ডঃ প্রাইস বলছেন, 'এ জমি অল্প কয়েকজন বড়ো বড়ো খামারীর হাতে পড়লে ফল নিশ্চয় এই হবে যে ছোটো খামারীরা' (আগে তাদের তিনি এই আখ্যা দিয়েছেন 'অসংখ্য ছোটো ছোটো ভূম্যধিকারী ও ইজারাদার, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গকে পোষণ করে অধিকৃত ভূমিটার উৎপন্ন থেকে, সার্বজনীন জমিতে পালিত ভেড়া দিয়ে, হাঁস মুরগী শুয়োর ইত্যাদি পেলে, সুতরাং জীবনধারণের উপায় কেনার প্রয়োজন যাদের সামান্যই হয়') 'এমন একদল লোকে পরিণত হবে, যারা জীবিকার্জন করবে অন্যের জন্য খেটে, এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর জন্য যারা বাজারে যেতে বাধ্য হবে... সম্ভবত পরিশ্রম বেশি হবে, কেননা তার জন্য বাধ্যবাধকতা থাকবে বেশি... শহর ও কারখানা-শিল্প বাড়বে, কেননা আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের জন্য অনেক বেশি লোক সেদিকে তাড়িত হবে। ঢালাওভাবে ফার্ম হস্তগত করার স্বাভাবিক ক্রিয়াটা হবে এই পথেই।

---

* Rev. Addington, 'Inquiry into the Reasons for and against Enclosing Open Fields', London, 1772, pp. 37-43, passim.

** Dr. R. Price, 'Observations on Reversionary Payments', 6th ed. By W. Morgan. London, 1803. Vol. II., p. 155. ফর্স্টার, অ্যাডিঙ্গটন, কেন্ট, প্রাইস ও জেমস অ্যান্ডারসনকে পাঠ ক'রে তুলনা করা উচিত চাটুকার ম্যাকুলখের 'The Literature of Political Economy' গ্রন্থে (London, 1845) শোচনীয় বকবকানির সঙ্গে।

এবং এইভাবেই তা বহু বছর ধরে এ রাজ্যে কাজ করে যাচ্ছে।'* ঘেরাও-দখলগুলির ফলাফলের খতিয়ান তিনি টেনেছেন এইভাবে: 'মোটের ওপর নিম্ন স্তরের লোকেদের অবস্থা সব দিক দিয়েই খারাপের দিকে বদলেছে। ছোটো ভূম্যধিকারী থেকে তারা পরিণত হয়েছে দিন-মজুর ও ভাড়াটেতে; সেই সঙ্গে এই অবস্থায় থেকেও তাদের জীবিকানির্বাহ হয়ে উঠেছে আরো কঠিন।'** বস্তুত কৃষিশ্রমিকদের ওপর সার্বজনীন জমির জবরদখল ও তার সহগ কৃষি বিপ্লবের এত তীব্র প্রভাব পড়ে যে, এমন কি ইডেনের

---

* Dr. R. Price, উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৭।

** Dr. R. Price, উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৯। প্রাচীন রোমের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'অবণ্টিত জমির অধিকাংশই ধনীরা দখল করে নিয়েছিল। সে কালের এই পরিস্থিতিতে তারা ভরসা রেখেছিল যে জমিগুলি আর তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, সুতরাং নিজেদের জমির সন্নিকটস্থ গরিবদের কিছু কিছু জমি তারা কিনে নিয়েছিল তাদের সম্মতি নিয়ে, আর কিছু জমি দখল করেছিল জোর ক'রে, ফলে বিচ্ছিন্ন সব জমির বদলে তারা তখন চাষ চালাচ্ছিল সুপ্রসারিত সব আবাদে। তারপর কৃষি ও পশুপালনে তারা নিয়োগ করল ক্রীতদাসদের, কেননা সামরিক কর্মে ডাক পড়লে মুক্ত প্রজারা কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারত। ক্রীতদাস থাকায় তাদের প্রভূত লাভ হত, কেননা সামরিক সেবার দায় থেকে ক্রীতদাসরা মুক্ত থাকায় অবাধে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও বহু সন্তান হতে পারত। এইভাবে শক্তিমানেরা সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে ও ক্রীতদাসে দেশ ছেয়ে যায়। অন্যদিকে ইতালীয়দের সংখ্যা অবিরাম কমছিল, দারিদ্র্য, কর ও সামরিক সেবায় ধ্বংস পাচ্ছিল তারা। এমন কি শান্তির সময়েও পুরোপুরি কর্মহীনতাই ছিল তাদের নির্বন্ধ, কেননা ধনীদের অধিকারে ছিল জমি এবং তা চাষ করার জন্য তারা মুক্ত প্রজার বদলে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করত।' (Appian, 'Römische Bürgerkriege', I, 7.) এ অনুচ্ছেদটা লিসিনিয়াস'এর বিধানের আগেকার কাল নিয়ে। [লিসিনিয়াস'এর বিধান—প্রাচীন রোমে খৃঃ পূঃ ৩৬৭ সালে গৃহীত আইন। সার্বজনীন জমিকে ব্যক্তিগত ভোগে তুলে দেবার অধিকার তাতে কিছুটা সঙ্কোচিত করা হয় এবং আংশিক ঋণ নাকচের ব্যবস্থা হয়। আইনটির লক্ষ্য ছিল বৃহৎ ভূমিমালিকানার বৃদ্ধি ও অভিজাতদের বিশেষাধিকার খর্ব করা। প্লেবিয়ানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কিছুটা সংহতিও তাতে প্রতিফলিত হয়। রোমক ঐতিহ্য অনুসারে, লোকপ্রবক্তা লিসিনিয়াস ও সেক্সটিয়াস এই আইনের সংরচক বলে কথিত।—সম্পাঃ] রোমক প্লেবিয়ানদের ধ্বংস যা অতি বিপুল পরিমাণে ত্বরান্বিত করেছিল, সেই সমর-সেবাকেই প্রধান উপায় হিশেবে নিয়ে শার্লেমান [Charlemagne] যেন দ্রুত-পাকানো খামার ঘরের মধ্যে মুক্ত জার্মান চাষীদের ভূমিদাস ও গোলামে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন।

মতেই, ১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে তাদের মজুরি ন্যূনতমের নিচে নামতে শুরু করে এবং সরকারী দরিদ্র আইনের সাহায্য দিয়ে তা পূরণ করতে হয়। তাদের মজুরি, ইডেন বলেন, 'জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহের বেশি ছিল না'।

এবার এক মুহূর্তের জন্য একজন ঘেরাও-দখলের সমর্থক ও ডঃ প্রাইসের প্রতিপক্ষের কথা শোনা যাক: 'অদখল জমিতে শ্রম অপচয় করতে যেহেতু লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না তাই নিশ্চয় জনহ্রাস ঘটে থাকবে, এটাও কোনো যুক্তি নয়... ছোটো খামারীদের যদি অন্যের জন্য খাটতে বাধ্য এমন একদল লোকে পরিবর্তিত করার ফলে বেশি শ্রম উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটা এমন একটা সুবিধা যা জাতির' (যার মধ্যে অবশ্যই 'পরিবর্তিত' লোকেরা পড়ে না) 'পক্ষে বাঞ্ছনীয়... তাদের যৌথ শ্রম একটি খামারে নিযুক্ত হলে উৎপাদন যেহেতু বেশি হয়, তাই কারখানা-শিল্পের জন্য উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে, এবং এই উপায়ে জাতির পক্ষে যা স্বর্ণখনি স্বরূপ সেই কারখানাশিল্প উৎপাদিত শস্যের সমানুপাতে বাড়তে থাকবে।'*

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বনিয়াদ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হওয়া মাত্র 'সম্পত্তির পবিত্র অধিকারের' নির্লজ্জ লঙ্ঘন ও লোকের প্রতি রূঢ়তম বলাৎকারের ঘটনার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরা কী নির্বিকার মানসিক প্রশান্তি পোষণ করতেন তা দেখিয়েছেন 'লোকহিতৈষী' ও তদুপরি টোরি স্যার এফ. এম. ইডেন। ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে ১৮শ শতকের শেষ পর্যন্ত জনগণের জবরদস্তি উচ্ছেদের সঙ্গে যে চৌর্য, বলাৎকার ও জনগণের ক্লেশের একটা পুরো পালা চলেছিল, সেটা তাঁকে মাত্র এই আরামদায়ক সিদ্ধান্তে প্রণোদিত করেছে: 'আবাদ জমি ও চারণভূমির মধ্যে যথাযোগ্য অনুপাত স্থাপন করতে হত। গোটা ১৪শ শতক ও ১৫শ শতকের বেশির ভাগটায় ২-৩, এমন কি ৪ একর আবাদ জমির বিপরীতে ছিল ১ একর চারণভূমি। ১৬শ শতকের মাঝামাঝি অনুপাতটা বদলে যায় ২ একর চারণভূমির বিপরীতে ২ একর আবাদ জমি, পরে ২ একর চারণভূমির

---

* [J. Arbuthnot] 'An Inquiry into the Connection between the Present Price of Provisions etc.', pp. 124, 129. বিপরীত প্রবণতা কিন্তু সমান মর্মার্থ: 'শ্রমজীবীরা তাদের কুটির থেকে বিতাড়িত হয়ে কাজের জন্য শহরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তাতে একটা বৃহত্তর উদ্বৃত্ত পাওয়া যাচ্ছে ও এইভাবে পুঁজি বেড়ে উঠছে।' ([R. B. Seeley] 'The Perils of the Nation', 2nd ed., London, 1843, p. 14.)

বিপরীতে ১ একর আবাদ জমি, এবং শেষ পর্যন্ত ৩ একর চারণভূমির বিপরীতে ১ একর আবাদ জমির ন্যায্য অনুপাতটা প্রতিষ্ঠিত হয়।'

১৯শ শতকে কৃষিশ্রমিক ও সার্বজনীন জমির মধ্যেকার সম্পর্কের স্মৃতিটুকুও অবশ্য মুছে গেছে। আরো সাম্প্রতিক কালের কথা না বললেও, ১৮০১ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে যে ৩৫,১১, ৭৭০ একর সার্বজনীন জমি কৃষিজীবী জনগণের কাছ থেকে চুরি করা হয় ও পার্লামেণ্টী কৌশলে ভূস্বামীগণ কর্তৃক ভূস্বামীদের নিকট উপহার প্রদত্ত হয়, তার জন্য কি তারা একটা পয়সাও ক্ষতিপূরণ পেয়েছে?

ভূমি থেকে কৃষিজনগণের ঢালাও উচ্ছেদের শেষ প্রক্রিয়াটা হল, অবশেষে, তথাকথিত 'মহাল সাফ', অর্থাৎ মানুষগুলোকে সেখান থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করা। এ পর্যন্ত যেসব ইংরেজী পদ্ধতির বিচার করা হয়েছে তার তুঙ্গ বিন্দু হল 'সাফ করা'। আগের একটি পরিচ্ছেদে আধুনিক অবস্থার বর্ণনায় যা আমরা দেখেছি, যখন উচ্ছেদের মতো স্বাধীন চাষী আর থাকে না, তখন শুরু হয় কুটির 'সাফ'; ফলে নিজেদের চাষ করা জমিতে নিজেদের বসবাসের মতো একটা জায়গাও ক্ষেতমজুরেরা পায় না। কিন্তু 'মহাল সাফের' সত্য ও সঠিক তাৎপর্য কী সেটা আমরা জানতে পারি আধুনিক রোমান্সের প্রতিশ্রুত দেশ স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে। সেখানে প্রক্রিয়াটার বৈশিষ্ট্য হল একচোটে তা কার্যকরী করার আয়তন (আয়র্ল্যাণ্ডে একসঙ্গে কতিপয় গ্রামকে 'সাফ করার' মাত্রায় গেছে জমিদাররা; স্কটল্যাণ্ডে 'সাফ হচ্ছে' জার্মান প্রিনসিপ্যালিটিগুলোর মতো বড়ো বড়ো এলাকা), শেষত, তছরূপ করা জমি দখলে রাখার মতো একটা অদ্ভুত মালিকানা প্রথা।

স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমির কেল্‌টরা ছিল কোম অনুসারে সংগঠিত, প্রতিটি কোম যে ভূমিতে বাস করত তার মালিক ছিল। কোমের প্রতিনিধি, কুলপ্রধান বা 'মহাশয়' ছিল কেবল সে সম্পত্তির খেতাবী মালিক, যেমন ইংলণ্ডের রাণী হলেন সমস্ত জাতীয় ভূমির খেতাবী মালিক। ইংরেজ সরকার যখন এই সব 'মহাশয়দের" অন্তর্যুদ্ধ ও নিম্নের সমভূমিতে তাদের অবিরাম হানা দমন করতে সক্ষম হল, তখন কোমপতিরা তাদের কালধন্য দস্যুবৃত্তি মোটেই ত্যাগ করলে না; শুধু তার রূপটা তারা বদলাল। নিজেদের কর্তৃত্বেই তারা তাদের নামমাত্র অধিকারটাকে পরিবর্তিত করল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে, এবং তাতে যেহেতু কোমভুক্তদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধল, তাই স্থির করল খোলাখুলি শক্তি প্রয়োগ ক'রেই

তাদের বিতাড়িত করবে। 'ইংলণ্ডের কোনো রাজাও তাহলে তাঁর প্রজাদের সমুদ্রে তাড়িয়ে দেবার দাবি করতে পারতেন,' বলেন প্রফেসর নিউম্যান।* স্কটল্যাণ্ডে এই যে বিপ্লবটা শুরু হয় দাবিদারের অনুগামীদের শেষ অভ্যুত্থানের পর** তার প্রথম পর্যায়গুলো অনুধাবন করা যাবে স্যার জেমস স্টুয়ার্ট*** ও জেমস অ্যাণ্ডারসনের**** লেখায়। ১৮শ শতকে উচ্ছেদ-হওয়া গলদের দেশত্যাগ করা নিষিদ্ধ ছিল, উদ্দেশ্য ছিল জোর ক'রে তাদের গ্লাস্‌গো ও অন্যান্য শিল্প শহরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।***** ১৯শ শতকে প্রচলিত পদ্ধতির*) দৃষ্টান্ত হিশেবে সাদারল্যাণ্ডের ডাচেস যেভাবে 'সাফ

---

* F. W. Newman, 'Lectures on Political Economy', London, 1851, p. 132.

** ১৭৪৫—১৭৪৬ সালের অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। এ অভ্যুত্থান বাধায় স্টুয়ার্ট রাজবংশের অনুগামীরা; তারা দাবি করে যে চার্লস এডওয়ার্ড, তথাকথিত 'তরুণ দাবিদার' ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসবেন। জমিদারদের শোষণ ও ভূমি থেকে ঢালাও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের জনগণের প্রতিবাদও এ অভ্যুত্থানে প্রতিফলিত হয়। ইংরেজ ফৌজ অভ্যুত্থান দমন করার পর স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে কোম প্রথা ভেঙে যেতে শুরু করে এবং 'মহাল সাফ' আরো প্রচণ্ড আকার নেয়। — সম্পাঃ

*** স্টুয়ার্ট বলছেন: 'এসব জমির খাজনা' (কোমভুক্তরা কোমপতিকে যে ভেট দেয়, সেটা ইনি ভুল ক'রে এই অর্থনৈতিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন) 'যদি তাদের আয়তনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে তা খুবই কম বলে মনে হবে। কিন্তু খামারটা কতজন লোককে পুষছে সেটার যদি তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ভালো ও উর্বর অঞ্চলে সমমূল্যের একটি খামারে যত লোক প্রতিপালিত হয়, উচ্চভূমির সম্পত্তিতে হয় সম্ভবত তার দশগুণ।' (James Steuart, 'An Inquiry into the Principles of Political Economy', London, 1767, Vol. I., ch. XVI., p. 104.)

**** James Anderson, 'Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry etc.', Edinburgh, 1777.

***** ১৮৬০ সালে জোর ক'রে উচ্ছেদ করা লোকদের মিথ্যা ওজর দিয়ে চালান দেওয়া হত কানাডায়। কিছু লোক পাহাড়ে এলাকায় ও আশেপাশের দ্বীপে পালিয়ে যায়। পুলিস তাদের পিছু নেয়, সংঘর্ষ হয়, তারপর তারা পালায়।

*) অ্যাডাম স্মিথের ভাষ্যকার বুকানান ১৮১৪ সালে বলেন: 'স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে মালিকানার প্রাচীন ব্যবস্থা প্রত্যহ লঙ্ঘিত হচ্ছে... পুরুষানুক্রমিক ইজারাদারের' (ভুল ক'রে সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়েছে) 'প্রতি দৃকপাত না ক'রে জমিদার এখন জমি দিচ্ছে সর্বোচ্চ খাজনা যে দিতে চাইছে তাকে, আর সে যদি উন্নয়নপন্থী হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই চাষের একটা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে। আগে জমি ছিল ছোটো ছোটো ইজারাদার বা শ্রমজীবীতে আকীর্ণ, জমির লোকসংখ্যা ছিল তার উৎপন্নের

করেছিলেন' সেটা এখানে দিলেই যথেষ্ট হবে। অর্থনীতিতে ভালো পাঠ নেওয়া এই ব্যক্তিটি তাঁর সম্পত্তির শাসনভার নিয়ে ঠিক করলেন যে একটা আমূল আরোগ্যলাভ ঘটাবেন ও গোটা যে অঞ্চলটার জনসংখ্যা আগেকার অনুরূপ পদ্ধতিতে ১৫,০০০-এ নেমে এসেছিল তাকে পুরোপুরি মেষ চারণভূমিতে পরিণত করবেন। ১৮১৪ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে এই ১৫,০০০ অধিবাসী, ৩,০০০ পরিবারকে নিয়মিতভাবে হানা দিয়ে নির্মূল করা হয়। ধ্বংস করা হয় তাদের সমস্ত গ্রাম, তাদের সমস্ত ক্ষেত পরিণত হয় চারণভূমিতে। উচ্ছেদ চালু করে বৃটিশ সৈন্যরা, অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। কুটির ছাড়তে অস্বীকার ক'রে জনৈক বৃদ্ধা তার নিজের কুটিরের আগুনেই পুড়ে মরে। এইভাবে এই সুচরিতা মহিলা আত্মসাৎ করলেন ৭,৯৪,০০০ একর জমি যা স্মরণাতীত কাল থেকে ছিল কোমের হাতে। বিতাড়িত অধিবাসীদের জন্য তিনি সমুদ্র উপকূলে ৬,০০০ একর বরাদ্দ করেন, পরিবার পিছু ২ একর। এতদিন পর্যন্ত এই ৬,০০০ একর পতিত পড়েছিল, তার মালিকদের এ থেকে কোনো আয় হত না। ডাচেস তাঁর অন্তরের মহত্ত্বে এতদূর গেলেন যে গড়ে একর প্রতি ২ শিলিং ৬ পেনি খাজনায় এগুলো ইজারাই দিয়ে দিলেন সেই কোমের লোকেদের কাছে, যারা শতকের পর শতক তাঁর পরিবারের জন্য রক্ত ঢেলেছে। কোমের

অনুপাতে। কিন্তু উন্নত চাষ ও বর্ধিত খাজনার নতুন প্রথায় যথাসম্ভব বেশি উৎপাদন তোলা হচ্ছে যথাসম্ভব কম খরচে; এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপ্রয়োজনীয় লোকদের সরিয়ে দেওয়ায় জনসংখ্যা কমে দাঁড়াচ্ছে জমিটা যত জনকে প্রতিপালিত করতে পারে তত জনে নয়, যত জনকে নিযুক্ত করতে পারে তত জনে। ভূমিচ্যুত প্রজারা হয় আশেপাশের শহরে জীবিকার সন্ধানে যায়...' ইত্যাদি। (David Buchanan, 'Observations on etc., A Smith's Wealth of Nations', Edinburgh, 1814, Vol. IV., p. 144.) 'স্কচ অভিজাতরা আগাছা তোলার মতো ক'রে পরিবারগুলোকে তুলে ফেলছে; গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে তারা যে ব্যবহার করছে সেটা বন্য পশুর উৎপাতে উত্ত্যক্ত ভারতীয়রা প্রতিশোধ নেবার জন্য বাঘভরা জঙ্গলের ক্ষেত্রে যা করে, তার মতো... মানুষ বিকিয়ে যাচ্ছে ভেড়ার লোম বা মাংসের বিনিময়ে, তার চেয়েও শস্তায়... মোগলদের অভিসন্ধির চেয়েও এটা কত খারাপ, তারা চীনের উত্তরাঞ্চলে ঢুকে পড়ার পর পরিষদে প্রস্তাব দিয়েছিল যে অধিবাসীদের নির্মূল ক'রে দেশটাকে চারণভূমিতে পরিণত করা হোক। এ প্রস্তাবটাকে বহু উচ্চভূমির মালিক নিজের দেশে এবং নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে কার্যকর করেছে।' (George Ensor, 'An Inquiry concerning the Population of Nations', London, 1818, pp. 215, 216.)

এই অপহৃত গোটা জমিটা ২৯টা বড়ো বড়ো মেষ খামারে ভাগ করলেন, তার প্রতিটিতে রইল মাত্র একটি ক'রে পরিবার, এবং তারাও বেশির ভাগ হল বাইরে থেকে আনা ইংরেজ ক্ষেতমজুর। ১৮২৫ সাল নাগাদ ১৫,০০০ গলের জায়গা নিল ১,৩১,০০০ ভেড়া। অধিবাসীদের যে অবশিষ্টরা সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা মাছ ধরে প্রাণধারণের চেষ্টা করল। উভচরে পরিণত হল তারা, দিন কাটাল, জনৈক ইংরেজ লেখক যা বলেছেন, অর্ধেক মাটিতে অর্ধেক জলে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই আধপেটা।*

কিন্তু কোমের 'মহাশয়দের' প্রতি তাদের রোমান্টিক পার্বত্যজাতিসুলভ ব্যক্তিপূজার আরো কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল সাহসী গলদের। তাদের মাছের গন্ধ পেঁছিল 'মহাশয়দের' নাকে। তাঁরা কিছু মুনাফার ঘ্রাণ পেলেন এবং উপকূলটা ইজারা দিয়ে দিলেন লন্ডনের বড়ো বড়ো মৎস্যব্যবসায়ীদের কাছে। দ্বিতীয় বারের জন্য উৎখাত হল গলরা।**

কিন্তু শেষত, মেষ চারণভূমির একাংশ পরিণত হচ্ছে হরিণ মৃগয়া ক্ষেত্রে। সবাই জানেন যে ইংলণ্ডে সত্যকার কোনো বন নেই। বড়ো বড়ো লোকেদের বাগানের হরিণগুলো গৃহপালিত গুমরে পশু, লন্ডন অল্ডারম্যানদের মতোই মুটকো। 'মহৎ ব্যসনটার' শেষ আশ্রয় তাই স্কটল্যান্ড। ১৮৪৮ সালে সোমার্স লিখছেন: 'উচ্চভূমিতে ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন নতুন বন গজিয়ে উঠছে। এখানে গেইকের একদিকে রয়েছে গ্লেনফেশির নতুন বন,

---

* সাদারল্যাণ্ডের বর্তমান ডাচেস যখন 'টম কাকার কুটিরের' লেখিকা মিসেস বিচার-স্টো'কে লণ্ডনে প্রচণ্ড ঘটা করে অভ্যর্থনা জানিয়ে মার্কিন প্রজাতন্ত্রের নিগ্রো ক্রীতদাসদের জন্য তাঁর সহানুভূতি দেখান—গৃহযুদ্ধের সময় এ সহানুভূতিটা তিনি তাঁর সহ-অভিজাতদের সঙ্গে একত্রে বেশ বুদ্ধিমানের মতোই ভুলে গিয়েছিলেন, সে যুদ্ধে প্রতিটি 'মহৎ' ইংরেজ হৃদয়ই স্পন্দিত হয়েছিল দাসমালিকদের জন্য—তখন আমি *New-York Tribune* পত্রিকায় সাদারল্যাণ্ড দাসদের ঘটনাগুলো প্রকাশ করি। (কেরি তা অংশত সংক্ষিপ্তাকারে দিয়েছেন তাঁর 'The Slave Trade' গ্রন্থে, Philadelphia, 1853, pp. 202, 203.) আমার প্রবন্ধটা একটি স্কচ সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হয় এবং খাসা একটু বিতর্ক বাধে পত্রিকাটির সঙ্গে সাদারল্যাণ্ড মোসায়েবদের।

** এই মৎস্যব্যবসায়ের চিত্তাকর্ষক খুঁটিনাটি পাওয়া যাবে মিঃ ডেভিড আর্কার্টের 'Portfolio. New Series' এ। — নাসাউ ডবলিউ. সিনিয়র তাঁর মরণোত্তর গ্রন্থটিতে 'সাদারল্যাণ্ডশায়ারের ঘটনাবলী মানুষের স্মরণ কালের মধ্যে সবচেয়ে লোকহিতকর 'সাফ' বলে অভিহিত করেছেন।' ('Journals, Conversations and Essay relating to Ireland', London, 1868.)

আর ওদিকে রয়েছে আর্ডভেরিকির নতুন বন। একই রেখায় পাওয়া যাবে ব্ল্যাক মাউণ্ট, সদ্য গড়া একটা বিরাট পোড়ো জমি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবের্ডিনের আশপাশ থেকে ওবেনের পাথরগুলো পর্যন্ত শুধু অবিচ্ছিন্ন ধারায় বন। আর উচ্চভূমির অন্যান্য অংশে আছে লক আর্কেইগ, গ্লেনগ্যারি, গ্লেনমরিস্টন প্রভৃতি নতুন বন। ছোটো ছোটো খামারীদের অধিষ্ঠান ছিল উপত্যকাগুলি, ভেড়ার প্রচলন হয় সেখানে; অনেক রুক্ষ ও অনুর্বর জমিতে জীবিকার্জনে বিতাড়িত হয় তারা। এখন ভেড়ার জায়গা নিচ্ছে হরিণ, এবং ফের ছোটো প্রজাদের উৎখাত করা হচ্ছে; আরো রুক্ষ জমি ও হাড়ভাঙ্গা দারিদ্র্যে এরা বাধ্য হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। হরিণবন* ও মানুষের সহাবস্থান সম্ভব নয়। দুয়ের একটাকে হার মানতে হবে। বিগত পঁচিশ বছরে বনগুলি যেভাবে সংখ্যায় ও আয়তনে বেড়েছে, আগামী পঁচিশ বছরেও যদি তাই বাড়ে, তাহলে গলেরা তাদের স্বভূমি থেকেই লোপ পাবে... উচ্চভূমির মালিকদের এই প্রবণতাটা কারো কাছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপার, কারো কাছে শিকারপ্রিয়তার বস্তু... আর যারা খানিকটা সাংসারিক বুদ্ধির লোক তারা হরিণ-ব্যবসাটাকে দেখছে শুধু মাত্র মুনাফার ওপর চোখ রেখে। কেননা এটা একটা সত্য ঘটনা যে মেষচারণের জন্য ইজারা দেওয়ার চেয়ে বন হিশেবে রক্ষিত একটা পার্বত্য এলাকা মালিকের কাছে বহু ক্ষেত্রে বেশি লাভজনক... যে শিকারীর একটা হরিণবনের দরকার হয়, সে যতটা দাম দিতে চাইবে সেটা তার তহবিলের পরিমাণ ছাড়া আর কোনো বিবেচনাতেই সংকুচিত হবে না... উচ্চভূমিতে যে কঠোর দুর্দশা চাপানো হয়েছে সেটা নর্মান রাজাদের নীতিতে ঘটা দুর্দশার চেয়ে বিশেষ কম নয়। হরিণরা পেয়েছে সুপ্রসারিত এলাকা, কিন্তু মানুষদের শিকার করা হচ্ছে ক্রমাগত সংকীর্ণ হয়ে আসা এক বৃত্তে... একের পর এক ছেঁটে ফেলা হচ্ছে জনগণের স্বাধীনতাগুলো... আর অত্যাচার দিন দিনই বাড়ছে... লোকদের 'সাফ' ক'রে বিতাড়িত করার ব্যাপারটা মালিকেরা চালু করছে একটা স্থিরীকৃত নীতি, একটা কৃষিগত আবশ্যিকতা হিশেবে, যেভাবে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার বিজন অঞ্চলে গাছপালা ও ঝোপঝাড় সাফ করা হয়; কাজটা চলে শান্তভাবে, কারবারী ঢঙে, ইত্যাদি।'**

* স্কটল্যাণ্ডের হরিণবনগুলিতে একটি গাছও নেই। ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো থেকে ভেড়াদের তাড়িয়ে দিয়ে হরিণদের তাড়িয়ে আনা হয় এবং তাকে বলা হয় হরিণবন। এমন কি বৃক্ষরোপণ ও সত্যকার অরণ্যচাষও করা হয় না।

** Robert Somers, 'Letters from the Highlands; or, the Famine of

গির্জার সম্পত্তি লুঠ, রাষ্ট্রীয় জমির জুয়াচুরি হস্তান্তর, সার্বজনীন ভূমির অপহরণ, সামন্ত ও কৌম সম্পত্তি জবরদখল ক'রে বেপরোয়া সন্ত্রাসের

1847', London, 1848, pp. 12-28 passim. চিঠিগুলি প্রথমে বেরয় *Times* পত্রিকায়। ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা অবশ্য গলদের মধ্যে ১৮৪৭ দুর্ভিক্ষটার ব্যাখ্যা করেন তাদের অতিজনতার কারণ দেখিয়ে। অন্তত তারা তাদের খাদ্য সরবরাহের ওপর 'চাপ দিচ্ছিল'। 'মহাল সাফ', অথবা জার্মানিতে যা বলা হয় 'Bauernlegen' সেটা জার্মানিতে ঘটে বিশেষ ক'রে ৩০ বছরের যুদ্ধের পরে এবং পরিণামে কৃষক বিদ্রোহ ঘটে এমন কি ১৭৯০ সালেও। এটা ঘটে বিশেষ ক'রে পূর্ব জার্মানিতে। অধিকাংশ প্রুশীয় প্রদেশগুলিতে দ্বিতীয় ফ্রিদরিখ সর্বপ্রথম কৃষকদের সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। সাইলেসিয়া বিজয়ের পর তিনি কুটির গোলা ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ এবং কৃষকদের পশু ও উপকরণাদি সরবরাহে জমিদারদের বাধ্য করেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বাহিনীর জন্য সৈন্য ও রাজকোষের জন্য কর। আর তার বাইরের কথা যদি ধরি, তাহলে ফ্রিদরিখের অর্থব্যবস্থা এবং স্বৈরতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের জগাখিচুড়ি শাসনে চাষীরা কী মধুর জীবনযাপন করত সেটা দেখা যাবে তাঁর গুণমুগ্ধ মিরাবো থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে: 'উত্তর জার্মানির কৃষিজীবীদের একটা প্রধান সম্পদ হল শণ। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই যে এটা সচ্ছলতার উৎস নয়, চূড়ান্ত নিঃস্বতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিকার মাত্র। প্রত্যক্ষ কর, বেগারি, নানা ধরনের বাধ্যবাধকতায় ধ্বংস পায় কৃষকেরা, যারা তদুপরি যা কিছু কেনে তার ওপর অপ্রত্যক্ষ কর দেয়... এবং দুর্ভাগ্যের চরম এই যে যেখানে খুশি ও যত দামে খুশি সে তার উৎপন্ন বেচতে পারে না, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য যে সব বণিক সবচেয়ে উপযুক্ত দামে বেচতে রাজী, তাদের কাছ থেকে সে কিনতে পারে না। এই সব কারণে আস্তে আস্তে সে ধ্বংস পায়, সুতো বোনার কাজ না চালালে প্রত্যক্ষ কর দিতেও সে অক্ষম হত; এই শেষ বৃত্তিটা তার পক্ষে অপরিহার্য অতিরিক্ত অবলম্বন, এতে তার বৌ, ছেলেমেয়ে, চাকর-চাকরানী ও স্বয়ং নিজের মেহনত কাজে লাগাবার সুযোগ পায় সে। কিন্তু এই অতিরিক্ত অবলম্বন সত্ত্বেও কী করুণ জীবন! গ্রীষ্মে সে কয়েদীর মতো খাটে হালচাষে ও ফসল তোলায়, কাজ সামলাবার জন্য শোয় রাত নটায়, ওঠে ভোর দুটোয়; একটানা একটা অবকাশ পেয়ে শীতে তার শক্তি পুনরুদ্ধার করার কথা, কিন্তু সব পরিশোধের জন্য যদি নিজ উৎপন্নের একাংশ সে বিক্রি করে, তাহলে রুটি ও বীজের জন্য শস্য তার থাকে না। তাই এই ছিদ্রটা ভরাবার জন্য সুতো বুনতে হয় তাকে... এবং বুনতে হয় প্রচণ্ড খেটে। তাই শীতকালে কৃষকেরা রাত বারোটা কি একটায় শুতে যায়, ওঠে ভোর পাঁচটা কি ছটায়, অথবা শোয় রাত নটায়, ওঠে ভোর দুটোয়, এইভাবেই সারা জীবনভোর চলে শুধু রবিবারটা বাদে... এই অতিশয় একটানা নিদ্রাহীনতা এবং অতিশয় খাটুনিতে দেহ নষ্ট হয়, এইজন্য শহরের তুলনায় গ্রামের নারী পুরুষ বুড়িয়ে যায় অনেক তাড়াতাড়ি।' (Mirabeau, উক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১২ থেকে।)

পরিস্থিতিতে তাকে আধুনিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিবর্তন—এই হল আদি সঞ্চয়ের কতকগুলি পদাবলীসুলভ পদ্ধতি। পুঁজিবাদী কৃষির জন্য

দ্বিতীয় সংস্করণের টীকা। ১৮৬৬ সালের এপ্রিলে, রবার্ট সোমার্সের পূর্বোক্ত বইটির প্রকাশের ১৮ বছর পরে প্রফেসর লিওন লেভি আর্টস সোসাইটির কাছে মেষ চারণভূমির হরিণবনে রূপান্তর নিয়ে একটি বক্তৃতা দেন ও তাতে তিনি স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমির ধ্বংসের অগ্রগতি বর্ণনা করেন। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তিনি বলেন: 'লোকবিতাড়ন ও মেষ চারণভূমির রূপান্তর ছিল বিনা ব্যয়ে আয় করার সবচেয়ে সুবিধাজনকে উপায়... মেষ চারণভূমির বদলে হরিণবন—উচ্চভূমিগুলির ক্ষেত্রে এটা একটা সার্বত্রিক পরিবর্তন। জমিদাররা এক সময় যেভাবে তাদের মহাল থেকে লোকেদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেভাবে ভেড়াদের বিতাড়িত ক'রে স্বাগত জানিয়েছে বন্য পশুপক্ষি-রূপ নতুন প্রজাদের... ফরফারশায়ারের আর্ল অব ডালহৌসির মহাল থেকে জন ও'গ্রোট্স পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যায় একবারও অরণ্যভূমি থেকে না বেরিয়ে... এই ধরনের অনেক বনেই শেয়াল, বনবেড়াল, নেউল, খটাশ, বেজি ও অ্যাল্পাইন খরগোশ সুলভ, আর সম্প্রতি এসে ঢুকেছে শশক, কাঠবেড়ালি, আর ইঁদুর। প্রভূত পরিমাণ জমি, স্কটল্যাণ্ডের পরিসংখ্যান-গত বিবরণে যার বেশির ভাগটাতেই অতি উৎকৃষ্ট ধরনের সমৃদ্ধ ও সুপ্রসারিত চারণভূমি আছে বলে বর্ণিত হয়েছে, তা এইভাবে সমস্ত চাষ ও উন্নয়ন থেকে আটকে রেখে বছরের অতি অল্পকালের জন্য স্বল্পসংখ্যক লোকের ব্যসনের জন্য উৎসর্গিত হয়েছে পুরোপুরি।'

১৮৬৬ সালের ২রা জুনের লণ্ডনের *Economist* বলছে: 'গত সপ্তাহের একটি স্কচ পত্রিকার খবরাখবরের মধ্যে আমরা পড়লাম: 'সাদারল্যাণ্ডশায়ারের একটি অতি উৎকৃষ্ট মেষখামার, যার জন্য সম্প্রতি বছরে ১,২০০ পাউণ্ড খাজনা দেবার প্রস্তাব এসেছিল, সেটা বর্তমান বছরে তার ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হবার পর হরিণবনে পরিণত হবে!' এক্ষেত্রে আমরা সামন্ততন্ত্রের আধুনিক মনোবৃত্তিটা দেখতে পাচ্ছি... তা ঠিক সেইভাবেই কাজ ক'রে যাচ্ছে যেভাবে একদা নর্মান বিজয়ী... নয়া অরণ্য সৃষ্টির জন্য ৩৬টি গ্রাম ধ্বংস করেছিল... বিশ লক্ষ একর... একেবারে পতিত, তার ভেতরে থাকছে স্কটল্যাণ্ডের অতি উর্বর কিছু জমি। গ্লেন টিল্টের স্বাভাবিক ঘাস ছিল পার্থ কাউণ্টির মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর; বেন অল্ডারের হরিণবনটা ছিল সুপ্রশস্ত বাডেনক জেলার মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ চারণভূমি; ব্ল্যাক মাউণ্ট বনের একাংশ ছিল স্কটল্যাণ্ডের কালামুখী ভেড়াগুলোর সেরা চারণভূমি। নিছক শিকারের জন্য স্কটল্যাণ্ডে কী ধরনের জমি পতিত রাখা হয়েছে তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যাবে এই থেকে যে গোটা পার্থ কাউণ্টির চেয়ে তা আয়তনে বড়ো। বেন অল্ডার বনের সম্পদ থেকে খানিকটা ধারণা মিলবে জবরদস্তি বিজনীকরণে কী ক্ষতি হচ্ছে। এ জমিতে ১৫,০০০ ভেড়া চরতে পারে, এবং এটা যেহেতু স্কটল্যাণ্ডের পুরনো বনাঞ্চলের তিরিশের এক ভাগের বেশি নয়, তাই এতে... ইত্যাদি। এই সমস্ত জমিটা একই রকম সমূহ অনুৎপাদী... এভাবে তো এটাকে জার্মান মহাসাগরের জলেও ডুবিয়ে দেওয়া যেতে পারত... এই

তা ক্ষেত্র জয় করে, জমিকে ক'রে তোলে পুঁজির অঙ্গীভূত অংশ, এবং শহুরে শিল্পগুলির জন্য একটি 'মুক্ত' এবং আইনের আশ্রয়হীন প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজনীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে দেয়।

পনের শতকের শেষ থেকে উৎখাতদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত বিধান। পার্লামেণ্টের আইনে মজুরির অবনমন

সামন্ত পোষ্য বাহিনীগুলিকে ভেঙে এবং জমি থেকে লোকেদের জবরদস্তি উচ্ছেদ ক'রে যে প্রলেতারিয়েত গড়ে উঠল, এই 'মুক্ত' প্রলেতারিয়েত যত দ্রুত বিশ্বে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সদ্যোজাত শিল্পের পক্ষে তত দ্রুত তাদের নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, চিরাভ্যস্ত জীবনধারা থেকে ঝট ক'রে ছিঁড়ে আসা এই লোকগুলোও সমান ঝট ক'রে তাদের নতুন অবস্থার শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। দলকে দল তারা পরিণত হয় ভিখিরি, ডাকাত, ভবঘুরেতে, অংশত প্রবৃত্তিবশে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থার চাপে। এইজন্যই ১৫শ শতকের শেষ ও গোটা ১৬শ শতক জুড়ে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ভবঘুরেমির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত আইন দেখা যায়। ভবঘুরে ও কাঙাল হিশেবে তাদের বাধ্যতামূলক রূপান্তরের জন্য শাস্তি দেওয়া হত বর্তমান শ্রমিক শ্রেণীর পিতাদের। আইন তাদের গণ্য করত 'স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত' অপরাধী হিশেবে এবং ধরে নিত যে পুরনো যে-অবস্থাটা আর নেই, তাতে ফিরে গিয়ে কাজ করাটা তাদের নিজেদের সদিচ্ছার ওপরই নির্ভর করছে।

ইংলণ্ডে এই আইন শুরু হয় সপ্তম হেনরির আমলে।

অষ্টম হেনরি, ১৫৩০: বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য ভিখিরিরা ভিখিরির লাইসেন্স পাবে। অন্যদিকে তাগড়াই ভবঘুরেদের জন্য বেত্রাঘাত ও কয়েদ। গাড়ির পেছনের সঙ্গে বেঁধে তাদের চাবকানো হবে যতক্ষণ না গা থেকে রক্ত চোয়াতে থাকছে, তারপর তারা শপথ নেবে যে তারা তাদের জন্মস্থানে বা গত তিন বছর যাবৎ যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যাবে ও 'শ্রমে আত্মনিয়োগ করবে'। কী নির্মম ব্যঙ্গ! অষ্টম হেনরির রাজত্বের ২৭শ

ধরনের বানিয়ে তোলা অরণ্য বা মরুভূমিগুলোকে আইনসভার বদ্ধপরিকর হস্তক্ষেপে দমন করা উচিত।'

বর্ষের আইনে আগের বিধানটির পুনরাবৃত্তি ক'রে জোরালো করা হয়েছে নতুন ধারা দিয়ে। ভবঘুরেমির জন্য দ্বিতীয় বার ধরা পড়লে বেত্রাঘাতের পুনরাবৃত্তি ক'রে আধখানা কান কেটে নেওয়া হবে; কিন্তু তৃতীয় বারের বেলায় ঝানু দুর্বৃত্ত ও জনকল্যাণের শত্রু হিশেবে দোষীর প্রাণদণ্ড হবে।

ষষ্ঠ এডওয়ার্ড: তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর ১৫৪৭ সালের একটি বিধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ কাজ করতে আপত্তি করলে যে লোক সে সংবাদটা জানাবে, তার কাছে সে গোলাম হিশেবে থাকার দণ্ড পাবে। মনিব তার গোলামকে খাদ্য হিশেবে দেবে রুটি আর জল, পাতলা ক্বাথ, এবং নিজের বিবেচনা মতো ঝড়তি-পড়তি মাংস। চাবুক ও শেকল দিয়ে তাকে যে কোনো কাজ করতে বাধ্য করার অধিকার থাকবে মনিবের, তা সে কাজটা যত জঘন্যই হোক। গোলাম যদি এক পক্ষকাল অনুপস্থিত থাকে, তাহলে যাবজ্জীবন গোলামিতে সে দণ্ডিত হবে এবং তার কপালে বা পিঠে 'S' অক্ষরটি দেগে দেওয়া হবে। তিন বার যদি সে পালায়, তাহলে দুর্বৃত্ত হিশেবে তার প্রাণদণ্ড হবে। অন্য যে কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রী বা গরুবাছুরের মতো মনিব তাকে বিক্রয় ও তার স্বত্ব দান করতে বা গোলাম হিশেবে ভাড়া দিতে পারবে। গোলামরা যদি মনিবের বিরুদ্ধে কোনো রকম হাত তোলে, তাহলেও তাদের প্রাণদণ্ড হবে। খবর পেলে শান্তিরক্ষক প্রশাসকেরা বদমাইশগুলোকে তাড়া ক'রে ধরবে। কোনো ভবঘুরেকে যদি তিন দিন ধরে বিনা কাজে ঘুরতে দেখা যায়, তাহলে তাকে তার জন্মস্থানে নিয়ে গিয়ে তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে 'V' অক্ষর দেগে দেওয়া হবে তার বুকে এবং শৃংখলিত অবস্থায় রাস্তা পাতা বা অন্যান্য কাজে তাকে লাগানো হবে। ভবঘুরেটি যদি একটা মিথ্যা জন্মস্থান দেয়, তাহলে সে হবে সেই জায়গাটার, সেখানকার অধিবাসীদের বা পৌর সভার গোলাম, 'S' অক্ষর দেগে দেওয়া হবে তার গায়ে। ভবঘুরেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে শিক্ষানবিশ হিশেবে খাটাবার অধিকার থাকবে প্রত্যেকের, ছেলেদের রাখা যাবে ২৪ বছর আর মেয়েদের ২০ বছর বয়স পর্যন্ত। তারা যদি পালায়, তাহলে ওই বয়স পর্যন্ত তারা থাকবে তাদের মনিবের গোলাম হয়ে, মনিব ইচ্ছা করলে তাদের বেড়ি পরিয়ে রাখতে পারবে, চাবকাতে পারবে ইত্যাদি। প্রত্যেক মনিব তার গোলামের গলায়, বাহুতে বা পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখতে পারবে, তাতে তাকে সহজে চেনা যাবে ও তার সম্পর্কে অনেক নিশ্চিন্ত

থাকা যাবে।* এ বিধানের শেষাংশে আছে যে খাদ্য পানীয় দিয়ে খাটাতে ইচ্ছুক থাকলে একটা জায়গা বা ব্যক্তিবৃন্দ কয়েকজন গরিবকে নিযুক্ত করতে পারবে। এই ধরনের প্যারিশ-গোলাম ইংলণ্ডে 'রাউণ্ডস্‌মেন' নামে রাখা হত উনিশ শতকের অনেকদিন পর্যন্ত।

এলিজাবেথ, ১৫৭২: কেউ তাদের দু'বছরের জন্য কাজে নিতে না চাইলে ১৪ বছরের বেশি বয়সের লাইসেন্সহীন ভিখিরিদের বেত মারা হবে ও বাঁ কানে দেগে দেওয়া হবে; অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে এবং দু'বছরের জন্য কেউ তাদের কাজে নিতে না চাইলে, ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের প্রাণদণ্ড হবে; কিন্তু তৃতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত হিশেবে তাদের প্রাণদণ্ড হবে কোনো দয়া না দেখিয়ে। অনুরূপ বিধান: এলিজাবেথের রাজত্বের ১৮শ বর্ষের আইন, ১৩শ অধ্যায়, এবং ১৫৯৭ সালের আরেকটি।**

---

* 'Essay on Trade etc.' গ্রন্থের লেখক বলছেন: 'ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্বে ইংরেজরা মনে হয় যেন কারখানা-উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে গরিবদের কাজে লাগাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। সেটা জানা যায় একটা উল্লেখযোগ্য বিধান থেকে, যাতে বলা হয়েছে 'সমস্ত ভবঘুরেদের দেগে দিতে হবে' ইত্যাদি।' ('An Essay on Trade and Commerce', London, 1770, p. 5.)

** টমাস মোর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে বলছেন: 'সুতরাং লোলুপ ও অতৃপ্ত এই গৃধিনী ও স্বদেশের এই আপদগুলো যাতে বহু সহস্র একর জমি ঘেরাও ক'রে একটি সীমানা বা বেড়ার মধ্যে আটক করতে পারে, তার জন্য চাষীদের নিজ সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, নতুবা জাল জুয়াচুরি ক'রে বা প্রচণ্ড অত্যাচার ক'রে তাদের বহিষ্কৃত করা হচ্ছে, কিংবা অন্যায় বা অনিষ্ট সাধন ক'রে তাদের এতই জ্বালাতন করা হচ্ছে যে তারা সবকিছু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে; কোনো না কোনো উপায়ে ছলে বলে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের চলে যেতে, এই সব গরিব হতভাগ্যদের, নারী পুরুষ, স্বামী স্ত্রী, পিতৃহীন সন্তান, বিধবা, শিশুসন্তান-সহ শোকার্ত মা, আর তাদের গোটা পরিবার, সম্পদে কম, সংখ্যায় বেশি, কেননা কৃষি কাজে লোক দরকার অনেক। চলে যাচ্ছে তারা, আমি বলছি, তাদের পরিচিত, অভ্যস্ত বাড়ি থেকে, জিরিয়ে নেবার কোনো জায়গা পাচ্ছে না। তাদের সমস্ত সাংসারিক জিনিসপত্রের মূল্য অতি সামান্য, তাহলেও তা বিক্রি না ক'রে বজায় রাখা যেত, কিন্তু হঠাৎ উৎখাত হয়ে তারা তা নামমাত্র মূল্যে বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আর ঘুরতে ঘুরতে সে পয়সাটা যখন খরচ হয়ে যায়, তখন চুরি করা ছাড়া তাদের করবার কী থাকে, আর তাতে ন্যায্যতই ফাঁসি হয় তাদের, নয়ত ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। আর সে ক্ষেত্রেও ভবঘুরে হিশেবে তাদের কয়েদ করা হয়, কেননা তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ করছে না। কেউ তাদের কাজ দেবে না, যদিও আর কখনো তারা এত সাগ্রহে কাজ করতে চায় নি।' এই যে সব গরিব

প্রথম জেমস: ভ্রাম্যমাণ ও ভিক্ষার্থী যে কোনো লোককেই দুর্বৃত্ত বলে ঘোষণা করা হয়। শান্তিরক্ষক প্রশাসকেরা ছোটোখাটো দায়রা আদালতে তাদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত এবং প্রথম অপরাধের জন্য ৬ মাস, দ্বিতীয় অপরাধের জন্য দু'বছর কারাদণ্ড দেবার অধিকার রাখত। আর কারাগারে শান্তিরক্ষক প্রশাসকেরা যা যোগ্য মনে করত ততটা পরিমাণ ও তত ঘন ঘন তাদের ওপর বেত্রাঘাত চলত... সংশোধনাতীত বিপজ্জনক দুর্বৃত্তদের বাঁ কাঁধে 'R' অক্ষরটি দেগে কঠিন খাটুনিতে লাগানো হত, আর ফের যদি তারা ভিক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ত, তাহলে কোনো দয়া না দেখিয়ে তাদের প্রাণদণ্ড হত। এই বিধানগুলি ১৮শ শতকের শুরু পর্যন্ত আইনত বলবৎ ছিল, তা নাকচ হয় কেবল অ্যানির রাজত্বের ১২শ বর্ষের আইনে ২৩শ অধ্যায়ে।

ফ্রান্সেও অনুরূপ আইন চালু হয়, এখানে ১৭শ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ভবঘুরেদের (truands) একটা রাজ্য বসে যায় প্যারিসে। এমন কি ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বের গোড়ায় (১৭৭৭ সালের ১৩ই জুলাইয়ের অর্ডিন্যান্স) ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়সের স্বাস্থ্যবান কোনো ব্যক্তির যদি জীবিকানির্বাহের কোনো উপায় না থাকত ও কোনো পেশায় যদি সে নিযুক্ত না থাকত, তাহলে তাকে কয়েদী হিশেবে দাঁড় বাইতে পাঠানো হত জাহাজে। নেদারল্যাণ্ড্‌সের ক্ষেত্রে পঞ্চম চার্লসের বিধান (অক্টোবর,

---

ভিটেছাড়াদের প্রসঙ্গে টমাস মোর বলেছেন যে তারা চুরি করতে বাধ্য হচ্ছিল, তাদের মধ্যে '৭২,০০০ ছোটো বড়ো চোরের প্রাণদণ্ড হয় অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে'। (Holinshed, 'Description of England', Vol. I., p. 186.) এলিজবেথের আমলে 'বদমাইশদের ঝটপট ঝুলিয়ে দেওয়া হত এবং একটা বছরও সাধারণত যেত না, যাতে তিন কি চারশ জনকে ফাঁসিমঞ্চ গিলে খেত না'। (Strype, 'Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other Various Occurrences in the Church of England during Queen Elisabeth's Happy Reign', 2nd ed., 1725, Vol. II.) এই একই স্ট্রাইপের বিবরণ অনুসারে, সমারসেটশায়ারে এক বছরে ৪০ জন লোকের ফাঁসী, ৩৫ জন দস্যুর হস্তদগ্ধ, ৩৭ জন বেত্রাহত এবং ১৮৩ জনকে 'সংশোধনাতীত ভবঘুরে' ব'লে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাহলেও তাঁর মত এই যে 'হাকিমদের অবহেলা এবং লোকেদের নির্বোধ অনুকম্পার দৌলতে এত বৃহৎ সংখ্যক কয়েদীও আসল অপরাধীদের এক পঞ্চমাংশও হতে পারে নি। এদিক দিয়ে ইংলণ্ডের অন্যান্য কাউণ্টির অবস্থা সমারসেটশায়ারের চেয়ে ভালো ছিল না। কতকগুলির অবস্থা তো ছিল আরো খারাপ।'

১৫৩৭), হল্যাণ্ডের রাষ্ট্র ও নগরগুলির প্রথম ফতোয়া (১৯শে মার্চ, ১৬১৪) এবং যুক্ত প্রদেশগুলির 'প্লাকাত' (২৫শে জুন, ১৬৪৯) ইত্যাদির চরিত্রও একই প্রকার।

এইভাবে কৃষি জনগণকে প্রথমে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ, ভিটে থেকে বিতাড়িত ও ভবঘুরেয় পরিণত করার পর বিদঘুটে রকমের ভয়াবহ সব আইনে তাদের চাবুক মেরে, দেগে দিয়ে, নির্যাতিত ক'রে তোলা হয় মজুরি প্রথার জন্য প্রয়োজনীয় শৃংখলায়।

এক মেরুতে পুঁজি হিশেবে শ্রমের পরিস্থিতিগুলির পিণ্ডাকারে কেন্দ্রীভবন এবং অন্য মেরুতে শ্রমশক্তি ছাড়া বেচবার মতো কিছুই নেই এমন সব পুঞ্জীভূত লোকের জোট বাঁধলেই যথেষ্ট হয় না। এটা হলেও যথেষ্ট হয় না যে সে শ্রমশক্তি তারা স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অগ্রগতিতে বিকশিত হয় এমন একটি শ্রমিক শ্রেণী, যারা তাদের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও অভ্যাসের ফলে এই উৎপাদন পদ্ধতির শর্তগুলিকে প্রকৃতির স্বতঃপ্রতীয়মান নিয়ম হিশেবে দেখবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া একবার পূর্ণবিকশিত হবার পর সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে। একটা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার অবিরাম উদ্ভবের ফলে শ্রমের জোগান ও চাহিদার নিয়মটাকে, সুতরাং মজুরিকে, এমন একটা গাড্ডার মধ্যে তা চেপে রাখে যা পুঁজির প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায়। অর্থনৈতিক সম্পর্কের একঘেয়ে বাধ্যবাধকতায় সম্পূর্ণ হয় পুঁজিপতির নিকট শ্রমিকের অধীনতা। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বহির্ভূত সরাসরি শক্তি অবশ্য এখনো ব্যবহৃত হয়, তবে সেটা কেবল ব্যতিক্রম হিশেবে। সাধারণভাবে শ্রমিককে ছেড়ে রাখা যায় 'উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মের কাছে', অর্থাৎ পুঁজির কাছে তার মুখাপেক্ষিতায়, যে মুখাপেক্ষিতাটা উৎপাদনের পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত ও তার দ্বারাই চিরকালের মতো গ্যারাণ্টিকৃত। পুঁজিবাদী উৎপাদনের ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণের সময় কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা। মজুরি 'নিয়মনের' জন্য, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির মতো একটা সীমার মধ্যে তাকে চেপে রাখা, শ্রমদিনের দৈর্ঘ্য বাড়ানো এবং খোদ শ্রমিককে পরাধীনতার স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে ধরে রাখার জন্য বুর্জোয়া নিজের উদয়কালে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগ প্রার্থনা করে ও কাজে লাগায়। তথাকথিত আদি সঞ্চয়ের একটা মৌলিক উপাদান এটা।

১৪শ শতকের শেষার্ধে যে মজুরি-শ্রমিক শ্রেণীর উদয় হয়েছিল, তারা

তখন ও পরের শতকে ছিল জনসংখ্যার অতি সামান্য এক অংশ মাত্র; গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন চাষী মালিকানা ও শহরের গিল্ড সংগঠনের ফলে তাদের অবস্থা ছিল সুরক্ষিত। গ্রামাঞ্চল ও শহরে সামাজিক দিক থেকে মনিব ও মজুর ছিল পরস্পর কাছাকাছি। পুঁজির কাছে শ্রমের অধীনতাটা তখনো ছিল কেবল আনুষ্ঠানিক, অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতিটারই তখনো কোনো সুনির্দিষ্ট পুঁজিবাদী চরিত্র গড়ে ওঠে নি। স্থির পুঁজির তুলনায় অস্থির পুঁজি ছিল অতি মাত্রায় বেশি। তাই পুঁজির প্রতিটি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে মজুরি-শ্রমের চাহিদা বাড়তে থাকল, আর তার পিছু পিছু চলল মজুরি-শ্রমের জোগান, তবে মন্থর গতিতে। জাতীয় উৎপন্নের যে বৃহৎ অংশটা পরে পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের তহবিলে পরিবর্তিত হয়, সেটা তখনো শ্রমজীবীর পরিভোগ তহবিলের অন্তর্গত ছিল।

মজুরি-শ্রম সংক্রান্ত আইন (প্রথম থেকেই তার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবীর শোষণ এবং যত তা এগোয়, শ্রমজীবীর প্রতি তা থাকে সমান শত্রুভাবাপন্ন),* ইংলণ্ডে শুরু হয় ১৩৪৯ সালে তৃতীয় এডওয়ার্ডের শ্রমজীবী বিধানে। ফ্রান্সে রাজা জনের নামে জারী করা ১৩৫০ সালের অর্ডিন্যান্সটি এর অনুরূপ। ইংরেজ ও ফরাসী আইন চলে সমান্তরালভাবে, মর্মার্থে তারা অভিন্ন। আর শ্রমদিনের বাধ্যতামূলক বৃদ্ধিও যে শ্রমবিধানগুলির লক্ষ্য ছিল, সে প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না, কেননা আগেই তা আলোচিত হয়েছে (১০ম অধ্যায়, ৫ম অংশ)।

শ্রমজীবী বিধান পাশ করা হয় কমন্স সভার জরুরী তাগিদে। সরল মনে জনৈক টোরি বলেছিলেন: 'আগে গরিবেরা এত বেশি মজুরি দাবি করত যে শিল্প ও সম্পদ বিপন্ন হচ্ছিল। তারপর তাদের মজুরি এত কম দাঁড়িয়েছে যে শিল্প ও সম্পদ তাতে সমান পরিমাণে, হয়ত বা বেশি ক'রেই বিপন্ন হচ্ছে, তবে অন্য দিক থেকে।'** গ্রামাঞ্চল ও শহরের জন্য ফুরন কাজ ও দৈনিক কাজের একটি মজুরি-হার আইন দ্বারা স্থিরীকৃত

* 'আইনসভা যখন মনিব ও তার মজুরদের মধ্যেকার ভেদাভেদ নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে, তখন তার উপদেষ্টারা হয় সর্বদাই মনিব', বলেন এ. স্মিথ। 'আইনের প্রাণ হল সম্পত্তি,' বলেন লেংগে।

** [J. B. Byles.] 'Sophisms of Free Trade.' By a Barrister. London, 1850. p. 206. খোঁচা দিয়ে তিনি যোগ করেছেন, 'নিয়োগকারীদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য আমরা খুবই তৎপর ছিলাম, এখন নিযুক্তদের জন্য কি কিছুই করা যায় না?'

হয়। কৃষিশ্রমিকেরা নিজেদের ভাড়া খাটাবে গোটা বছরের মেয়াদে, শহরের শ্রমিকেরা যাবে 'খোলা বাজারে'। বিধানে যা নির্দিষ্ট হয়েছে তার বেশি মজুরি দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, ভঙ্গ করলে কারাদণ্ড হত, কিন্তু বেশি মজুরি গ্রহণের শাস্তি ছিল প্রদানের চেয়ে বেশি কঠোর। [এলিজাবেথের শিক্ষানবিশ বিধানের ১৮শ ও ১৯শ ধারাতেও তাই: যে বেশি মজুরি দিয়েছে তার জন্য ১০ দিন কারাদণ্ডের নির্দেশ আছে, কিন্তু যে নিয়েছে তার জন্য একুশ দিন।] ১৩৬০ সালের একটি বিধানে শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দৈহিক শাস্তি মারফত আইনসঙ্গত হারের মজুরিতে খাটুনি আদায় করার অধিকার দেওয়া হয় মনিবকে। যে সব সঙ্ঘ, চুক্তি, শপথ ইত্যাদি মারফত রাজমিস্ত্রি ও ছুতোররা পরস্পর শর্তবদ্ধ থাকত, তা নাকচ বলে ঘোষিত হয়। ১৪শ শতক থেকে ১৮২৫ সাল, ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইন নাকচের বছরটা পর্যন্ত শ্রমিকদের জোট বাঁধাকে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। ১৩৪৯ সালের শ্রমজীবী বিধান ও তার শাখা-প্রশাখাগুলির মর্মকথা এই ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্র সর্বোচ্চ মজুরি ধার্য করে দিচ্ছে, কিন্তু কখনোই সর্বনিম্নটা নয়।

আমরা জানি যে ১৬শ শতকে শ্রমজীবীদের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রা-মজুরি বাড়ে, কিন্তু মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ও তার পাল্টা পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির অনুপাতে নয়। সুতরাং বস্তুতপক্ষে মজুরি পড়েই যায়। তাহলেও মজুরি কমিয়ে রাখার আইনগুলো বলবৎই থাকে, সেই সঙ্গে থাকে 'যাদের কেউ কাজে নিতে ইচ্ছুক নয়' তাদের কান কাটা ও গায়ে দাগা দেবার আইন। এলিজাবেথের রাজত্বের ৫ম বর্ষে প্রকাশিত শিক্ষানবিশ বিধানের ৩য় অধ্যায়ে শান্তিরক্ষক প্রশাসকেরা কোনো কোনো মজুরি ধার্য করা এবং বছরের ঋতু ও পণ্যের মূল্য অনুসারে তা অদলবদল করার অধিকার পায়। প্রথম জেমস এই সব বিধিকে তাঁতী, সুতাকাটুনী, ও সর্ববিধসম্ভব শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন।* জোট বাঁধার বিরুদ্ধে

---

* প্রথম জেমসের রাজত্বের ২য় বর্ষে প্রকাশিত বিধানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একটি ধারায় আমরা দেখি যে শান্তিরক্ষক প্রশাসক হিশেবে কোনো কোনো বস্ত্র-উৎপাদক নিজেদের কারখানা-ঘরের জন্য মজুরির সরকারী হার ধার্য করার ভারটা স্বহস্তে নিয়েছে। জার্মানিতে, বিশেষ ক'রে ৩০ বছরের যুদ্ধের পর, মজুরি কমিয়ে রাখার বিধানগুলি ছিল সাধারণ ঘটনা। 'হ্রাসপ্রাপ্ত জনসংখ্যার জেলাগুলিতে চাকর-বাকর ও শ্রমিকের অভাবে ভূস্বামীরা খুব জ্বালাতনে পড়েছিল। একক নর বা নারীকে

আইনগুলো দ্বিতীয় জর্জ প্রসারিত করেন কারখানা-উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

কারখানাভিত্তিক উৎপাদন বলতে যা বোঝায় সেই পর্বে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে আইন ক'রে মজুরি নিয়মন যেমন অনাবশ্যক তেমনি অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি দরকার পড়ে এই আশংকায় পুরনো অস্ত্রাগারের হাতিয়ারগুলো হাতছাড়া করতে শাসক শ্রেণীরা ছিল অনিচ্ছুক। তখনো, দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বের ৮ম বর্ষে প্রকাশিত বিধানে সাধারণ শোক দিবস ছাড়া, লন্ডনের মধ্যে ও আশেপাশে শ্রমজীবী দর্জিদের জন্য ২ শিলিং ৭½ পেনির চেয়ে বেশি মজুরি নিষিদ্ধ হচ্ছে; তখনো তৃতীয় জর্জের রাজত্বের ১৩শ বর্ষে প্রকাশিত বিধানের ৬৮তম অধ্যায়ে রেশম তাঁতীদের মজুরি নিয়মনের ভার দেওয়া হচ্ছে শান্তিরক্ষক প্রশাসকদের ওপর; তখনো, ১৭৯৬ সালেও শান্তিরক্ষক প্রশাসকদের নির্দেশ অকৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা তা স্থির করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে উচ্চ আদালতের দুটি রায়; তখনো, ১৭৯৯ সালেও পার্লামেন্টের একটি আইনে নির্দেশ দেওয়া হল যে স্কচ খনিশ্রমিকদের মজুরি এলিজাবেথের একটি বিধান এবং ১৬৬১ ও ১৬৭১ সালের দুটি স্কচ আইন অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে। ততদিনে অবস্থা কী রকম সম্পূর্ণ বদলে গেছে তা প্রমাণিত হয় ইংলন্ডের নিম্ন সভার একটি ঘটনায় যা আগে কখনো শোনা যায় নি।

ঘর ভাড়া দেওয়া সমস্ত গ্রামবাসীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই সব লোকেদের কথা কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হত এবং চাকর হতে অস্বীকার করলে তাদের জেলে পোরা হত, এবং সেটা দিন-মজুরিতে চাষীদের জন্য বীজ বপন বা এমন কি শস্য বেচা-কেনার মতো অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত থাকলেও।' ('Kaiserliche Privilegien und Sanctionen für Schlesien,' I., 125.) 'দুষ্ট ও ধৃষ্ট যে সব ছোটো লোকেরা তাদের দুর্ভাগ্য মেনে নেয় না, . আইনসঙ্গত মজুরিতে তুষ্ট থাকে না, তাদের প্রসঙ্গে পুরো এক শতক ধরে বারম্বার একটা তিক্ত চিৎকার শোনা গেছে ছোটো ছোটো জার্মান নৃপতিদের ডিক্রিগুলোয়। হার-তালিকায় রাষ্ট্র যা ধার্য করেছে, তার বেশি মজুরি দেওয়া ভূস্বামীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাহলেও যুদ্ধের পরে তখনকার চাকুরির অবস্থা কখনো কখনো ১০০ বছর পরেকার চেয়ে ভালোই ছিল; ১৬৫২ সালেও সাইলেসিয়ার মাহিন্দাররা মাংস খেত সপ্তাহে দু'দিন, অথচ এমন কি আমাদের শতকেও এমন জেলার কথা জানা আছে যেখানে তারা মাংস খায় কেবল বছরে তিনবার। তাছাড়া, যুদ্ধের পরে যা মজুরি ছিল, সেটা পরবর্তী শতকের চেয়ে উঁচু।' (G. Freytag. ['Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes', Leipzig, 1862, s. 35, 36.])

এই যে জায়গাটায় ৪০০ বছরেরও বেশি দিন যাবৎ আইন রচিত হয়েছে সর্বোচ্চ মাত্রার জন্য, যার বেশি মজুরিতে কিছুতেই ওঠা চলবে না, সেখানে কিনা ১৭৯৬ সালে হুইটব্রেড প্রস্তাব করলেন কৃষিশ্রমিকদের জন্য একটা বৈধ নিম্নতম মজুরি। পিট তার বিরোধিতা করেন, কিন্তু স্বীকার করেন যে 'গরিবদের অবস্থা দুঃসহ'। শেষ পর্যন্ত ১৮১৩ সালে মজুরি নিয়মনের আইনগুলো নাকচ হয়। অবিশ্বাস্য রকমের অবস্থা-ব্যত্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এগুলো, কেননা পুঁজিপতি তার ব্যক্তিগত আইনপ্রণয়ন দ্বারাই তার কারখানাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম ছিল এবং দরিদ্র-করের সাহায্যে কৃষিশ্রমিকদের মজুরি রাখতে পারত অপরিহার্য ন্যূনতমে। শ্রমজীবী বিধানগুলির যেসব শর্ত ছিল মনিব ও শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি নিয়ে, নোটিশ প্রদান ইত্যাদি নিয়ে, যাতে চুক্তি-ভঙ্গকারী মনিবের বিরুদ্ধে কেবল একটা দেওয়ানী মামলা করা যায়, কিন্তু উল্টোদিকে চুক্তি-ভঙ্গকারী শ্রমিকের বিরুদ্ধে করা যায় ফৌজদারী মামলা, তা এই মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ আছে।

প্রলেতারিয়েতের ভীতিপ্রদ চাপের সামনে ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বর্বর আইনগুলো ভেঙে পড়ে ১৮২৫ সালে। তাহলেও তা ভেঙে পড়ে কেবল অংশত। প্রাচীন বিধানটার কিছু মনোরম টুকরো টাকরার বিলোপ হয় কেবল ১৮৫৯ সালেই। পরিশেষে ১৮৭১ সালের ২৯শে জুন পার্লামেণ্টের একটি আইনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈধ স্বীকৃতি মারফত এই শ্রেণীর আইনের শেষ চিহ্ন লোপ করার ভান করা হয়। কিন্তু সেই তারিখেই পার্লামেণ্টের আরেকটি আইনে (বলাৎকার হুমকি ও জ্বালাতন সংক্রান্ত ফৌজদারী বিধি সংশোধনের আইন), বস্তুতপক্ষে, আগের অবস্থাটাই পুনঃপ্রবর্তিত হয় নতুনরূপে। ধর্মঘট বা লক-আউটের ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা যেসব উপায়ের আশ্রয় নিতে পারত, পার্লামেণ্টী এই চালাকি মারফত তা সমস্ত নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আইনগুলো থেকে সরিয়ে এনে ন্যস্ত করা হয়েছে আলাদা দণ্ডবিধির ওপর, যার ব্যাখ্যার ভার পড়বে শান্তিরক্ষক বিচারক হিশাবে খোদ মনিবদের ওপরেই। দু'বছর আগে এই কমন্স সভাই, এবং এই মিঃ গ্ল্যাডস্টোনই তাঁর সুবিদিত সোজাসাপটা ঢঙে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমস্ত আলাদা দণ্ডবিধি নাকচের বিল এনেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠের বেশি সেটাকে কখনো এগুতে দেওয়া হয় নি, ব্যাপারটা এইভাবে ততদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয় যতদিন না 'মহান উদারনৈতিক পার্টি' অবশেষে টোরিদের সঙ্গে জোট বেঁধে যে-প্রলেতারিয়েত তাদের ক্ষমতাধিষ্ঠিত

করেছে তার বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়াবার সাহস পেল। এই বেইমানিটাতেও তৃপ্ত না থেকে 'মহান উদারনৈতিক পার্টি' আগেকার 'ষড়যন্ত্র' বিরোধী আইন* খুঁড়ে তুলে শ্রমিকদের জোট বাঁধার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেয় শাসক শ্রেণীর সেবায় সদা-তৎপর ইংরেজ বিচারকদের। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ পার্লামেণ্ট নিজে ৫০০ বছর ধরে নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের একটা কায়েমী ট্রেড ইউনিয়নের পদ অধিকার ক'রে থাকার পরে ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইনগুলি** খারিজ করে কেবল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও জনগণের চাপে।

বিপ্লবের প্রথম ঝঞ্ঝাগুলোর মধ্যেই ফরাসী বুর্জোয়া সদ্য অর্জিত সমিতি গঠনের অধিকার শ্রমিকদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার স্পর্ধা করেছিল। ১৭৯১ সালের এক ডিক্রিতে তারা শ্রমিকদের সমস্ত জোটকে 'মুক্তি ও মানবাধিকার ঘোষণার বিরুদ্ধতা' বলে ফতোয়া দেয়, যার শাস্তি ছিল ৫০০ লিভর জরিমানা ও সেইসঙ্গে এক বছরের জন্য সক্রিয় নাগরিকের অধিকার লোপ।*** এই যে আইনটিতে রাষ্ট্রীয় বাধ্যকরণ মারফত শ্রম ও পুঁজির

---

* 'ষড়যন্ত্র' বিরোধী আইন ইংলণ্ডে ছিল মধ্য যুগের মতো অতীত কালেই। এতে 'যে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কাজ তার উদ্দেশ্য বৈধ হলেও' নিষিদ্ধ করা হয়। জোট বাঁধার বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তনের (২য় পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আগেও ও তা নাকচের পরেও শ্রমিকদের সংগঠন এবং উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দমন করা হয় এই আইনের ভিত্তিতে।—সম্পাঃ

** জোট বাঁধার বিরুদ্ধে ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে ইংরেজ পার্লামেণ্টে গৃহীত আইনগুলির কথা বলা হচ্ছে। এতে শ্রমিক সংগঠন স্থাপন ও তার ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। পার্লামেণ্ট আইনগুলি নাকচ করে ১৮২৪ সালে ও নাকচ পুনরনুমোদিত হয় পরের বছর। তাহলেও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য করে। যেমন শ্রমিক সংগঠনে প্রবেশ বা ধর্মঘটে যোগদানের জন্য মাত্র আন্দোলন করলেও তা 'জবরদস্তি' ও 'বলাৎকার' বলে গণ্য এবং ফৌজদারী অপরাধ হিশেবে দণ্ডনীয় হত।—সম্পাঃ

*** এ আইনের প্রথম ধারাটি হল: 'একই অবস্থা বা একই পেশার লোকেদের যে-কোনো রকমের সম্মিলন বিলোপ যেহেতু ফরাসী সংবিধানের একটা মূল নীতি, তাই কোনো রকম অজুহাতে বা কোনো রকম আকারে সেরূপ সম্মিলন পুনর্গঠন করা নিষিদ্ধ হল।' চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে: 'একই পেশা, শিল্প, বা কারুকর্মে নিযুক্ত নাগরিকেরা যদি তাদের শিল্পগত ক্রিয়াকলাপ ও নিজেদের কাজকর্ম করতে সমবেতভাবে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে অথবা কেবল নির্দিষ্ট একটা বেতনে তা করতে রাজী

ভেতরকার সংগ্রামটাকে পুঁজির পক্ষে সুবিধাজনক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়, তা বিপ্লব উৎপ্লব ও রাজবংশাদির পরিবর্তনের মধ্যেও টিকে থাকে। এমন কি সন্ত্রাসের রাজত্বও* এতে হাত দেয় নি। দণ্ডবিধি থেকে তা খারিজ হয়েছে মাত্র সম্প্রতি। এই বুর্জোয়া কুদেতার অজুহাতটি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক। এই আইনের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টার শাপেলিয়ে বলেন, 'বর্তমানের চেয়ে মজুরি একটু বেশি হওয়া উচিত... জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাববশত চরম অধীনতার দশা, প্রায় দাসত্বের দশা থেকে মজুরি প্রাপকের মুক্তি পাবার মতো যথেষ্ট উঁচু মজুরি হওয়া উচিত বটে,' তাহলেও নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়ায় আসতে দেওয়া মজুরদের চলবে না, একত্রে সংগ্রাম ক'রে 'চরম অধীনতার দশা, প্রায় দাসত্বের দশাটা' হ্রাস করতেও দেওয়া চলবে না; কেননা, সত্যিই তো, তা করলে 'তাদের ভূতপূর্ব প্রভু ও বর্তমান উদ্যোক্তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে,' কেননা কর্পোরেশনগুলির প্রাক্তন মনিবদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জোট হল গে—কল্পনা করতে পারেন?—হল গে ফরাসী সংবিধান কর্তৃক বিলুপ্ত কর্পোরেশনগুলির পুনরুদয়।**

পুঁজিবাদী খামারীর উদ্ভব

আইনের আশ্রয়হীন প্রলেতারীয়দের একটি শ্রেণীর জবরদস্তি সৃষ্টির কথা, রক্তাক্ত যে শৃঙ্খলায় তারা পরিণত হয় মজুরি-শ্রমিকে, তার কথা, এবং শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে পুঁজি সঞ্চয় ত্বরান্বিত করার জন্য পুলিস নিয়োগকারী রাষ্ট্রের কলঙ্কজনক কর্মের কথা আলোচনা করার পর এখন এই প্রশ্নটা বাকি রইল: আদিতে পুঁজিপতিরা এল কোথা থেকে? কেননা

হবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে সাঁট অথবা চুক্তি করে, তাহলে উক্ত সাঁট বা চুক্তিকে ঘোষণা করতে হবে মুক্তি ও মানবাধিকার ঘোষণা ইত্যাদির লঙ্ঘন-সূচক, সংবিধান বিরোধী বলে,' অর্থাৎ পুরনো শ্রমজীবী বিধানগুলিতে যা ছিল, ঠিক একই রকম রাষ্ট্রীয় অপরাধ। ('Révolutions de Paris', Paris, 1791, T. III., p. 523.)

* ১৭৯৩ সালের জুন থেকে ১৭৯৪ সালের জুন পর্যন্ত ফ্রান্সে যে জ্যাকবিন একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

** Buchez et Roux, 'Histoire Parlementaire', T. X., pp. 193-195 passim.

কৃষি জনগণের উচ্ছেদ থেকে সরাসরি বৃহৎ ভূম্যধিকারী ছাড়া আর কেউ গড়ে ওঠে না। তবে খামারীর (farmer) উদ্ভবের কথা ধরলে, আমরা সেটা, বলা যায়, হাতে নিতে পারি, কেননা এটা হল বহু শতক ধরে বিকাশমান একটি মন্থর প্রক্রিয়া। ভূমিদাস এবং স্বাধীন ক্ষুদে মালিক উভয়েই জমি ভোগ করত অতি বিভিন্ন রকম ইজারা প্রথায়, সুতরাং মুক্তিলাভও করে অতি বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে।

ইংলণ্ডে প্রথম রূপের খামারী হল গোমস্তা, নিজেও যে ছিল ভূমিদাস। তার অবস্থাটা ছিল প্রাচীন রোমক ভিলিকাসদের মতো, শুধু তার কর্মক্ষেত্র ছিল আরো সীমাবদ্ধ। ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার জায়গা নেয় এমন ধরনের খামারী যে, জমিদারের কাছ থেকে বীজ, কৃষি পশু ও হাতিয়ারপাতি পেত। তার অবস্থাটা চাষীর অবস্থা থেকে বিশেষ তফাৎ ছিল না। সে শুধু বেশি মজুরি-শ্রম খাটাত। অচিরেই সে হয়ে দাঁড়ায় métayer, আধা-খামারী। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের একাংশ জোগাত সে, অপরাংশ জমিদার। মোট উৎপন্ন চুক্তিবদ্ধ অনুপাতে দু'জনের মধ্যে ভাগাভাগি হত। ইংলণ্ডে এই রূপটা দ্রুত অন্তর্ধান ক'রে দেখা দেয় সত্যকার খামারী, যে মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ ক'রে নিজের পুঁজি বাড়াচ্ছে ও উদ্বৃত্ত উৎপন্নের একাংশ মুদ্রায় অথবা সামগ্রী রূপে জমিদারকে দিচ্ছে খাজনা হিশেবে।

১৫শ শতকে স্বাধীন কৃষক এবং নিজের জমিতে ও মজুরি নিয়ে অপরের জমিতে খাটা ক্ষেতমজুরেরা যতদিন নিজেদের শ্রমেই নিজেদের ধনবৃদ্ধি করছিল, ততদিন খামারীর অবস্থা ও তার উৎপাদন ক্ষেত্র—দুই ছিল সমান মাঝারি। ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে যে-কৃষি বিপ্লব শুরু হয় ও প্রায় গোটা ১৬শ শতক ধরে চলে (তার শেষ দশকটি বাদে), তাতে খামারী দ্রুত ধনশালী হয়ে ওঠে ও সমান দ্রুত দরিদ্র হয়ে পড়ে ব্যাপক কৃষি জনগণ।* সার্বজনীন জমি জবরদখলের ফলে প্রায় বিনা খরচায় সে তার পশুপাল প্রচুর বাড়িয়ে নেয়, আর তা থেকে জমি চাষের মতো সারও সে পায় প্রচুর।

---

* হ্যারিসন তাঁর 'Description of England' গ্রন্থে বলছেন, 'সাবেকী চার পাউণ্ড খাজনা যদিও চল্লিশ, পঞ্চাশ কি একশ' পাউণ্ডে বাড়ানো হয়, তাহলেও মেয়াদের শেষে যদি খামারীর হাতে ছয়-সাত বছরের মতো খাজনা সঞ্চিত না হয়, তাহলে নিজের মুনাফাটাকে সে মনে করবে খুবই কম।'

১৬শ শতকে এর সঙ্গে যুক্ত হয় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সে সময় খামারের ইজারাগুলো হত অনেক দিনের জন্য, প্রায়ই ৯৯ বছর। মহার্ঘ ধাতুর, সুতরাং মুদ্রা-মূল্যের ক্রমাগত পতনের ফলে খামারীদের ভারি সুবিধা হয়। পূর্বে আলোচিত অন্যান্য পরিস্থিতিগুলি ছাড়াও এতে মজুরি নেমে যায়। তার একাংশ এখন যুক্ত হল খামারের মুনাফার সঙ্গে। শস্য, পশম, মাংস, সংক্ষেপে সমস্ত কৃষিদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্য-বৃদ্ধির ফলে খামারীর নিজস্ব কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই তার মুদ্রা পুঁজি ফেঁপে ওঠে, অন্যদিকে যে খাজনা সে দিত (টাকার পুরনো দামের ভিত্তিতে যা ধরা হয়েছিল) তা আসলে কমে যায়।* এইভাবে তারা তাদের শ্রমিক ও তাদের

---

* ১৬শ শতকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ওপর মুদ্রার মূল্য-হ্রাসের প্রভাব প্রসঙ্গে 'A Compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of Diverse of our Countrymen in these our Days'. By W.S., Gentleman. (London, 1581.) দ্রষ্টব্য। রচনাটি সংলাপাকারে হওয়ায় লোকে বহুকাল এটি শেক্সপীয়রের রচনা বলে ভাবত, এমন কি ১৭৫১ সালেও এটি শেক্সপীয়রের নামেই প্রকাশিত হয়। আসল লেখক উইলিয়ম স্ট্যাফর্ড। তার এক জায়গায় নাইটের বক্তব্য এই রকম:

নাইট: 'তুমি আমার পড়শী চাষী, তুমি মেইস্টার মের্সার, আর তুমি গুডমান কুপার, এবং অন্যান্য কারুজীবীরা, তোমরা বেশ ভালোই টাকা বাঁচাতে পারো। কেননা আগের চেয়ে সমস্ত জিনিস যত আক্রা হয়েছে তোমাদের মাল ও কাজকর্মের দামও তোমরা তত বাড়াতে পারো, সেগুলো তোমরা ফের বেচবে। কিন্তু যেসব জিনিস আমাদের ফের কিনতে হবে তার দাম দেবার মতো এমন কিছুই আমাদের নেই যা বেচতে পারি।' আরেক জায়গায় নাইট ডক্টরকে জিজ্ঞেস করছে: 'অনুরোধ করছি, আপনি যাদের কথা ভাবছেন তারা কী ধরনের লোক? যাদের কোনো লোকসান হচ্ছে না, সর্বাগ্রে তারা কারা?' **ডক্টর:** 'আমি সেই সমস্ত লোকের কথাই বলছি যারা বেচা-কেনা মারফত জীবিকানির্বাহ করে, কেননা আক্রা দরে কিনলেও তারা পরে তা বেচে দিতে পারে।' **নাইট:** 'পরবর্তী কোন ধরনের লোকেদের এতে লাভ হবে বলে আপনি বলছেন, তারা কারা?' **ডক্টর:** 'বাঃ, তেমন সমস্ত লোকই যাদের চাষের জন্য খামার নেওয়া আছে পুরনো খাজনায়, কেননা তারা তাদের প্রদেয় দেয় পুরনো হারে অথচ বিক্রি করে নতুন হারে, অর্থাৎ জমির জন্য তারা টাকা দেয় খুবই কম, অথচ জমিতে উৎপন্ন সমস্ত জিনিসই বিক্রি করে চড়া দামে...' **নাইট:** 'এতে ক'রে এই সব লোকগুলোর লাভের চেয়েও বেশি লোকসান কারা দেবে বলে আপনি বলছেন?' **ডক্টর:** 'তাঁরা হলেন অভিজাত, সম্ভ্রান্ত এবং তেমন সমস্ত লোক যারা সামান্য খাজনা বা বৃত্তির ভিত্তিতে জীবিকা চালায়, অথবা জমি চাষ করে না, কিংবা বেচা-কেনার কাজ চালায় না।'

ভূস্বামী উভয়েরই ঘাড় ভেঙে ধনী হয়ে ওঠে। তাই বিস্ময়ের কিছু নেই যে ১৬শ শতকের শেষাশেষি ইংলণ্ডে 'পুঁজিপতি খামারীর' একটা শ্রেণী দেখা দিল যারা সেকালের অবস্থা বিবেচনায় ছিল বিত্তবান।*

শিল্পের ওপর কৃষি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া। শিল্প পুঁজির জন্য ঘরোয়া বাজার সৃষ্টি

কৃষি জনগণের উৎখাত ও বহিষ্কার যা মাঝে মাঝে ছেদ সত্ত্বেও বারম্বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তাতে যা আমরা দেখেছি, নগরের শিল্প এমন এক রাশ প্রলেতারীয় পায়, সঙ্ঘবদ্ধ গিল্ডগুলির সঙ্গে যাদের কোনোই সম্পর্ক

---

* ফ্রান্সে régisseur, মধ্যযুগের আদি ভাগে গোমস্তা, সামন্ত প্রভুর খাজনা-আদায়কারীরা অচিরেই homme d'affaires [সেয়ানা কারবারী] হয়ে দাঁড়ায় যারা চাপ দিয়ে আদায়, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি মারফত জোচ্চুরি ক'রে পুঁজিপতি হয়ে ওঠে। এই régisseurs আসত কখনো কখনো অভিজাতদের মধ্য থেকেও। যেমন, '১৩৫৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৩৬০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেজাঁস'-র কেল্লাদারি থেকে প্রাপ্য খাজনার সমস্ত হিশাব কেল্লাদার ও নাইট জাক দে তোরেস পেশ করছেন তাঁর প্রভুর কাছে, তিনি দিজোঁ-তে হিশাব পেশ করছেন বার্গাণ্ডি'র মান্যবর ডিউক ও কাউণ্টের সমীপে।' (Alexis Monteil, 'Traité des Matériaux Manuscrits etc.', pp. 234, 235.) সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সিংহভাগটা কীভাবে মধ্যস্থিতদের হাতে পড়ছে তা এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লগ্নিদার, শেয়ারবাজারী ফাটকাবাজ, বণিক, দোকানদাররা ননী লুটে নিচ্ছে; দেওয়ানী ব্যাপারে মক্কেলের ছাল ছাড়াচ্ছে উকিল; রাজনীতিতে ভোটদাতার চেয়ে প্রতিনিধি, রাজার চেয়ে মন্ত্রী হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ; ধর্মে ঈশ্বরকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে 'পয়গম্বর', এবং তাকেও পেছনে ঠেলে দিচ্ছে পুরোহিতরা, 'উত্তম মেষপালক' ও তার 'মেষদের' মধ্যে যারা হল অনিবার্য মধ্যস্থ। ইংলণ্ডের মতো ফ্রান্সেও বড়ো বড়ো সামন্ত সম্পত্তি অসংখ্য ছোটো ছোটো ঘরে বিভক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরিস্থিতিটা ছিল লোকের পক্ষে অনেক বেশি প্রতিকূল। ১৪শ শতকে দেখা দেয় খামার বা terriers। ক্রমাগত তাদের সংখ্যা বাড়ে, ১,০০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। উৎপন্নের $\frac{১}{১২}$ থেকে $\frac{১}{৫}$ অংশ তারা মুদ্রায় অথবা ফসলে খাজনা দিত। এলাকার আয়তন ও মূল্য অনুসারে এগুলি হত জায়গির, উপজায়গির ইত্যাদি, কোনো কোনোটা হত মাত্র কয়েক একর নিয়ে। কিন্তু সে জমিতে বসবাসী লোকেদের ওপর কিছু পরিমাণে বিচারাধিকার থাকত খামারীদের; এখতিয়ারের পর্যায়ক্রম ছিল চারটি। এই সব ক্ষুদে অত্যাচারীদের অধীনে কৃষি জনতার নির্যাতন সহজেই বোঝা যায়। ম'তে বলেন, ফ্রান্সে একসময় ছিল ১,৬০,০০০ জন বিচারক, যেখানে বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেট সমেত ৪,০০০ ট্রাইব্যুনালই যথেষ্ট।

নেই, এবং তাদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়; এটা এমনই সৌভাগ্যজনক পরিস্থিতি যে বৃদ্ধ এ. অ্যাণ্ডারসন (জেমস অ্যাণ্ডারসন নন) তাঁর 'বাণিজ্যের ইতিহাসে' বিধাতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বিশ্বাস ক'রে বসেছেন। আদি সঞ্চয়ের এই দিকটায় আমরা আরেকটু মনোযোগ দেব। গিয়োফ্রয় সাঁ হিলেয়ার যেভাবে মহাজাগতিক পদার্থের একস্থানে বিরলীভবন মারফত অন্য স্থানে ঘনীভবনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন*, সেভাবে স্বাধীন স্বনির্ভর কৃষকদের সংখ্যা-হ্রাসের ফলে শিল্প প্রলেতারিয়েতের শুধু যে পুঞ্জীভবন ঘটেছে তাই নয়। কর্ষকদের সংখ্যা কমলেও ভূমি থেকে উৎপন্ন মিলছিল আগের সমান, অথবা বেশি, কারণ ভূসম্পত্তির শর্তে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে চলে উন্নত পদ্ধতির চাষ, অধিকতর সহযোগ, উৎপাদন উপায়ের কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি, এবং কৃষির মজুরি-শ্রমিকদের শুধু যে আরো প্রখরতার সঙ্গে খাটানো হচ্ছিল তাই নয়**, যে উৎপাদন ক্ষেত্রটায় তারা নিজেদের জন্য খাটত, তারও আয়তন ক্রমাগত সংকুচিত হয়। কৃষি জনগণের একাংশকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাই তাদের পুষ্টিলাভের প্রাক্তন উপায়ও মুক্ত হয়ে পড়ল। এখন তা পরিণত হল অস্থির পুঁজির বৈষয়িক উপাদানে। উৎখাত ও নিক্ষিপ্ত হয়ে চাষীকে এখন তার নতুন মনিব, শিল্প পুঁজিপতির কাছ থেকে তার মূল্য কিনতে হবে মজুরি রূপে। জীবনধারণের উপায়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, ঘরোয়া চাষের ওপর নির্ভরশীল শিল্পগত কাঁচামালের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তা পরিণত হল স্থির পুঁজির উপাদানে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, দ্বিতীয় ফ্রিদরিখের আমলে ভেস্ত্ফালিয়ার যে চাষীরা সবাই শণ বুনত, তাদের একাংশকে জোর ক'রে উৎখাত ও ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হল; এবং যে অপরাংশ রইল তারা পরিণত হল বড়ো বড়ো খামারীদের দিন-মজুরে। সেই সঙ্গে দেখা দিল শণ সুতা ও বয়নের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান, যেখানে 'মুক্তিপ্রাপ্ত' লোকেরা এখন মজুরি নিয়ে খাটছে। এ শণটা ঠিক আগের মতোই দেখতে, তার একটা তন্তুও বদলায় নি, কিন্তু নতুন একটা সামাজিক সত্তা প্রবেশ করেছে তার দেহে। এখন এটা কারখানা-মালিকের স্থির পুঁজির একাংশ। আগে তা বণ্টিত হত একদল ক্ষুদে উৎপাদকদের মধ্যে, নিজেরাই তারা তা উৎপাদন এবং

---

* তাঁর 'Notions de Philosophie Naturelle' গ্রন্থে, Paris, 1838.

** স্যার জেমস স্টুয়ার্ট এই পয়েণ্টটায় জোর দিয়েছেন।

নিজেদের পরিবারের সাহায্যে তা খুচরোভাবে বয়ন করত, এখন তা পুঞ্জীভূত হয়েছে একজন পুঁজিপতির হাতে, যে তা থেকে সুতা কাটা ও বোনার জন্য অন্য লোকদের লাগায়। শণ বোনায় যে বাড়তি শ্রম খরচ হত, তা উঠে আসত অসংখ্য কৃষক পরিবারের বাড়তি আয় হিশেবে, অথবা দ্বিতীয় ফ্রিদরিখের আমলে pour le roi de Prusse* ট্যাক্স হিশেবে। এখন তা উঠে আসছে কতিপয় পুঁজিপতির মুনাফা হিশেবে। টাকু আর তাঁত যা আগে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, তা এখন কয়েকটি বড়ো বড়ো শ্রমিক ব্যারাকে পুঞ্জীভূত হয়েছে শ্রমিক আর কাঁচামালের সঙ্গে একত্রে। এবং সুতা কাটুনি ও তাঁতীদের স্বাধীন অস্তিত্বের উপায় থেকে টাকু, তাঁত, কাঁচামাল এখন পরিণত হল তাদের ওপর হুকুম খাটানো ও তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে শ্রম শুষে নেবার উপায়ে।** বড়ো বড়ো হস্তশিল্প-কারখানা ও খামার দেখে লোকের চোখে পড়ে না যে অনেক ছোটো ছোটো উৎপাদন কেন্দ্রকে একীভূত ক'রে তার উদয় হয়েছে ও গড়ে উঠেছে বহু ক্ষুদে স্বাধীন উৎপাদককে উৎখাত ক'রে। তাহলেও লোকের সহজবোধ ভুল করে নি। বিপ্লবকেশরী মিরাবোর কালেও বড়ো বড়ো হস্তশিল্প-কারখানাগুলিকে বলা হত manufactures réunies, একীভূত কারখানা, যেমন আমরা একীভূত জমির কথা বলি। মিরাবো বলেন: 'আমরা কেবল বড়ো বড়ো কারখানার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি, শত শত লোক যেখানে একজন পরিচালকের অধীনে খাটে এবং যেগুলিকে সাধারণত বলা হয় manufactures réunies। যেখানে বহুসংখ্যক লোক আলাদা আলাদা ভাবে এবং নিজের ঝুঁকি নিজে নিয়ে খাটে, সেগুলো বড়ো একটা বিবেচিত হয় না; অন্যগুলো থেকে তাদের অসীম ব্যবধানে ফেলে রাখা হয়। এটা প্রচণ্ড ভুল, কেননা কেবল এই শেষোক্তরাই জাতীয় সমৃদ্ধির সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ... বড়ো কারখানা (fabrique réunie) একজন দুইজন উদ্যোক্তাকে বিপুলাকারে ধনী ক'রে তুলবে, কিন্তু শ্রমজীবীরা থাকবে কেবল মজুর হয়ে, কম বেশি মাইনে পাবে কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যে কোনো ভাগ পাবে না। অন্যদিকে

---

* আক্ষরিক অর্থে — প্রাশিয়ার রাজার জন্য, ব্যঙ্গে — জলাঞ্জলি। — সম্পাঃ

** পুঁজিপতি বলে, 'তোমাদের সামান্য যেটুকু এখনো আছে তা আমায় দেবে এই শর্তে: আমার চাকরি করার সম্মান তোমাদের দিচ্ছি, তোমাদের হুকুম ক'রে খাটাবার দায়িত্বটা নিচ্ছি আমি নিজে।' (J. J. Rousseau, 'Discours sur l'Économie Politique'.)

বিযুক্ত কারখানায় (fabrique séparée) একজন কেউ ধনী হবে না, কিন্তু বহু শ্রমজীবীর সচ্ছলতা ঘটবে; সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমীরা খানিকটা পুঁজি জমাতে পারবে, কিছু টাকা বাঁচাতে পারবে একটা ছেলের জন্ম, কোনো একটা অসুখ, নিজেদের বা আত্মপরিজনদের জন্য। সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী শ্রমজীবীর সংখ্যা বাড়বে, কেননা সদাচার ও কর্মতৎপরতার মধ্যে তারা দেখবে সত্যি ক'রেই অবস্থা উন্নয়নের উপায়,—শুধু একটু সামান্য মজুরি-বৃদ্ধি নয়, ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা কখনো গুরুত্ব ধরবে না এবং তার একমাত্র পরিণাম হল লোককে একটু ভালোভাবে দিন কাটাবার অবস্থায় রাখা, কিন্তু কেবল দিন আনি দিন খাই অবস্থায়... নিজেদের লাভের উদ্দেশে খাটানোর জন্য যে জনকতক ব্যক্তি শ্রমজীবীদের দিন-মজুরি দেয়, তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো, বড়ো বড়ো কারখানাগুলো থেকে এই সব ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা হতে পারে, কিন্তু সরকারের অভিনিবেশযোগ্য তারা কখনোই হতে পারে না। ছোটো ছোটো জোত চাষের সঙ্গে সমন্বিত বিযুক্ত কারখানাগুলিই হল একমাত্র স্বাধীন কারখানা।'*

কৃষি জনগণের সম্পত্তিহরণ ও উচ্ছেদের ফলে শুধু যে শিল্প পুঁজির জন্য শ্রমিক, তার জীবনধারণের উপায় ও খাটুনির মাল মুক্ত হল তাই নয়, ঘরোয়া বাজারও তা সৃষ্টি করল।

বস্তুত, যেসব ঘটনাবলী ক্ষুদে চাষীকে মজুরি-শ্রমিকে এবং তাদের প্রাণধারণ ও পরিশ্রমের উপায়কে পুঁজির বৈষয়িক উপাদানে পরিণত করে, তা একই সঙ্গে শেষোক্তের জন্য ঘরোয়া বাজারও গড়ে দেয়। আগে কৃষক পরিবারেরা তাদের প্রাণধারণের উপায় ও কাঁচামাল উৎপাদন করত, যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের পরিভোগেই যেত। এই সব কাঁচামাল ও প্রাণধারণের উপায় এখন পণ্য হয়ে দাঁড়াল। বড়ো বড়ো খামারীরা তা বিক্রি করতে থাকল; বাজার পেল হস্তশিল্প-কারখানাগুলোর কাছে। সুতা, বস্ত্র, মোটা জাতের পশমী জিনিস,—যাদের কাঁচামাল ছিল প্রতিটি কৃষক

---

* Mirabeau, উক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, ২০—১০৯ পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে। 'একীভূত' কারখানাগুলির চেয়ে বিযুক্ত কারখানাগুলিকে যে মিরাবো মিতব্যয়ী ও উৎপাদনশীল বলে ধরেছিলেন এবং প্রথমোক্তগুলির মধ্যে কেবল সরকারের অধীনে কৃত্রিম বহিরাগত উদ্ভিদের চাষ দেখেছিলেন, সেটার ব্যাখ্যা মিলবে সে সময়কার ইউরোপ খণ্ডের বহু হস্তশিল্প-কারখানাগুলোর অবস্থা থেকে।

পরিবারের আয়ত্তাধীন, নিজেদের ব্যবহারের জন্য তারা যা থেকে সুতা কেটেছে, কাপড় বুনেছে—তা এখন পরিণত হল হস্তশিল্প-কারখানাগুলির উৎপন্ন-মালে, সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চল হয়ে গেল তার বাজার। নিজেদের খোদকস্ত ভিত্তিতে খাটছে এমন অসংখ্য ক্ষুদে উৎপাদকদের মধ্যে ছুটকো কারুজীবীদের যে বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন খরিদ্দার জুটত, তারা এখন কেন্দ্রীভূত হল এক বিশাল বাজারে, যাদের মাল জোগাতে লাগল শিল্প পুঁজি।* এইভাবে স্বনির্ভর চাষীর উচ্ছেদ, নিজেদের উৎপাদন উপায় থেকে তাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গ্রাম্য কুটির শিল্পের ধ্বংস, শিল্পের সঙ্গে কৃষির বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া। এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির যা প্রয়োজন, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সেরূপ প্রসার ও সুসঙ্গতি পেতে পারে কেবল গ্রাম্য কুটির শিল্প ধ্বংস ক'রেই।

তাহলেও সত্যিকারের হস্তশিল্প-কারখানার পর্ব বলতে যা বোঝায় সেটা এই রূপান্তরটাকে আমূল ও পরিপূর্ণরূপে সাধিত করতে সক্ষম হয় নি। মনে রাখা দরকার যে সত্যকার অর্থে হস্তশিল্প-কারখানা জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্র জয় করে মাত্র আংশিকভাবে, পশ্চাদ্‌ভূমি [Hintergrund] হিশেবে তা সর্বদাই নির্ভর করে শহরের হস্তশিল্প ও গ্রামের কুটির শিল্পের ওপর। এগুলিকে যদি তা কোনো একটা রূপে, বিশেষ কতকগুলি শাখায়, বিশেষ কোনো কোনো মুহূর্তে ধ্বংস ক'রে থাকে, তাহলে অন্য কোথাও তা ফের এগুলিকে ডেকে আনে, কেননা বিশেষ একটা মাত্রা পর্যন্ত কাঁচামাল প্রস্তুত ক'রে দেবার জন্য এগুলি তার দরকার। তাই ক্ষুদে গ্রামবাসীদের একটা নতুন শ্রেণী গড়ে তোলে তা, সহায়ক বৃত্তি হিশেবে জমি চাষ করলেও যাদের প্রধান কাজ শিল্প শ্রম, তার উৎপন্ন তারা কারখানা-মালিককে বেচে হয় সরাসরি, নয় বণিকদের মাধ্যমে। একটা ব্যাপারে কেন ইংরেজ ইতিহাসের ছাত্রদের প্রথমে ধোঁকা লাগে, এটা তার একটা কারণ,

* 'অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমজীবী পরিবারটির নিজেদের পরিশ্রমে বিনা সোরগোলে বিশ পাউন্ড পশম পরিণত হচ্ছে তাদের বার্ষিক বস্ত্রভাণ্ডারে, এটায় কোনো তাক নেই; কিন্তু নিয়ে এসো তা বাজারে, পাঠাও কারখানায়, সেখান থেকে দালালের কাছে, অমনি লেগে যাবে বিশালাকার সব বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ, এবং নামিক মূলধন উঠে যাবে তার মূল্যের কুড়ি গুণে... শ্রমিক শ্রেণীকে এইভাবে একটা হতভাগ্য কারখানা-জনতা, একটা পরজীবী দোকানদার শ্রেণী, এবং একটা অলীক বাণিজ্য, মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থাকে পোষণ করতে হচ্ছে।' (David Urquhart, 'Familiar Words', London, 1855, p. 120.)

যদিও প্রধান কারণ নয়। ১৫শ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে মাঝে মধ্যে কিছু ছেদ পড়লেও ক্রমাগত এই নালিশ শোনা যায় যে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী চাষ হামলা করছে ও কৃষক কুল ক্রমাগত ধ্বংস পাচ্ছে। অন্যদিকে আবার সর্বদাই এই কৃষক কুলকে আবির্ভূত হতে দেখা যায়, যদিও হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যায় ও নিকৃষ্টতর পরিস্থিতিতে।* প্রধান কারণটা হল: ইংলণ্ড একসময় প্রধানত শস্যোৎপাদক, আরেক সময় প্রধানত গবাদি পশুপালক, একান্তর পর্বে ও এই সবের ফলে কৃষি চাষের পরিমাণ ওঠা-নামা করেছে। একমাত্র আধুনিক শিল্পই যন্ত্রপাতি দিয়ে চূড়ান্তরূপে পুঁজিবাদী কৃষির কায়েমী ভিত্তি জোগায়, কৃষি জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে আমূলভাবে উচ্ছেদ করে এবং কৃষির সঙ্গে গ্রাম্য কুটির শিল্পর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করে, তার যা শিকড়—সুতা কাটা ও তাঁত বোনা,—তাকে ছিন্ন ক'রে দেয়।** তাই সমগ্র ঘরোয়া বাজারকেও তা প্রথম জয় ক'রে দেয় শিল্প পুঁজির জন্য।***

---

* ক্রমওয়েলের সময়টা ব্যতিক্রম। প্রজাতন্ত্র যতদিন টিকেছিল ততদিন সমস্ত বর্গের ইংরেজ জনসাধারণ টিউডরদের আমলে যে অবনতিতে পড়েছিল তা থেকে উঠে আসে।

** টাকেট জানেন যে, যন্ত্র-প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পশম শিল্প গড়ে উঠেছে সত্যকার হস্তশিল্প-কারখানা থেকে এবং গ্রাম্য ও কুটির শিল্প ধ্বংসের মধ্য থেকে। (Tuckett, উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪।) 'লাঙল, জোয়াল ছিল দেবতাদের উদ্ভাবন, বীরদের বৃত্তি; তাঁত, টাকু, কাঠিমের জন্ম কি হেয়তর? লাঙল থেকে কাঠিম, জোয়াল থেকে টাকুকে বিচ্ছিন্ন করলেই দেখা দেবে কারখানা আর দরিদ্রভবন, ঋণ আর আতঙ্ক, দুই শত্রুজাতি—কৃষিজীবী ও বাণিজ্যজীবী।' (David Urquhart, উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২২।) আর এখন কেরি এসে এই বলে ইংলণ্ডকে বকছেন এবং নিশ্চয় অন্যায় যুক্তিতে নয় যে, ইংলণ্ড অন্য সমস্ত জাতিকে নিছক কৃষি জাতিতে পরিণত করতে চাইছে, যাদের শিল্প মাল জোগাবে ইংলণ্ড। তিনি দাবি করছেন যে এইভাবে তুরস্ক ধ্বংস পেয়েছে, কেননা 'লাঙলের সঙ্গে তাঁতের, হাতুড়ির সঙ্গে মইয়ের সেই স্বাভাবিক জোট গঠন ক'রে এ দেশের মালিক ও অধিবাসীদের শক্তিশালী হতে ইংলণ্ড দেয় নাই'। ('The Slave Trade', p. 125.) তাঁর মতে, তুরস্কের ধ্বংসের একজন প্রধান কারিকা হলেন আর্কার্ট নিজেই, এখানে অবাধ বাণিজ্যের প্রচার তিনি চালিয়েছিলেন ইংরেজের স্বার্থে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে কেরি, প্রসঙ্গত যিনি এক প্রচণ্ড রুশোপন্থী, তিনি এই বিচ্ছেদ প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে চাইছেন ঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা দিয়েই যাতে তা ত্বরান্বিত হয়।

*** মিল, রোজার্স, গোল্ডউইন, স্মিথ, ফসেট প্রভৃতি জনহিতৈষী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ,

শিল্প পুঁজিপতির উদ্ভব

খামারীদের মতো অমন ক্রমিক ধারায় শিল্প* পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটে নি। সন্দেহ নেই যে অনেক ছোটো ছোটো গিল্ড-কর্তা এবং ততোধিক স্বাধীন ক্ষুদে কারুজীবী, এমন কি মজুরি-শ্রমিকও নিজেদের ছোটো ছোটো পুঁজিপতিতে পরিণত করে এবং (ক্রমশ মজুরি-শ্রমের শোষণ ও তদনুযায়ী সঞ্চয় বাড়িয়ে) হয়ে ওঠে পূর্ণবিকশিত পুঁজিপতি। পুঁজিবাদী উৎপাদনের শৈশবে ব্যাপারগুলো ঘটত মধ্যযুগীয় শহরগুলির শৈশব কালের মতো, যেখানে পলাতক ভূমিদাসদের কে মনিব হবে, কে ভৃত্য, সে প্রশ্নের মীমাংসা প্রধানত হত কে আগে পালিয়ে এসেছে, কে পরে, তাই দিয়ে। ১৫শ শতকের শেষ দিককার বড়ো বড়ো আবিষ্কারের ফলে যে নতুন বিশ্ব বাজার গড়ে ওঠে, তার বাণিজ্যিক প্রয়োজনের সঙ্গে এ পদ্ধতির শম্বুকগতি মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। কিন্তু দুটি সুনির্দিষ্ট ধরনের পুঁজি মধ্যযুগ দিয়ে গিয়েছিল,—বিভিন্ন অর্থনৈতিক সামাজিক প্রথায় তা পরিপক্ক হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন যুগের আগে তা quand même পুঁজি বলে পরিগণিত হত—মহাজনের পুঁজি এবং বণিকের পুঁজি।

'বর্তমানে সমাজের সমস্ত ধন যায় প্রথমে পুঁজিপতির দখলে... জমিদারকে তার খাজনা, মজুরকে তার মজুরি, ট্যাক্স ও কর-সংগ্রাহকদের তাদের দাবি মিটিয়ে সে শ্রমের বাৎসরিক উৎপন্নের এক বৃহৎ, বস্তুত বৃহত্তম ও ক্রমবর্ধমান অংশটা নিজের জন্য রাখে। পুঁজিপতিকে এখন বলা যায় সমাজের সমস্ত ধনের প্রথম মালিক, যদিও কোনো আইনে এই সম্পত্তির অধিকার তার ওপর অর্পিত হয় নি... এ পরিবর্তনটা ঘটেছে পুঁজির ওপর সুদ আদায় করা মারফত... এবং এটা কম চিত্তাকর্ষক নয় যে ইউরোপের সমস্ত আইনদাতারা এটাকে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছে বিধান জারী ক'রে, অর্থাৎ

এবং জন ব্রাইট কোং'র মতো উদারনীতিক কারখানা-মালিকেরা ইংরেজ ভূস্বামীদের জিজ্ঞেস করছেন যেভাবে আবেল সম্বন্ধে কেইনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঈশ্বর: গেল কোথায় আমাদের হাজার হাজার স্বাধীন-স্বত্ব চাষীরা?—কিন্তু তাহলে আপনারা এলেন কোথা থেকে? স্বাধীন-স্বত্ব চাষীদের ধ্বংস থেকে। আরো একটু জিজ্ঞাসা করুন না, কোথায় গেল স্বাধীন তাঁতী, সুতাকাটুনি, কারুজীবীরা?

* 'শিল্প' কথাটা এখানে 'কৃষির' বিপরীতার্থে। 'বর্গার্থ' ধরলে খামারীও কারখানাওয়ালার মতোই সমান শিল্প পুঁজিপতি।

সুদখোরির বিরুদ্ধে বিধান... দেশের সমস্ত ধনের ওপর পুঁজিপতির ক্ষমতাটা হল মালিকানা স্বত্বের আমূল পরিবর্তন; কিন্তু কোন আইন বা আইন-ধারায় তা জারী হল?'*

লেখকের মনে রাখা উচিত ছিল যে বিপ্লব আইন মারফত ঘটে না।

মহাজনি ও বাণিজ্য মারফত যে মুদ্রা পুঁজি গড়ে উঠেছিল তার শিল্প পুঁজিতে পরিণত হওয়ার বাধা ছিল গ্রামাঞ্চলে সামন্ত প্রথা, শহরগুলোয় গিল্ড সংগঠন।** সামন্ত সমাজ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামবাসীদের সম্পত্তিহরণ ও আংশিক উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে এ শেকলগুলো অদৃশ্য হয়। নতুন হস্তশিল্প-কারখানাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সমুদ্রতীর বন্দরে, অথবা পুরনো পৌরসভা ও তাদের গিল্ডদের এক্তিয়ার বহির্ভূত কোনো অন্তর্দেশ বিন্দুতে। এইজন্যই এই সব নতুন শিল্প লালনাগারগুলির সঙ্গে সঙ্ঘভিত্তিক শহরগুলির (corporate towns) একটা তিক্ত সংগ্রাম দেখা যায় ইংলন্ডে।

আমেরিকায় সোনা ও রুপার আবিষ্কার, আদিম অধিবাসীগণের উচ্ছেদ, দাসত্ব ও খনিতে সমাধিলাভ, পূর্ব ভারতীয় এলাকার বিজয় ও লুণ্ঠনের সূত্রপাত, কালো-চামড়াদের বাণিজ্যিক মৃগয়ার শিকারভূমিরূপে আফ্রিকার রূপান্তর সূচিত করে পুঁজিবাদী উৎপাদন যুগের অরুণোদয়। এইসব পদাবলীসুলভ ঘটনাই হল আদি সঞ্চয়ের প্রধান প্রধান গতিমুখ। তার পেছু পেছু আসে গোলকটাকে রঙ্গভূমি ক'রে ইউরোপীয় জাতিগুলির বাণিজ্যিক যুদ্ধ। তা শুরু হয় স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডস্'এর বিদ্রোহে, ইংলন্ডের জ্যাকবিন-বিরোধী যুদ্ধে তার আয়তন হয়ে ওঠে অতিকায় এবং এখনো তা চলছে চীনের বিরুদ্ধে আফিম যুদ্ধ ইত্যাদিতে।

আদি সঞ্চয়ের বিভিন্ন গতিমুখ তখন ন্যূনাধিক কালানুক্রমিকভাবে ছড়িয়ে গেছে বিশেষ ক'রে স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংলন্ডে। ১৭শ শতকের শেষে ইংলন্ডে সেগুলি একটা প্রণালীবদ্ধ সম্মিলনে পেঁছয়,

---

* 'The Natural and Artificial Right of Property Contrasted', London, 1832, pp. 98, 99. অনামা এই রচনাটির লেখক: টি. হড্স্কিন।

** এমন কি ১৭৯৪ সালেও লিড্সের ছোটো ছোটো বস্ত্রকারকেরা পার্লামেণ্টে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় কোনো বণিকের কারখানাওয়ালা হয়ে ওঠা নিষিদ্ধ করার জন্য আইন জারীর আর্জি নিয়ে। (Dr. Aikin, 'Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester', London, 1795.)

তাতে মেলে উপনিবেশ, জাতীয় ঋণ, আধুনিক ট্যাক্স পদ্ধতি ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা। এ সব পদ্ধতি অংশত নির্ভর করে পাশব শক্তির ওপর, যথা উপনিবেশিক প্রথা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে রূপান্তর প্রক্রিয়াটাকে কৃত্রিম উদ্যান-গৃহের কায়দায় ত্বরান্বিত ও উৎক্রমণ কাল হ্রস্ব করার জন্য নিযুক্ত হয় রাষ্ট্রক্ষমতা, সমাজের পুঞ্জীভূত ও সংগঠিত শক্তি। গর্ভে যার নতুন সমাজ, এমন প্রতিটি পুরনো সমাজেরই ধাত্রী হল শক্তি। এ শক্তি নিজেই এক অর্থনৈতিক ক্ষমতা।

খৃষ্টীয় উপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে খৃষ্টীয় বিশেষজ্ঞ ডবলিউ. হাউইট বলছেন: 'পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে এবং বশীভূত করা গেছে এমন প্রতিটি জাতির উপর তথাকথিত খৃষ্টীয় জাতিগুলির বর্বরতা ও উদ্দাম নৃশংসতার তুলনা দুনিয়ার কোনো যুগের আর কোনো জাতের মধ্যে পাওয়া যাবে না, তা সে যতই হিংস্র, যতই অশিক্ষিত, যতই নির্মম ও নির্লজ্জ হোক।'*

১৭শ শতকের প্রধান পুঁজিবাদী জাতি ছিল হল্যান্ড, সেই হল্যান্ডের উপনিবেশিক প্রশাসন হল 'বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচদান, হত্যাকাণ্ড ও নীচতার এক অসাধারণ সম্পর্কসূত্রের ইতিহাস'।** জাভায় ক্রীতদাস পাবার জন্য তাদের লোক চুরি করার পদ্ধতির চাইতে বৈশিষ্ট্যজনক আর কিছু নেই। ছেলে-ধরাদের এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষিত ক'রে তোলা হয়। এ ব্যবসার প্রধান দালাল ছিল ছেলে-ধরা, দোভাষী ও বিক্রেতা—দেশীয় রাজারাই প্রধান বিক্রেতা। দাস-জাহাজে পাঠাবার মতো অবস্থায় না আসা পর্যন্ত চুরি ক'রে আনা ছেলেদের রাখা হত সেলিবিসের গোপন কারাকুঠরিতে। সরকারী একটি রিপোর্টে বলে: 'দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই একটা মাকাসার

---

* William Howitt, 'Colonisation and Christianity. A Popular History of the Treatment of the Natives by the Europeans in all their Colonies', London, 1838, p. 9. দাসদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে Charles Comte'র 'Traité de Législation', 3ème éd., Bruxelles, 1837 পুস্তকে একটি খাসা খতিয়ান আছে। বিষয়টা বিশদে অধ্যয়ন করা দরকার, তাতে দেখা যাবে বিশ্বকে নিজ মূর্তিতে যেখানেই অবাধে গড়তে পেরেছে, সেখানেই বুর্জোয়া নিজেকে এবং শ্রমিকদের কিসে পরিণত করে।

** জাভার ভূতপূর্ব ছোটোলাট Thomas Stamford Raffles রচিত 'The History of Java',London, 1817.

শহরই গুপ্ত কারাগারে ভরা, বীভৎসতায় তারা এক আরেককে ছাড়িয়ে যায়; পরিবার থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে আনা, শেকলে বাঁধা, 'লোভ আর উৎপীড়নের মৃগয়া যত হতভাগ্যতে তা পরিপূর্ণ।' মালাক্কা দখল করার জন্য ওলন্দাজরা পোর্তুগীজ লাটকে উৎকোচে বশীভূত করে। তিনি তাদের শহরে ঢুকতে দেন ১৬৪১ সালে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাঁর গৃহে ছুটে গিয়ে তাঁকে হত্যা করে তাঁর বেইমানির দাম ২১, ৮৭৫ পাউণ্ড পরিশোধ থেকে 'বিরত থাকার' জন্য। যেখানেই তারা পা দিয়েছে, সেখানেই শুরু হয়েছে ধ্বংস ও লোকক্ষয়। জাভার একটি প্রদেশ বানজুওয়াঙ্গিতে ১৭৫০ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৮০,০০০-এর বেশি, ১৮১১ সালে শুধু ৮,০০০ জন। তোফা বাণিজ্য!

সবাই জানেন, ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি* ভারত শাসনের রাজনৈতিক অধিকার ছাড়াও চা-বাণিজ্যের তথা সাধারণভাবে চীনা বাণিজ্যের এবং ইউরোপের সঙ্গে মাল চালান-আমদানিরও একান্ত একচেটিয়া লাভ করে। কিন্তু ভারতের উপকূল বরাবর ও বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্য তথা ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল কোম্পানির উচ্চতন কর্মচারীদের একচেটিয়া। নুন, আফিম, পান ও অন্যান্য পণ্যের একচেটিয়া ছিল ধনের অফুরন্ত খনি। কর্মচারীরা নিজেরাই দাম ধার্য করত ও অভাগ্য হিন্দুদের লুট করত। এই ব্যক্তিগত বাণিজ্যে অংশ নিতেন বড়োলাট। তাঁর অনুগ্রহভাজনেরা এমন সব শর্তে ঠিকা পেত যাতে তারা আলকেমিস্টদের চেয়েও বেশি কেরামতি দেখিয়ে সোনা বানাত শূন্য থেকে। দিন যেতে না যেতেই ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠত মোটা মোটা সম্পদ; একটি শিলিংও অগ্রিম খরচ না ক'রেই চলল আদি সঞ্চয়। ওয়ারেন হেস্টিংস'এর

---

* বৃটিশ বাণিজ্য কোম্পানি টিকে ছিল ১৬০০ থেকে ১৮৫৮ সাল। এটা ছিল ভারত, চীন ও অন্যান্য এশীয় দেশে ইংলণ্ডের লুঠেরা উপনিবেশিক নীতির হাতিয়ার। কোম্পানির হাতে ছিল ফৌজ ও নৌবাহিনী, ১৮শ শতকের মাঝামাঝি থেকে তা হয়ে দাঁড়ায় প্রবল রণশক্তি। ভারতজয়ে ইংরেজ উপনিবেশিকরা তা ব্যবহার করে। বেশ কিছু কাল ধরে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া ভোগ করে কোম্পানি ও দেশ-শাসনের কাজ চালায়। ১৮৫৭—১৮৫৯ সালের জাতীয়-মুক্তি অভ্যুত্থান ইংরেজদের উপনিবেশিক প্রভুত্বের ধরন বদলাতে বাধ্য করে: কোম্পানি তুলে দেওয়া হয় ও ভারত হয় বৃটেনের রাজার সম্পত্তি। — সম্পাঃ

বিচারে এমন ঘটনা ভূরি ভূরি পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জনৈক সালিভানকে আফিমের একটি ঠিকা দেওয়া হয় এমন সময়, যখন সে ভারতের আফিম জেলা থেকে বহুদূরস্থ এক এলাকায় যাত্রা করছে সরকারী মিশনে। সালিভান তার ঠিকা বেচে দেয় ৪০,০০০ পাউন্ডে জনৈক বিনের কাছে; বিন সেই দিনই তা বেচে দেয় ৬০,০০০ পাউন্ডে এবং শেষ যে ক্রেতাটি ঠিকা হাসিল করে, সে বলে যে এই সবকিছুর পরেও সে প্রচুর লাভ তুলেছে। পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করা একটি তালিকা অনুসারে কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ১৭৫৭—১৭৬৬ সালের মধ্যে ভারতীয়দের কাছ থেকে উপঢৌকন নেয় ৬০,০০,০০০ পাউন্ড। ১৭৬৯ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে সমস্ত চাল কিনে নিয়ে এবং প্রচুর দাম না পাওয়া পর্যন্ত তা বেচতে অস্বীকার ক'রে একটি দুর্ভিক্ষ বানিয়ে তোলে ইংরেজরা।*

আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আচরণ স্বভাবতই সবচেয়ে ভয়ংকর হয় শুধু রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট বাগিচা-উপনিবেশগুলিতে, যথা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, এবং মেক্সিকো ও ভারতের মতো সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশে, যা লুটের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এমন কি তথাকথিত সঠিক অর্থে যা উপনিবেশ সেখানেও আদি সঞ্চয়ের খৃষ্টীয় চরিত্রের অন্যথা হয় নি। প্রটেস্টাণ্টবাদের ঐ সংযতমনা কোবিদেরা, নিউ ইংলণ্ডের পিউরিটানরা ১৭০৩ সালে তাদের আইনসভার ডিক্রি বলে প্রতিটি ইণ্ডিয়ান মুণ্ড ও ধৃত লাল-চামড়ার জন্য ধার্য করেছিল ৪০ পাউন্ড পুরস্কার; ১৭২০ সালে প্রতি মুণ্ডের জন্য ১০০ পাউন্ড; ১৭৪৪ সালে মাসাচুসেটস্ উপসাগর অঞ্চল একটি উপজাতিকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করার পর দর এই: ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব পুরুষের মুণ্ড ১০০ পাউন্ড (নতুন মুদ্রায়), পুরুষ বন্দীর জন্য ১০৫ পাউন্ড, স্ত্রী ও শিশু বন্দীর জন্য ৫৫ পাউন্ড, নারী ও শিশুদের মুণ্ডের জন্য ৫০ পাউন্ড। কয়েক দশক পরে ধার্মিক তীর্থংকর পিতৃ-পুরুষদের যে বংশধররা ইতিমধ্যে রাজদ্রোহাত্মক হয়ে উঠেছিল, তাদের ওপর প্রতিহিংসা নেয় উপনিবেশিক ব্যবস্থা। ইংরেজদের প্ররোচনায় এবং

---

* ১৮৬৬ সালে এক উড়িষ্যা প্রদেশেই দশ লক্ষের বেশি হিন্দু ক্ষুধায় মরে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় রাজকোষ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয় অনশনী জনগণকে বিক্রি করা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম দিয়ে।

ইংরেজদের টাকায় তাদের কুড়ুলে কুপিয়ে মারে লাল-চামড়ারা। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ঘোষণা করে যে ব্লাডহাউণ্ড ও মুণ্ডচ্ছেদ হল তার হাতে 'ঈশ্বর ও প্রকৃতির দেওয়া পদ্ধতি'।

কৃত্রিম কাচোদ্যানের মতো উপনিবেশিক ব্যবস্থা বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রাকে পাকিয়ে তুলল। লুথারের 'একচেটিয়া সমাজগুলি' ছিল পুঁজি পুঞ্জীভবনের শক্তিশালী কারক। উঠতি কারখানা-উৎপাদনের জন্য উপনিবেশ জোগাল বাজার এবং বাজারের একচেটিয়া মারফত বর্ধিত সঞ্চয়। ইউরোপের বাইরে অনাবৃত লুণ্ঠন, দাসকরণ ও হত্যাকাণ্ড মারফত হাতানো সম্পদ চালান গেল স্বদেশভূমিতে এবং পরিণত হল পুঁজিতে। উপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রথম পুরো বিকশিত করে হল্যাণ্ড, ১৬৪৮ সালেই তা তার বাণিজ্যিক মহিমার শীর্ষে পৌঁছে যায়। তা ছিল 'পূর্ব ভারতীয় ব্যবসা ও ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের বাণিজ্যের প্রায় একচ্ছত্র মালিক। তার মৎস্য ব্যবসায়, নৌবহর এবং কারখানা-উৎপাদন সব দেশকেই ছাড়িয়ে যায়। প্রজাতন্ত্রটির মোট পুঁজি সম্ভবত সমগ্র অবশিষ্ট ইউরোপের মোট পুঁজির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' গ্যালিথ যোগ করতে ভুলেছেন যে ১৬৪৮ সাল নাগাদ সমগ্র বাকি ইউরোপের লোকেদের চেয়েও হল্যাণ্ডের লোকেরা ছিল বেশি শ্রমজীর্ণ, বেশি দরিদ্র ও আরো পাশবিকরূপে নিপীড়িত।

আজ শিল্প প্রাধান্য মানেই বাণিজ্য প্রাধান্য। সঠিক অর্থে হস্তশিল্প-কারখানার পর্বে ব্যাপারটা ছিল উল্টো, বাণিজ্য প্রাধান্য থেকেই আসত শিল্প প্রাধান্য। এই কারণেই সে-কালে উপনিবেশিক ব্যবস্থার ভূমিকা এত প্রধান। এই 'অজানা দেবতাটিই' ইউরোপের সার্বিক দেবতাদের মধ্যে ঠেলেঠুলে জায়গা ক'রে নেয় বেদীতে, তারপর এক শুভপ্রভাতের একটি অর্ধচন্দ্র ও পদাঘাতেই ধূলিসাৎ করে তাদের সকলকে। ঘোষণা করে যে মানবতার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হল উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি।

যে পাবলিক ক্রেডিট বা জাতীয় ঋণ ব্যবস্থার সূত্রপাত আমরা দেখি মধ্যযুগেই জেনোয়া ও ভেনিসে, তা সাধারণত ইউরোপ জুড়ে চল হয়ে যায় হস্তশিল্প-কারখানার পর্বে। তার ত্বরণাগারের কাজ করে সমুদ্র-বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক যুদ্ধ সহ উপনিবেশিক ব্যবস্থা। এইভাবে তা প্রথম শেকড় গজায় হল্যাণ্ডে। জাতীয় ঋণ, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী, নিয়মতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক যে কোনো রূপ রাষ্ট্রেরই পরকীয়ভবন (alienation)—পুঁজিবাদী মুগটায় তা দেগে দিল নিজের মোহর-ছাপ। তথাকথিত জাতীয় ধনের শুধু যে

একমাত্র ভাগটা আজকের লোকেদের যৌথ মালিকানায় সত্যই বর্তায় সেটা হল তাদের জাতীয় ঋণ।* তাই থেকেই আবশ্যক পরিণাম হিশেবে আসে এই আধুনিক মতবাদ যে, একটা জাতি যত বেশি ঋণগ্রস্ত তত সে ধনী। পাবলিক ক্রেডিট হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির বিশ্বাসমন্ত্র। আর জাতীয় ঋণ গ্রহণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ঋণে অবিশ্বাস হয়ে দাঁড়ায় পরমাত্মার বিরুদ্ধে ধৃষ্টোক্তি, যা ক্ষমা করা চলে না।

আদি সঞ্চয়ের অতি পরাক্রান্ত একটি কলকাঠি হল জাতীয় ঋণ। যাদুকরের দণ্ডের একটি ছোঁয়ায় যেন তাতে বন্ধ্যা মুদ্রায় এসে যায় প্রসব ক্ষমতা, এবং তা পরিণত হয় পুঁজিতে, সেজন্য শিল্পে বা এমন কি তেজারতিতে খাটালেও যে ঝঞ্ঝাট ও ঝুঁকি অনিবার্য, তা সইবার দরকার হয় না। রাষ্ট্রীয় উত্তমর্ণেরা আসলে কিছুই দিচ্ছে না, ঋণ দেওয়া টাকাটা পরিণত হচ্ছে একটা পাবলিক বণ্ডে, যা সহজেই ভাঙানো যায়, ঠিক ওই পরিমাণ নগদ টাকা তাদের হাতে থাকলে যা হত, ঠিক সেই কাজই তা ক'রে চলে। কিন্তু তদুপরি, এইভাবে সৃষ্ট অলস কুসীদজীবীদের একটা শ্রেণী এবং সরকার আর জাতির মাঝখানকার লগ্নিদার ও দালালদের বানিয়ে তোলা ধন ছাড়া— তথা যে সব খাজনা-ঠিকাদার, বণিক, ব্যক্তিগত শিল্পোৎপাদকদের কাছে জাতীয় ঋণের মোট অংশটাই স্বর্গ-প্রেরিত পুঁজির কাজ করে, তাদের কথা ছাড়াও—জাতীয় ঋণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি, দেখা দিয়েছে নানা রকমের লেন-দেন কারবার ও স্টক এক্সচেঞ্জ, সংক্ষেপে— শেয়ার-বাজারী ফাটকা ও আধুনিক ব্যাঙ্কতন্ত্র।

জন্মকালে জাতীয় খেতাব ভূষিত বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কগুলি ছিল এমন সব ব্যক্তিগত দাঁও-সন্ধানীদের সঙ্ঘ, যারা সরকারের পাশে গিয়ে জুটত এবং প্রাপ্ত সুবিধার দৌলতে রাষ্ট্রকে টাকা দাদন দেবার মতো অবস্থায় ছিল। এই কারণেই জাতীয় ঋণ কত জমল তা পরিমাপের পক্ষে এই সব ব্যাঙ্কের ধারাবাহিক স্টকবৃদ্ধির চেয়ে নিশ্চিত মাপকাঠি আর কিছু নেই — আর ১৬৯৪ সালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শুরু হয় এ সব ব্যাঙ্কের পূর্ণ বিকাশ। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড শুরু করে সরকারকে শতকরা ৮ ভাগ সুদে টাকা ধার দিয়ে; সেই সঙ্গে পার্লামেণ্টের কাছ থেকে এ

---

* উইলিয়ম কবেট বলেন যে, ইংলণ্ডে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই বলা হয় 'রাজকীয়', কিন্তু উল্টো দিকে ঋণটা 'জাতীয়'।

ব্যাঙ্ক অধিকার পায় ব্যাঙ্কনোট আকারে জনসাধারণকে টাকাটা ফের ঋণ দিয়ে সেই একই পুঁজি থেকে টাকা বানাবার। বিল ভাঙানো, পণ্যের ওপর অগ্রিম দাদন এবং মহার্ঘ ধাতু ক্রয়ের জন্যও এই সব নোট ব্যবহারের অনুমতি সে পায়। বেশি দিন যেতে না যেতেই ব্যাঙ্কের বানিয়ে তোলা এই ঋণাগত অর্থই হয়ে দাঁড়াল সেই নগদ মুদ্রা, যা দিয়ে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড টাকা ধার দিত রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্রের হয়ে পরিশোধ করত জাতীয় ঋণের সুদ। এক হাতে ব্যাঙ্ক যা দিচ্ছে, আর এক হাতে যে আরো বেশি টেনে নিচ্ছে, তাতেও হল না; টাকা পেয়ে যেতে থাকলেও তা রয়ে গেল অগ্রিম-দেওয়া শেষ শিলিংটি পর্যন্ত জাতির চিরন্তন উত্তমর্ণ। ক্রমশ অনিবার্যরূপেই তা হয়ে উঠল দেশের সমস্ত মজুদ ধাতুর গ্রহীতা এবং সমস্ত বাণিজ্য ঋণের মহাকর্ষ কেন্দ্র। ব্যাঙ্কওয়ালা, অর্থপতি, কুসীদজীবী, দালাল, ফাটকাবাজ ইত্যাদির ঝাঁকটার আকস্মিক উত্থানে সমসাময়িকদের ওপর কী ফলাফল ঘটেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে সময়কার, যথা বলিংব্রকের, রচনায়।*

জাতীয় ঋণের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হল এক আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবস্থা, যার আড়ালে প্রায়ই ঢাকা থেকেছে কোনো কোনো জাতির আদি সঞ্চয়ের একটা উৎস। এইভাবেই ভেনিসীয় চৌর্য ব্যবস্থার বদমাইসি থেকেই গড়ে ওঠে হল্যাণ্ডের পুঁজি-সম্পদের একটি গোপন ঘাঁটি—অবক্ষয়ের দিনে ভেনিস প্রচুর টাকা ধার দিয়েছিল হল্যাণ্ডকে। হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। ১৮শ শতকের গোড়াতেই ওলন্দাজ কারখানা-উৎপাদন অনেক পিছে পড়ে যায়। বাণিজ্য-ও-শিল্প প্রধান একটি দেশ তখন আর হল্যাণ্ড নয়। তখন থেকে, ১৭০১—১৭৭৬ পর্যন্ত তাই তার এক প্রধান কারবার হল প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ঋণ দেওয়া, বিশেষ ক'রে তার মহা প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ডকে। সেই একই ব্যাপার আজ চলেছে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। জন্মপত্র ছাড়াই আজ যুক্তরাষ্ট্রে যে পুঁজির অভ্যুদয় ঘটেছে, তার অনেকখানিই ছিল গতকালের ইংলণ্ডের মূলধনীকৃত শিশুরক্ত।

জাতীয় ঋণ যেহেতু ভর করে রাজস্বের ওপর, সুদ ইত্যাদি বাবদের বাৎসরিক ব্যয়টা রাজস্ব থেকেই মেটে, তাই জাতীয় ঋণ ব্যবস্থার আবশ্যিক

---

* 'তাতাররা যদি একালে ইউরোপ ছেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের অর্থপতিদের কী তাৎপর্য সেটা তাদের বোঝানো খুবই কঠিন হবে।' (Montesquieu, 'Esprit des loix', éd. Londres, 1769, T. IV., p. 33.)

পরিপূরক হল আধুনিক ট্যাক্স ব্যবস্থা। ঋণের সাহায্যে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে পারে সরকার, ট্যাক্সদাতা তা অবিলম্বে টের পায় না, কিন্তু পরিণামে তাতে প্রয়োজন হয় বর্ধিত ট্যাক্স। অন্যদিকে, একের পর এক নেওয়া ঋণ পুঞ্জীভূত হওয়ার দরুন ট্যাক্স বেড়ে গেছে বলে সরকার নতুন নতুন জরুরী ব্যয়ভারের জন্য সর্বদাই নতুন ঋণের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। তাই আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থা, যার খুঁটি হল জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় উপায়গুলির উপর ট্যাক্স (ফলে তাদের দাম-বৃদ্ধি), তার মধ্যে রয়ে গেছে স্বয়ংক্রিয় ক্রমবৃদ্ধির বীজ। অতি ট্যাক্স তাই একটা আপতিক ঘটনা নয়, বরং একটা নীতি। এ ব্যবস্থার প্রথম পত্তন যে দেশে সেই হল্যাণ্ডে তাই মহা দেশপ্রেমিক দে উইট তাঁর 'নীতিসূত্রতে'* এর প্রশংসা করেছেন মজুরি-শ্রমিকদের বাধ্য, মিতব্যয়ী, খাটিয়ে ও শ্রমভারপিষ্ট রাখার সেরা ব্যবস্থা বলে। তবে মজুরি-শ্রমিকদের অবস্থার ওপর তার যা সর্বনাশা প্রভাব পড়ে সেটার চেয়ে বর্তমানে কৃষক, কারুশিল্পী এবং সংক্ষেপে নিম্ন মধ্য-শ্রেণীর সবরকম লোকের যে বলপূর্বক উচ্ছেদ এতে ঘটেছিল, তাতে আমরা বেশি আগ্রহী। এমন কি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এর উচ্ছেদ-নৈপুণ্য আরো বাড়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থায়, যা এরই অঙ্গাঙ্গি।

ধনকে পুঁজি ক'রে তোলায় এবং জনগণকে উচ্ছেদ করায় জাতীয় ঋণ ও তার অনুগামী রাজস্ব ব্যবস্থার যে বিপুল ভূমিকা ছিল, তাতে এর মধ্যেই আধুনিক মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ ভুলভাবে সন্ধান করতে গেছেন কবেট, ডাবলডে প্রভৃতি অনেক লেখক।

সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা ছিল শিল্পোৎপাদক তৈরি ক'রে তোলা, স্বাধীন শ্রমজীবীদের উচ্ছেদ করা, উৎপাদন ও জীবনধারণের জাতীয় উপায়গুলিকে

---

* মনে হয় মার্কস এখানে ইয়ান দে উটটের রচনা বলে পরিচিত, ১৬৬২ সালে লেইদেন থেকে প্রকাশিত 'Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Friesland' ('হল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্র ও পশ্চিম ফ্রিজল্যণ্ডের মূল রাষ্ট্রিক নীতি ও সূত্রের বিবরণ') গ্রন্থটির ইংরেজি সংস্করণের কথা বলছেন। এখন জানা গেছে ইয়ান দে উইট এর দুটি অধ্যায় লিখেছিলেন, বাকিটার লেখক হলেন ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তা পিটার ভান দে হোর (পিটার দে লিয়া কুর বলেও ইনি পরিচিত)। — সম্পাঃ

পুঁজিতে পরিণত করা, মধ্যযুগীয় থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের উৎক্রমণ সবলে সংক্ষিপ্ত করার এক কৃত্রিম উপায়। এই আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে ছিঁড়ে খেয়েছে এবং একবার উদ্বৃত্ত-মূল্যকারীদের চাকুরিতে লাগার পর তারা এ লক্ষ্য অনুসরণে অপ্রত্যক্ষভাবে সংরক্ষণ-শুল্ক মারফত এবং প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি-ছাড় দিয়ে শুধু স্বরাষ্ট্রীয় জনগণের ওপর জবরদস্তি আদায় চাপিয়েছে, তাই নয়। পরাধীন দেশগুলিতেও বলপূর্বক সমস্ত শিল্প ধ্বংস করে তারা, যেভাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলণ্ড ধ্বংস করেছিল আইরিশ পশমী বস্ত্র উৎপাদন। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে কলবের'এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে এ প্রক্রিয়া অনেক সহজ ক'রে তোলা হয়। আদি শিল্প পুঁজি এখানে অংশত আসে সরাসরি রাষ্ট্রীয় রাজকোষ থেকে। মিরাবো বলেন, 'কেন, যুদ্ধের আগেকার সাক্সনীয় শিল্পগৌরবের কারণ খুঁজতে অতদূর যাবার দরকার কী? সার্বভৌমেরা দেনা করেন ১৮,০০,০০,০০০!'*

উপনিবেশিক ব্যবস্থা, জাতীয় ঋণ, গুরুভার ট্যাক্স, সংরক্ষণ, বাণিজ্য যুদ্ধ ইত্যাদি খাঁটি হস্তশিল্প-কারখানা পর্বের এই শিশুরা আধুনিক শিল্পের বাল্যকালে প্রচণ্ড রকম বাড়ে। শেষোক্ত বস্তুটির জন্মের সূচনা হয় নিরীহদের একটা বিরাট হত্যাকাণ্ডে। রাজকীয় নৌবহরের মতো ফ্যাক্টরিতেও লোক ভর্তি হতে থাকে জবরদস্তি বাহিনীর সাহায্যে। পনেরো শতকের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে তাঁর সমকাল পর্যন্ত [১৮শ শতকের শেষ] জমি থেকে কৃষিজীবী জনগণকে উচ্ছেদের বীভৎসতায় স্যার এফ.এম. ইডেন যতই সুখ-মদিরতা বোধ করুন; পুঁজিবাদী কৃষি প্রতিষ্ঠা এবং 'আবাদী জমি ও চারণভূমির মধ্যে সঠিক অনুপাতের' জন্য 'অপরিহার্য' এ প্রক্রিয়ায় তিনি যত আত্মতুষ্টিতেই উল্লসিত হোন,—হস্তশিল্প-কারখানার শোষণকে ফ্যাক্টরি শোষণে রূপান্তর এবং পুঁজি ও শ্রমশক্তির মধ্যে 'সত্যকার সম্পর্ক' স্থাপনের জন্য ছেলে-চুরি ও শিশু-দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিন্তু তিনি সমান অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি দেখান নি। তিনি বলেন, 'সফলভাবে চালাতে হলে যে-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় গরিব ছেলেমেয়ে সংগ্রহার্থে কুটির ও ওয়ার্ক-হাউসগুলি লুট করা; সকলের পক্ষেই অপরিহার্য হলেও অল্পবয়সীদের পক্ষে যা সবচেয়ে বেশি দরকার তাদের সেই বিশ্রাম কেড়ে

---

* Mirabeau, উক্ত গ্রন্থ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০১।

নিয়ে পালা ক'রে রাতের বেশির ভাগ সময়টা তাদের খাটানো; বিভিন্ন বয়স ও স্বভাবের নারী পুরুষদের এমনভাবে গাদা করা যাতে দৃষ্টান্তের সংক্রমণে লাম্পট্য ও ব্যভিচারের সৃষ্টি না হয়ে যায় না; সে কারখানা-উৎপাদনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় কল্যাণের পরিমাণ বাড়বে কিনা, তা বোধ হয় জনসাধারণের অবধানযোগ্য।'*

ফিলডেন বলেন, 'ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার এবং আরো বেশি করে ল্যাঙ্কাশায়ারের এলাকায় হুইল ঘোরাবার মতো স্রোতওয়ালা নদীর ধারে ধারে গড়ে ওঠা বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরিতে নবাবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শহর থেকে দূরের এই সব জায়গায় হঠাৎ দরকার হয় হাজার হাজার লোকের; বিশেষ ক'রে ল্যাঙ্কাশায়ার তখনো পর্যন্ত ছিল অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও বন্ধ্যা, তার এখন একমাত্র কামনা হল জনবসতি। ছেলেমেয়েদের ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র আঙুলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকায় লণ্ডন, বার্মিংহাম ও অন্যান্য জায়গার বিভিন্ন প্যারিশ ওয়ার্ক-হাউস থেকে শিক্ষানবিশ জোগাড়ের প্রথাটা গড়ে উঠল অবিলম্বেই। ৭ থেকে শুরু করে ১৩—১৪ বছরের এই সব বাচ্চা হতভাগ্য জীবগুলিকে হাজারে হাজারে পাঠানো হয় উত্তরে। প্রথা ছিল যে মনিব তার শিক্ষানবিশদের খাওয়াবে পরাবে এবং ফ্যাক্টরির কাছাকাছি একটা 'শিক্ষানবিশ গৃহে' রাখবে; কাজ দেখার জন্য রাখা হত ওভারসিয়ার, ছেলেদের যথাশক্তি খাটানোই ছিল তাদের স্বার্থ, কেননা যে পরিমাণ কাজ তারা আদায় করতে পারত, সেই অনুপাতেই ছিল তাদের বেতন। তার পরিণাম অবশ্যই হয় নিষ্ঠুরতা... বহু কারখানা-জেলাতেই, তবে আমার বিশ্বাস যে-অপরাধী কাউণ্টিতে আমার বাস [ল্যাঙ্কাশায়ার], সেখানেই বিশেষ ক'রে অতি হৃদয়বিদারক সব নৃশংসতার অনুষ্ঠান হয় এই সব নিরীহ নির্বান্ধবদের ওপর, যাদের ভার এইভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মনিব-কারখানাওয়ালার হাতে; খাটুনির আধিক্যে নাকাল ক'রে তাদের টেনে আনা হয় মরণের সীমায়... নিষ্ঠুরতার অতি অপরূপ সূক্ষ্মতায় তাদের বেত মারা হত, বেঁধে রাখা হত ও পীড়ন চলত; ...বহু ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতে কাজে পাঠাবার সময় তারা থাকত প্রচণ্ড রকমের ক্ষুধার্ত এবং... কোনো কোনো ক্ষেত্রে... আত্মহত্যা করতে বাধ্য হত... জনসাধারণের চোখের আড়ালে ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার ও

---

* Eden, উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪২১।

ল্যাংকাশায়ারের সুদৃশ্য রোমাণ্টিক উপত্যকাগুলি হয়ে দাঁড়াল নির্যাতনের এবং বহু হত্যার বিষণ্ণ বিজনভূমি। কারখানাওয়ালাদের মুনাফা ছিল প্রচুর; কিন্তু তাতে যে-ক্ষিদে মেটার কথা, তা কেবল বেড়েই ওঠে এবং তাই তারা এমন এক উপায় নেয় যাতে সীমাহীনভাবে সে মুনাফার ব্যবস্থা হতে পারে বলে মনে হল; তারা শুরু করল তথাকথিত 'রাতকাজ', অর্থাৎ একদল লোককে সারা দিন ধরে খাটিয়ে হয়রান করার পর আর একদলকে তৈরি রাখা হত সারা রাত ধরে কাজ করে যাবার জন্য; রাতের দল যে বিছানা ছেড়ে গেছে, তাতেই শয্যা নিত দিনের দল — আর দিনের দল যে বিছানা ছেড়ে যেত, সকালে তাতেই শুত রাতের দল। ল্যাংকাশায়রের একটা চলতি রেওয়াজ হল, 'বিছানা কখনো ঠাণ্ডা হয় না'।'*

হস্তশিল্প-কারখানার পর্বে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের জনমত থেকে লজ্জাবোধ ও বিবেকের লেশটুকুও খসে পড়ে। পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের কাজে লাগে এমন প্রতিটি কুকীর্তি নিয়েই বেহায়ার

---

* John Fielden, 'The Curse of the Factory System', London, 1836, pp. 5, 6. ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার আরো পূর্বেকার কলঙ্ক বিষয়ে তুলনীয় Dr. Aikin, উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১৯ এবং Gisborne, 'Inquiry into the Duties of Men', 1795, Vol. II.

বাষ্প যন্ত্র যখন ফ্যাক্টরিগুলিকে গ্রামাঞ্চলের জলপ্রপাত স্থল থেকে শহরের মাঝখানে টেনে আনল তখন 'সংযমী' উদ্বৃত্ত-মূল্যকারীরা শিশু-মাল পেয়ে যায় হাতের কাছেই, ওয়ার্ক-হাউসগুলি থেকে দাস খুঁজে আনার চেষ্টা করতে হত না। স্যার আর. পীল ('মিষ্টিমুখ মন্ত্রীর' পিতা) যখন ১৮১৫ সালে শিশু সংরক্ষণের বিল আনেন তখন বুলিয়ন কমিটির জ্যোতিষ্ক ও রিকার্ডোর অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রানসিস হোর্নার কমন্স সভায় বলেন, 'কলঙ্কের কথা যে এক দেউলিয়ার জিনিসপত্রের সঙ্গে এই সব ছেলেদের বলা যেতে পারে একটা দঙ্গলকেই বিক্রির জন্য রাখা হয় ও সম্পত্তির অংশ হিশেবে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত করা হয়। King's Bench আদালতে দু'বছর আগে একটি ভয়াবহ মামলা আসে, তাতে লণ্ডনের একটা প্যারিশ এই ধরনের কয়েকটি ছেলেকে একজন কারখানাওয়ালার কাছে শিক্ষানবিশ হিশেবে দেয়, এবং সেখান থেকে তারা হস্তান্তরিত হয় আর একজনের কাছে এবং কয়েকজন সদয় ব্যক্তি তাদের আবিষ্কার করেন একেবারে অনশন অবস্থার মধ্যে। [পার্লামেণ্টারী] কমিটিতে থাকার সময় আরো ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা তাঁর গোচরে আসে যে... বেশি দিন আগে নয়, একটি লণ্ডন প্যারিশের সঙ্গে জনৈক ল্যাংকাশায়ার কারখানাওয়ালার একটা চুক্তি হয়, যাতে শর্ত থাকে, প্রতি ২০টি ভালো শিশুর সঙ্গে ১টি ক'রে ন্যালাখ্যাপা ছেলেকেও নিতে হবে।'

মতো বড়াই করত জাতিগুলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পড়ুন সুযোগ্য এ. অ্যান্ডারসনের অচতুর বাণিজ্য-ইতিবৃত্ত। এতে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির বিজয় বলে এ ঘটনাটার ঢক্কানিনাদ করা হয়েছে যে, উত্রেখ্‌ৎ'এর সন্ধিতে ইংলণ্ড ততদিন পর্যন্ত আফ্রিকা ও ইংরেজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে যা চলছিল সেই নিগ্রো-বাণিজ্যকে আসিয়েন্তো* চুক্তিবলে আফ্রিকা ও স্পেনীয় আমেরিকার মধ্যেও চালাবার সুবিধা স্পেনের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছে। এতে স্পেনীয় আমেরিকাকে ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত বছরে ৪,৮০০টি ক'রে ক্রীতদাস জোগাবার অধিকার পায় ইংলণ্ড। সেই সঙ্গে বৃটিশ চোরা-চালানের ওপর একটা সরকারী আড়ালও এতে মেলে। ক্রীতদাস-বাণিজ্যে ফেঁপে ওঠে লিভারপুল। আদি সঞ্চয়ের এই ছিল তার পদ্ধতি। এবং আজো পর্যন্ত লিভারপুলী 'সম্ভ্রান্ত' সমাজ হল দাস-বাণিজ্যের পিণ্ডার,** যে দাস-বাণিজ্য — পূর্বকথিত এইকিনের (১৭৯৫) রচনা তুলনীয় — 'লিভারপুল ব্যবসার বৈশিষ্ট্যসূচক বেপরোয়া রোমাঞ্চ প্রেরণার সঙ্গে মিলে গিয়ে দ্রুত তাকে পেঁাছে দিয়েছে সমৃদ্ধির বর্তমান স্তরে; জাহাজ ও নাবিকদের জন্য প্রভূত কাজের সৃষ্টি করেছে এবং দেশের কারখানা-মালের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক' (পৃঃ ৩৩৯)। দাস-বাণিজ্যে ১৭৩০ সালে লিভারপুল খাটায় ১৫টি জাহাজ, ১৭৫১ সালে ৫৩টি, ১৭৬০ সালে ৭৪টি, ১৭৭০ সালে ৯৬টি আর ১৭৯২ সালে ১৩২টি।

সুতী শিল্প থেকে ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয় শিশু-দাসত্ব আর আমেরিকায় তা পূর্বতন ন্যূনাধিক পিতৃতান্ত্রিক দাসত্বকে বাণিজ্যিক শোষণের একটা ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রেরণা জোগায়। বস্তুত, ইউরোপে মজুরি-শ্রমিকদের ঘোমটা-দেওয়া দাসত্বের জন্য পাদপীঠ হিশেবে প্রয়োজন ছিল নব বিশ্বে সোজাসুজি বিশুদ্ধ দাসত্ব।***

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির 'শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম' প্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রমিক এবং শ্রমাবস্থার মধ্যে বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য, এক প্রান্তে

---

* আসিয়েন্তো — এ চুক্তি অনুসারে স্পেন ১৬শ—১৮শ শতকে তার আমেরিকান এলাকায় নিগ্রো-দাস বিক্রয়ের অধিকার দেয় বিদেশী রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষকে। — সম্পাঃ

** পিণ্ডার — প্রাচীন গ্রীসের এক প্রশস্তি-গায়ক কবি। — সম্পাঃ

*** ১৭৯০ সালে ইংরেজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ছিল প্রতি একজন মুক্ত লোক পিছু দশ জন দাস, ফরাসী ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রতি একজনে চোদ্দ জন আর ওলন্দাজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রতি একজনে তেইশ জন। (Henry Brougham, 'An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers', Edinburgh, 1803, Vol.II., p. 74.)

উৎপাদন ও জীবনধারণের সামাজিক উপায়গুলিকে পুঁজিতে এবং অন্য প্রান্তে ব্যাপক জনগণকে মজুরি-শ্রমিকে, আধুনিক সমাজের যা এক কৃত্রিম সৃষ্টি সেই স্বাধীন 'মেহনতী গরিবে'* রূপান্তরের জন্য tantæ molis erat**। টাকা যদি, অজিয়ে'র মতে, *** 'দুনিয়ায় আসে এক গালে এক জন্মগত রক্ত চিহ্ন নিয়ে' তবে পুঁজি আসে আপাদমস্তক থেকে, প্রতি রোমকূপ থেকে রক্ত ও ক্লেদ চোয়াতে চোয়াতে।****

---

* 'মেহনতী গরিব' কথাটি ইংরেজ আইনে দেখা দেয় মজুরি-শ্রমিকদের শ্রেণীটা দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠার মুহূর্ত থেকে। এ কথাটা ব্যবহৃত হয় একদিকে 'অলস গরিব', ভিখারী ইত্যাদির বিপরীতে, এবং অন্যদিকে যে সব মেহনতী তখনো মাথা মুড়ায় নি, তখনো যাদের নিজস্ব শ্রমের উপায় বর্তমান, তাদের বিপরীতে। আইনসংহিতা থেকে কথাটা চলে আসে অর্থশাস্ত্রে এবং কালপেপার, জি. চাইল্ড ইত্যাদির কাছ থেকে তা পান অ্যাডাম স্মিথ ও ইডেন। এর পর 'জঘন্য রাজনৈতিক বুলিবাগিশ' এডমান্ড বার্ক যখন 'মেহনতী গরিব' কথাটিকে 'জঘন্য রাজনৈতিক বুলি' আখ্যা দেন তখন তাঁর শুভেচ্ছাটা বোঝা যায়। ইংরেজ চক্রতন্ত্রের টাকা পেয়ে যিনি ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে রোমান্টিক অতীতপ্রেমীর তেমনি ভূমিকা নেন ঠিক যেমন মার্কিন হাঙ্গামার শুরুতে উত্তর আমেরিকান উপনিবেশগুলির টাকা খেয়ে ইংরেজ চক্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়েছিলেন উদারনীতিকের ভূমিকা, সেই মোসায়েবটি হলেন এক ষোল আনা ছেঁদো বুর্জোয়া: 'বাণিজ্যের নিয়ম হল প্রাকৃতিক নিয়ম, সুতরাং তা ঐশ্বরিক নিয়ম।' (E. Burke, 'Thoughts and Details on Scarcity', London, 1800, pp. 31, 32.) ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি নিষ্ঠাবশে তিনি যে সেরা বাজারেই নিজেকে বেচবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। উদারনীতিক কালের এডমান্ড বার্কের একটি অতি চমৎকার ছবি পাওয়া যাবে রেভাঃ মিঃ টাকারের লেখায়। টাকার ছিলেন পাদ্রী ও টোরি কিন্তু অন্য সব দিক দিয়ে মানী লোক ও গুণী অর্থশাস্ত্রবিদ। যে হীন চারিত্রিক কাপুরুষতার রাজত্ব আজ চলছে, অতি ভক্তিভরে যা 'বাণিজ্যিক নিয়মে' বিশ্বাসী তাতে বারম্বার সেই বার্কদের কলঙ্ক-চিহ্নিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য, পরবর্তী স্থূলাভিষিক্তদের সঙ্গে যাঁদের তফাৎ শুধু একটি ক্ষেত্রে — প্রতিভায়।

** দরকার হয়েছিল অতো কাণ্ডের। — সম্পাঃ

*** Marie Augier, 'Du Crédit Public', Paris, 1842.

**** 'একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় বলেছে, পুঁজি হাঙ্গামা-সংঘর্ষ থেকে নাকি পালায় ও ভারি ভীরু, কথাটা সত্যি; তবে এ হল প্রশ্নটার ভারি অসম্পূর্ণ বিবৃতি। আগে যেমন বলা হত, প্রকৃতি শূন্যতা ঘৃণা করে, পুঁজিও তেমনি মুনাফাহীনতা বা অতি কম মুনাফা থেকে পালায়। যথেষ্ট মুনাফার ক্ষেত্রে পুঁজি ভারি সাহসী। সুনিশ্চিত শতকরা দশে যে কোনো জায়গায় পুঁজির নিয়োগ সম্ভব করবে; সুনিশ্চিত শতকরা

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা

পুঁজির আদি সঞ্চয়, অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক উদ্ভব কিসে রূপান্তরিত হয়? এটা যেহেতু ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মজুরি-শ্রমিকে সরাসরি রূপান্তর, সুতরাং নিতান্ত রূপের বদল নয়, তাই এর একমাত্র অর্থ হল অব্যবহিত উৎপাদকদের উচ্ছেদ, অর্থাৎ মালিকের নিজ শ্রমের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ। সামাজিক, যৌথ মালিকানার বৈপরীত্য হিশেবে ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান থাকে কেবল সেখানে, যেখানে শ্রমের উপায় ও শ্রম করার বহিঃপরিস্থিতি ব্যক্তিবিশেষের দখলে। কিন্তু এই ব্যক্তিবিশেষেরা শ্রমিক না অশ্রমিক, তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার চরিত্রও বদলায়। প্রথম দৃষ্টিতে তার মধ্যে যে অসংখ্য রকমফের দেখা যায় তা এই দুই চরম সীমার মধ্যবর্তী অবস্থাগুলির সহগামী। কৃষি অথবা শিল্পোৎপাদন, অথবা উভয় ধরনের যে কোনো ক্ষুদে শিল্পের ভিত্তি হল উৎপাদন উপায়ের ওপর শ্রমজীবীর ব্যক্তিগত মালিকানা; ক্ষুদে শিল্পও আবার সামাজিক উৎপাদন ও খোদ শ্রমজীবীর স্বাধীন ব্যক্তিস্বরূপ বিকাশের একটি মূল শর্ত। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদে উৎপাদন পদ্ধতি দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব ও অন্যান্য পরাধীন অবস্থাতেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার পরিবিকাশ হয়, তার সমস্ত উদ্যোগ অবারিত হয়, একটা পর্যাপ্ত ক্ল্যাসিকাল রূপ সে লাভ করে কেবল যেখানে শ্রমজীবী হল নিজ কর্তৃক সঞ্চালিত নিজস্ব শ্রম-উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক: চাষী যে-জমিটা চাষ করছে, সেই তার মালিক, কর্মকুশলী হিশেবে কারুজীবী যে-হাতিয়ার ব্যবহার করছে, সেই তার মালিক। এই উৎপাদন পদ্ধতিতে জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও অন্যান্য উৎপাদন উপায়ের বহুবিক্ষিপ্ততা ধরে নেওয়া হয়। উৎপাদন উপায়ের কেন্দ্রীভবন যেমন তাতে বাদ যায়, তেমনি বাদ পড়ে

কুড়িতে সৃষ্টি হবে আগ্রহ; শতকরা পঞ্চাশে রীতিমতো ঔদ্ধত্য; শতকরা একশ-য় তা সমস্ত মানবিক নিয়ম পদদলিত করতে প্রস্তুত থাকবে; শতকরা তিনশ-য় এমন অপরাধ নেই যাতে সে কুণ্ঠিত, এমন ঝুঁকি নেই যা সে নেবে না, এমন কি মালিকের ফাঁসি যাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। যদি হাঙ্গামা ও সংঘর্ষে মুনাফা আসে, তবে অবাধে দুয়েরই উসকানি দেবে সে। যা বলা হল তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে চোরা-চালান ও ক্রীতদাস-বাণিজ্যে।' (T. J. Dunning, 'Trades' Unions and Strikes', London, 1860, pp. 35, 36.)

সহযোগ, আলাদা আলাদা প্রতিটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভেতরে শ্রমবিভাগ, সমাজ কর্তৃক প্রাকৃতিক শক্তির উৎপাদনশীল প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ, এবং সামাজিক উৎপাদন শক্তিগুলির অবাধ বিকাশ। এটা খাপ খায় কেবল এমন একটা উৎপাদন ব্যবস্থা ও এমন একটা সমাজের সঙ্গে, যা কম বেশি আদিম সীমার মধ্যে গতিষ্ণু। একে চিরস্থায়ী করা হবে, পেকে যা সঙ্গতভাবেই বলেছেন, 'সার্বত্রিক মাঝারিপনা জারী করা।' বিকাশের একটা পর্যায়ে তা নিজের ভাঙনের বৈষয়িক কারিকাগুলির উদ্ভব ঘটায়। সেই মুহূর্ত থেকে সমাজের বুকের মধ্যে নতুন নতুন শক্তি ও নতুন নতুন রিপুবেগ জেগে ওঠে; কিন্তু পুরনো সামাজিক সংগঠন তাদের নিগড়াবদ্ধ ও দমিত করে রাখে। সে সংগঠনকে চূর্ণ করতেই হয়; তা চূর্ণই হয়। তার চূর্ণীভবন, ব্যক্তিভিত্তিক ও বিক্ষিপ্ত উৎপাদন উপায়গুলিকে সামাজিকভাবে কেন্দ্রীকৃত উপায়ে এবং বহুলোকের বামনাকার সম্পত্তিকে অল্প কয়েকজনের বিশাল সম্পত্তিতে রূপান্তর, ভূমি থেকে, জীবনধারণের উপায় থেকে, শ্রমের উপায় থেকে বিপুল জনগণের উৎখাত—বিপুল জনগণের এই ভয়াবহ ও যন্ত্রণাকর উচ্ছেদই হল পুঁজির ইতিহাসের প্রস্তাবনা। এক সারি বলাত্মক পদ্ধতি তার অন্তর্গত, তার মধ্যে আমরা কেবল সেইগুলির আলোচনা করেছি, পুঁজির আদি সঞ্চয়ের পদ্ধতি হিশেবে যেগুলি যুগান্তকারী। অব্যবহিত উৎপাদকদের উচ্ছেদ সাধিত হয় নির্মম তাণ্ডবে এবং অতি হীন, অতি নীচ, অতি তুচ্ছ, জঘন্য রকমের হীন রিপুর তাড়নায়। স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত মালিকানা, নিজের শ্রমপরিস্থিতির সঙ্গে একটেরে, স্বাধীন শ্রমজীবীর মিলন যার ভিত্তি বলা যায়, তার জায়গা নেয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা, যা দাঁড়ায় অন্যের নামেমাত্র স্বাধীন শ্রমের শোষণের ওপর, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমের ওপর।*

এই রূপান্তর প্রক্রিয়া যেই পুরনো সমাজকে আগাগোড়া যথেষ্ট পরিমাণে স্খলিত ক'রে ফেলে, যেই শ্রমজীবীরা প্রলেতারীয়তে, ও তাদের শ্রমের উপায় পুঁজিতে পরিণত হয়, যেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি

---

* 'একেবারেই নতুন একটা সমাজব্যবস্থায় আমরা প্রবেশ করেছি... সমস্ত ধরনের শ্রম থেকে সমস্ত রকমের মালিকানা তফাৎ করতে আমরা চেষ্টিত।' (Sismondi, 'Nouveaux Principes de l'Économie Politique', T. II., [Paris, 1827], p. 434.)

নিজের পায়ে দাঁড়ায়, অমনি শ্রমের আরো সামাজীকরণ, এবং ভূমি ও অন্যান্য উৎপাদন উপায়ের সামাজিকভাবে প্রযুক্ত, সুতরাং সাধারণ উৎপাদন উপায় হিশেবে আরো রূপান্তর, তথা ব্যক্তিগত মালিকদের আরো উচ্ছেদ একটা নতুন রূপ নেয়। এখন যাকে উচ্ছেদ করতে হবে সে আর নিজের জন্য খাটা শ্রমজীবী নয়, অনেক শ্রমিককে শোষণ করা পুঁজিপতি। এই উচ্ছেদ-সাধন ঘটে খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদনেরই অন্তর্নিহিত নিয়মের ক্রিয়ায়, পুঁজির কেন্দ্রীভবন মারফত। একজন পুঁজিপতি সর্বদাই অনেককে বধ করে। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্প কয়েকজনের দ্বারা বহু পুঁজিপতির এই উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমপ্রসারিত আয়তনে বিকশিত হয়ে ওঠে শ্রমপ্রক্রিয়ার সহযোগিতামূলক রূপ; বিজ্ঞানের সচেতন টেকনিক্যাল প্রয়োগ; ভূমির প্রণালীবদ্ধ চাষ; উৎপাদন যন্ত্রগুলির এমন রূপান্তর যাতে তা ব্যবহার করা সম্ভব কেবল একত্র মিলে; সম্মিলিত, সামাজীকৃত শ্রমের উৎপাদন উপায় হিশাবে ব্যবহার মারফত সমস্ত উৎপাদন উপায়ের ব্যয়সঙ্কোচ; বিশ্ব বাজারের জালে সমস্ত জাতির বিজড়ন; এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী আমলের আন্তর্জাতিক চরিত্র। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সমস্ত সুবিধা যারা জবরদখল ও একচেটিয়া ক'রে নেয় সেই পুঁজি-মহারাজদের ক্রমাগত সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে পুঞ্জীভূত দুর্দশা, পীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন, শোষণ; কিন্তু সেই সঙ্গেই বেড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ, সর্বদাই এ শ্রেণী সংখ্যায় বর্ধমান, খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির যন্ত্র-ক্রিয়াতেই তারা সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও তার অধীনে যে উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে ও পরিবিকশিত হয়েছে, পুঁজির একচেটিয়া তার বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদন উপায়ের কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজীকরণ অবশেষে এমন একটা বিন্দুতে পেঁছয় যখন তা আর পুঁজিবাদী বহিরাবরণের সঙ্গে খাপ খায় না।. বহিরাবরণটা ফেটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার মৃত্যুঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ হয় উচ্ছেদকারীরা।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির যা ফলাফল, সেই পুঁজিবাদী পদ্ধতির ভোগদখল থেকে আসে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা। মালিকের নিজ শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত আপন-আপন (individual) মালিকানার এই হল প্রথম নেতিকরণ। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতায় তার নিজের নেতিকরণের জন্ম দেয়। এ হল নেতির নেতিকরণ। তাতে উৎপাদকের ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় না, সে পায় পুঁজিবাদী

যুগের অর্জনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ ভূমি ও উৎপাদন উপায়ের সাধারণ মালিকানা ও সহযোগের ভিত্তিতে আপন মালিকানা।

ইতিমধ্যেই কার্যত সামাজীকৃত উৎপাদনের ওপর দণ্ডায়মান পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজীকৃত মালিকানায় যে-রূপান্তর, তার চেয়ে আপন-আপন শ্রম থেকে উত্থিত বহুবিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তরটা হল স্বভাবতই অনেক দীর্ঘায়ত, জবরদস্তিমূলক ও দুরূহ প্রক্রিয়া। প্রথম ক্ষেত্রে ঘটে কতিপয় জবরদখলী দ্বারা জনপুঞ্জের উচ্ছেদ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জনপুঞ্জ কর্তৃক কতিপয় জবরদখলীর উচ্ছেদ।*

উপনিবেশনের আধুনিক তত্ত্ব**

অর্থশাস্ত্র দুটি অতি ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে গুলিয়ে বসে, তার একটির ভিত্তি উৎপাদকের নিজ শ্রম,

---

* 'যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধিখনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য... আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখামুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি। নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প-কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষী—এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিশেবে নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য... তারা প্রতিক্রিয়াশীলও, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা।' [কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ৪৬, ৪৩—৪৪]

** এখানে আমরা আসল উপনিবেশের আলোচনা করছি, স্বাধীন অভিবাসীরা এসে যে অহল্যা ভূমিতে বসত পাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে ধরলে এখনো ইউরোপের উপনিবেশ মাত্র। তাছাড়া তেমন সব সাবেকী আবাদ অঞ্চলও এই এলাকায় পড়ে, দাসপ্রথা বিলোপের ফলে যেখানকার আগের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

অন্যটির ভিত্তি অপরের শ্রম নিয়োগ। তা ভুলে যায় যে শেষেরটা প্রথমের প্রত্যক্ষ প্রতীপস্থাপনাই (antithesis) শুধু নয়, একান্তভাবে কেবল তার সমাধির ওপরেই জন্মায়।

পশ্চিম ইউরোপে, অর্থশাস্ত্রের স্বদেশে আদি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটা ন্যূনাধিক সাধিত হয়েছে। এখানে পুঁজিবাদী আমল হয় সরাসরি জাতীয় উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রটা জয় করেছে, নয়, যেখানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কম-বিকশিত সেখানে সমাজের যে-সব স্তর সেকেলে উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হলেও ক্রমিক অবক্ষীয়মাণ অবস্থায় পুঁজিবাদী পদ্ধতির পাশাপাশি বর্তমান, তাদের তা অন্তত অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থশাস্ত্রবিদদের মতবাদের বিরুদ্ধে বাস্তব ঘটনা যতই সোচ্চার হয়ে উঠছে, ততই উৎকণ্ঠ জেদ ও অধিকতর ওজস্বিতায় তাঁরা এই সুপ্রস্তুত পুঁজির দুনিয়ায় প্রয়োগ করছেন প্রাক-পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া আইন ও মালিকানার ধারণাগুলিকে।

উপনিবেশে ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সর্বত্রই সংঘাতে আসছে উৎপাদকের প্রতিরোধের সঙ্গে, নিজের শ্রম-পরিস্থিতির মালিক হিশেবে সে শ্রম যে নিয়োগ করছে পুঁজিপতির বদলে নিজেকে ধনী করার জন্য। আমূল বিরোধী এই দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপরীত্য এখানে কার্যত প্রকাশ পাচ্ছে তাদের মধ্যে সংগ্রামে। আদি স্বদেশের শক্তি যেখানে পুঁজিপতির পেছনে আছে, সেখানে সে উৎপাদকের স্বাধীন শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদন ও দখল পদ্ধতিকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টিত। যে স্বার্থের জন্য পুঁজির চাটুকার অর্থশাস্ত্রবিদ তাঁর স্বদেশভূমিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তার বিপরীতের তাত্ত্বিক অভিন্নতা ঘোষণা ক'রে থাকেন, সেই একই স্বার্থই তাঁকে উপনিবেশে ব্যাপারটা স্বীকার ক'রে দুই উৎপাদন পদ্ধতির বৈপরীত্য সজোরে ঘোষণা করতে বাধ্য করে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রমাণ করেন যে শ্রমজীবীদের উচ্ছেদ ও তার সহগামী হিশেবে তাদের উৎপাদন উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তর ব্যতীত শ্রমের সামাজিক উৎপাদন শক্তি—সহযোগ, শ্রমবিভাগ, ব্যাপক আয়তনে যন্ত্রপ্রয়োগ ইত্যাদির বিকাশ সম্ভব নয়। তথাকথিত জাতীয় ধনের স্বার্থে তিনি জনগণের দারিদ্র্য নিশ্চিত করার কৃত্রিম উপায় সন্ধান করেন। এখানে তাঁর সাফাইদারী বর্ম খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ে জীর্ণ কুটো-কাটার মতো।

ই. জি. ওয়েকফিল্ডের মহা কৃতিত্ব এই যে তিনি উপনিবেশ বিষয়ে

নতুন কিছু* আবিষ্কার করেন নি, কিন্তু উপনিবেশের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন স্বদেশভূমিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সত্যকার অবস্থাটা। সংরক্ষণ ব্যবস্থার উদ্ভবের সময়** যেমন তা স্বদেশভূমিতে কৃত্রিমভাবে কারখানাওয়ালা বানাবার চেষ্টা করেছিল, ওয়েকফিল্ডের উপনিবেশন তত্ত্ব, যেটা ইংলণ্ড পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা কিছু কাল জারী করার চেষ্টা করেছিল, সেটাও সেইভাবে উপনিবেশগুলিতে মজুরি-শ্রমিক বানাবার চেষ্টা করেছে। এটাকে তিনি বলেন 'প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশন'।

প্রথমত, উপনিবেশে ওয়েকফিল্ড আবিষ্কার করলেন যে সহসম্বন্ধী, মজুরি-শ্রমিক, অন্য যে-লোকটি স্বেচ্ছায় নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, সে না থাকলে অর্থসম্পত্তি, জীবনধারণের উপায়, যন্ত্রপাতি, এবং অন্যান্য উৎপাদন উপায় কোনো লোককে পুঁজিপতির ছাপ দেয় না। তিনি আবিষ্কার করলেন যে পুঁজি কোনো বস্তু নয়, বস্তুর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসমূহের মধ্যেকার একটা সামাজিক সম্পর্ক।*** তিনি এই বলে বিলাপ করেছেন যে মিঃ পীল ইংলণ্ড থেকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সোয়ান নদীর তীরে ৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের জীবনধারণ ও উৎপাদনের উপায় সঙ্গে নিয়ে যান। তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর পুরুষ, নারী ও শিশু মিলিয়ে ৩,০০০ জনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার দূরদৃষ্টি মিঃ পীলের ছিল। কিন্তু গন্তব্যস্থলে একবার আসার পর 'তাঁর বিছানাটা ক'রে দেবার বা নদী থেকে তাঁর জন্য জল আনবার

---

* আধুনিক উপনিবেশন সম্পর্কে ওয়েকফিল্ডের অল্প কয়েকটি আলোকপাতের আগেই তা পুরো বলে গেছেন প্রকৃতিপন্থী পিতা-মিরাবো এবং তারও আগে ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা।

** পরে এটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংগ্রামে একটা সাময়িক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই যাক, ফলাফল একই থেকে গেছে।

*** 'নিগ্রো নিগ্রোই। নির্দিষ্ট এক সম্পর্কপাতেই সে ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়ায়। সুতো-কাটার যন্ত্র একটা যন্ত্র, যা দিয়ে সুতো কাটা হয়। বিশেষ একটা সম্পর্কপাতেই শুধু তা পুঁজি হয়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে আর তখন পুঁজি থাকে না, ঠিক যেমন সোনা নিজে থেকে কোনো মুদ্রা নয়, চিনি যেমন চিনির দাম নয়... পুঁজি হল উৎপাদনের একটা সামাজিক সম্পর্ক। এটা হল উৎপাদনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক।' [কার্ল মার্কস, 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭০, পৃঃ ২৮, ২৯]

মতো একটা চাকরও তাঁর আর রইল না'।* হতভাগ্য মিঃ পীল, সোয়ান নদীতীরে ইংরেজী উৎপাদন পদ্ধতি চালান দেওয়া ছাড়া আর সবকিছুর ব্যবস্থাই তিনি করেছিলেন!

ওয়েকফিল্ডের নিম্নোক্ত আবিষ্কার বোঝার জন্য দুটি প্রাথমিক মন্তব্য করি: আমরা জানি যে উৎপাদন ও জীবনধারণের উপায় যতক্ষণ অব্যবহিত উৎপাদকের সম্পত্তি থাকে, ততক্ষণ তা পুঁজি নয়। তা পুঁজি হয় কেবল সেই পরিস্থিতিতে যেখানে তা সেই সঙ্গে শ্রমিকের শোষণ ও অধীনকরণের উপায় হিশেবে কাজ করে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রবিদের মস্তিষ্কে এগুলির পুঁজিবাদী প্রাণের সঙ্গে তাদের বৈষয়িক দেহের পরিণয়-বন্ধন এতই অন্তরঙ্গ যে সর্বক্ষেত্রেই তিনি তাদের পুঁজি বলে অভিষেক করেন, এমন কি যে ক্ষেত্রে তারা ঠিক তার বিপরীত, সেক্ষেত্রেও। ওয়েকফিল্ডের বেলায়ও তাই ঘটেছে। তাছাড়া: উৎপাদন উপায়কে বেঁটে দিয়ে খোদকস্ত খাটা বহু শ্রমজীবীর আপন-আপন মালিকানায় রূপান্তরকে তিনি বলছেন পুঁজির সমান বণ্টন। সামন্ত আইনবিদের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, অর্থশাস্ত্রবিদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথমোক্তরা সামন্ত আইন থেকে পাওয়া লেবেল এঁটে দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ মুদ্রা সম্পর্কের ওপর।

ওয়েকফিল্ড বলছেন, 'সমাজের সমস্ত সদস্য যদি সমান সমান অংশ পুঁজি পায়... তাহলে নিজের হাতে যতটা ব্যবহার করা যায় তার বেশি পুঁজি সঞ্চয়ের তাগিদ কারো থাকবে না। নতুন আমেরিকান বসতিগুলোতে ব্যাপারটা খানিকটা তাই, এখানে জমির মালিক হবার হিড়িকে মজুরি-শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্বে বাধা ঘটছে।'** শ্রমজীবী তাহলে যতক্ষণ নিজের জন্য সঞ্চয় করতে পারছে—সেটা সে করতে পারে যতক্ষণ সে তার উৎপাদন উপায়ের মালিক থাকছে—ততক্ষণ পুঁজিবাদী সঞ্চয় ও পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি অসম্ভব। তার জন্য আবশ্যক মজুরি-শ্রমিক শ্রেণী নেই। পুরনো ইউরোপে তাহলে শ্রমের পরিস্থিতি থেকে শ্রমজীবীর উচ্ছেদ, অর্থাৎ পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের সহাবস্থান ঘটানো হল কিভাবে? অতি স্বকীয় ধরনের এক সামাজিক চুক্তি দ্বারা। 'পুঁজি সঞ্চয় সুগম করার একটা...

---

* E.G.Wakefield, 'England and America', London, 1833, Vol. II., p. 33.

** উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭।

সহজ উপায় গ্রহণ করেছে মানবজাতি' যেটা নিশ্চয় অস্তিত্বের একমাত্র ও চরম লক্ষ্য হিশেবে আদমের যুগ থেকে তাদের কল্পনায় বিরাজ করছিল; 'তারা নিজেদের পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিক হিশেবে ভাগ ক'রে নিয়েছে... এ বিভাগটা হল সম্মতি ও সম্মিলনের পরিণাম।'* এক কথায় 'পুঁজি সঞ্চয়ের' সম্মানে নরপুঞ্জ নিজেদের উৎখাত করেছে। তাহলে ভাবা উচিত যে আত্মত্যাগী উন্মাদনার এই প্রবৃত্তির পূর্ণ প্রস্ফুরণ ঘটবে বিশেষ করে উপনিবেশে, একমাত্র এখানেই আছে সামাজিক চুক্তিটাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত করার মতো মানুষ ও পরিস্থিতি। কিন্তু তাহলে বিপরীতটার বদলে, স্বতঃস্ফূর্ত অনিয়ন্ত্রিত উপনিবেশনের বদলে কেন দরকার পড়ল 'প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশনের'? কিন্তু—কিন্তু: 'আমেরিকান ইউনিয়নের উত্তরী রাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যার এক দশমাংশও মজুরি-শ্রমিকের আখ্যায় পড়বে কিনা সন্দেহ... ইংলণ্ডে... মজুরি-শ্রমিকেরাই জনসাধারণের বৃহদংশ।'** শুধু তাই নয়, পুঁজির গরিমার জন্য শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকে আত্ম-উৎখাতের প্রেরণা এতই কম বিদ্যমান যে স্বয়ং ওয়েকফিল্ডের মতেই, উপনিবেশিক ধনের একমাত্র স্বাভাবিক ভিত্তি হল দাসপ্রথা। তাঁর প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশন একটা pis aller [অপরিহার্য অকল্যাণ] মাত্র, কেননা দুঃখের বিষয়, তাঁকে চলতে হচ্ছে দাস নিয়ে নয়, মুক্ত মানুষ নিয়ে। 'সেণ্ট ডোমিঙ্গোতে প্রথম স্প্যানিশ বসতকারীরা স্পেন থেকে শ্রমিক পায় নি। কিন্তু শ্রমিক ছাড়া তাদের পুঁজি নিশ্চয় ধ্বংস পেত, অন্তত প্রত্যেকে নিজের হাতে যতটা খাটাতে পারে সেই ক্ষুদ্র মাত্রায় অচিরেই তা কমে আসত। এটা সত্যি ক'রেই ঘটেছে ইংরেজদের স্থাপিত শেষ উপনিবেশ — সোয়ান নদীর বসতিতে, যেখানে বিপুল পরিমাণ পুঁজি—বীজ, হাতিয়ারপত্র ও পশুপাল ধ্বংস পেয়েছে তা ব্যবহার করার মতো শ্রমিকের অভাবে, এবং যেখানে কোনো বসতকারী নিজের হাতে যতটা খাটাতে পারে তার বেশি পুঁজি জমিয়ে রাখে নি।'***

আমরা দেখেছি যে ভূমি থেকে প্রজাপুঞ্জের উচ্ছেদই হল পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি। উল্টোদিকে, মুক্ত উপনিবেশের মূল কথাই হল

---

* উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮।

** উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪২, ৪৩, ৪৪।

*** উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫।

এই যে, বেশির ভাগ জমি তখনো সাধারণের সম্পত্তি, তাতে বসতকারী যে কোনো ব্যক্তিই তাই একই কার্যে পরবর্তী বসতকারীদের বাধা না ঘটিয়ে সে জমির একাংশকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আপন উৎপাদন উপায়ে পরিণত করতে পারে।* এইটেই হল উপনিবেশগুলির সমৃদ্ধি ও তাদের মজ্জাগত দুরাচার,—পুঁজি-প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার গোপন রহস্য। 'যেখানে জমি খুব শস্তা ও সমস্ত লোক স্বাধীন, যেখানে খুশি হলেই যে কোনো লোক নিজের জন্য এক খণ্ড জমি সহজেই জোগাড় করতে পারে, সেখানে উৎপন্নে শ্রমিকের ভাগের দিক থেকে শ্রমের দাম যে খুব চড়া তাই শুধু নয়, যে কোনো মূল্যেই সম্মিলিত শ্রম সংগ্রহ করাই মুশকিল।'**

উপনিবেশগুলিতে যেহেতু শ্রমের পরিস্থিতি ও তার ভিত্তি—জমি থেকে শ্রমজীবীর বিচ্ছেদ এখনো ঘটে নি, অথবা তা কেবল ইতস্তত কিংবা খুবই সীমাবদ্ধ আয়তনে ঘটেছে, তাই কৃষি থেকে শিল্পের বিচ্ছেদ কিংবা কৃষকের কুটির শিল্পের ধ্বংসও সেখানে নেই। পুঁজির আভ্যন্তরীণ বাজার তাহলে আসবে কোথা থেকে? 'ক্রীতদাস এবং তাদের যে মালিকেরা এক একটা কাজে পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করে, তারা ছাড়া আমেরিকার জনসংখ্যার কোনো অংশই পুরোপুরি কৃষিজীবী নয়। মুক্ত যে আমেরিকানরা জমি চষে তারা আরো অনেক বৃত্তি অনুসরণ করে। যেসব আসবাবপত্র ও হাতিয়ারপাতি তারা ব্যবহার করে তার কিছু অংশ তারা নিজেরাই সকলে মিলে বানিয়ে নেয়। নিজেদের বাড়ি তারা প্রায়ই নিজেরাই গড়ে, নিজেদের শিল্পোৎপন্ন তারা নিজেরাই বাজারে নিয়ে যায় তা সে যতদূরেই হোক। সুতা কাটে তারা, কাপড় বোনে; সাবান আর মোমবাতি বানায় তারা, এবং বহু ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারের জন্য জুতা ও পোষাকও তৈরি করে নেয়। আমেরিকায় জমি চাষটা হল প্রায়ই কামার, পেষাইকার বা দোকানদারের গৌণ বৃত্তি।'*** এই ধরনের বিচিত্র লোক হলে পুঁজিপতির 'সংযম ক্ষেত্রটা' থাকে কোথায়?

---

* 'উপনিবেশনের উপাদান হতে হলে ভূমিকে শুধু পতিত হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে সর্বসাধারণের সম্পত্তি, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হতে পারবে।' (উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫।)

** উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।

*** উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১, ২২।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের মহা মাধুর্যই এই যে তা অবিরত মজুরি-শ্রমিক হিশেবে মজুরি-শ্রমিকদের পুনরুৎপাদন ক'রে যায় শুধু তাই নয়, পুঁজি সঞ্চয়ের অনুপাতে সর্বদাই মজুরি-শ্রমিকদের একটা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-সংখ্যাও সৃষ্টি করে। তাতে শ্রমের সরবরাহ ও চাহিদার নিয়মটাকে ধরে রাখা হয় উপযুক্ত খাতে, মজুরির দোলনকে আটকে ফেলা যায় পুঁজিবাদী শোষণের পক্ষে সন্তোষজনক সীমার মধ্যে, এবং শেষত, পুঁজিপতির ওপর শ্রমিকের সামাজিক পরাধীনতার অপরিহার্য শর্তটি নিশ্চিত হয়; আত্মতুষ্ট অর্থশাস্ত্রবিদ সন্দেহাতীত এই পরাধীনতার সম্পর্কটিকে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে, পণ্যের সমান স্বাধীন মালিকদের মধ্যে, পুঁজিরূপ পণ্যের মালিক আর শ্রমরূপ পণ্যের মালিকের মধ্যে একটা স্বাধীন চুক্তির সম্পর্কে পরিণত করার ভোজবাজি দেখাতে পারেন স্বদেশে। উপনিবেশে কিন্তু এই মধুর কল্পনাটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। অনপেক্ষ জনসংখ্যা এখানে মাতৃভূমির চেয়ে বাড়ে অনেক দ্রুত, কেননা বহু শ্রমজীবী এ দুনিয়ায় প্রবেশ করে সুপ্রস্তুত সাবালক হিশেবে, অথচ তা সত্ত্বেও শ্রমের বাজারে সর্বদাই পণ্য কম। শ্রমের সরবরাহ ও চাহিদার নিয়মটা ভেঙে পড়ে। এক ক্ষেত্রে পুরনো দুনিয়া অবিরত শোষণ-ও-'সংযম' লোলুপ পুঁজি উৎক্ষিপ্ত করছে, অন্য ক্ষেত্রে মজুরি-শ্রমিক হিশেবে মজুরি-শ্রমিকদের নিয়মিত পুনরুৎপাদন যে-বাধার সঙ্গে সংঘাতে আসছে, তা অতি দুর্দান্ত এবং অংশত অজেয়। পুঁজি সঞ্চয়ের অনুপাতে অতিরিক্ত সংখ্যক মজুরি-শ্রমিক উৎপাদনের কী দশা হয়? আজ যে মজুরি-শ্রমিক কাল সে হয় নিজের জন্য খাটা এক স্বাধীন চাষী বা কারুজীবী। শ্রমের বাজার থেকে সে অদৃশ্য হয়, তবে ওয়ার্ক-হাউসে পেঁছয় না। পুঁজিপতির জন্য নয়, নিজেদের জন্য খাটছে, এবং পুঁজিপতি ভদ্রলোকটির বদলে নিজেদের ধন বৃদ্ধি করছে এরূপ স্বাধীন উৎপাদকে মজুরি-শ্রমিকদের অবিরাম রূপান্তরের অতি বিরূপ প্রভাব পড়ে শ্রম-বাজারের অবস্থায়। মজুরি-শ্রমিক শোষণের মাত্রাটা যাচ্ছেতাই রকমের নিচু থেকে যায় শুধু তাই নয়। সংযমী পুঁজিপতির কাছে পরাধীনতার সম্পর্কটির সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার মানসিকতাও হারিয়ে বসে মজুরি-শ্রমিক। আমাদের ই. জি. ওয়েকফিল্ড যেসব অসুবিধার বর্ণনা দিয়েছেন অমন সবীর্যে, অমন সোচ্চারে, অমন সকাতরে, এই তার কারণ।

তিনি অনুযোগ করেছেন, মজুরি-শ্রমের সরবরাহ স্থায়ীও নয়, নিয়মিতও

নয়, যথেষ্টও নয়। 'শ্রমের সরবরাহ সর্বদাই শুধু কম নয়, অনিশ্চিতও।'* 'পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে বণ্টিত উৎপন্নটা অনেক হলেও শ্রমিক এত বড়ো একটা ভাগ পায় যে অচিরেই সে পুঁজিপতি হয়ে বসে... কেউই, এমন কি যারা অস্বাভাবিক দীর্ঘায়ু, তারাও খুব বেশি টাকা জমাতে বিশেষ পারে না।'** শ্রমিকদের শ্রমের বৃহদংশ পরিশোধ করা থেকে পুঁজিপতিকে সংযত থাকতে দিতে শ্রমিকেরা অতি সুস্পষ্টভাবেই অস্বীকার করে। নিজের পুঁজির সঙ্গে নিজের মজুরি-শ্রমিকদেরও ইউরোপ থেকে আমদানি করার মতো চালাক যদি সে হয়, তাহলেও লাভ হয় না। 'অচিরেই তারা মজুরি-শ্রমিক হওয়া... ছাড়ে। শ্রমের বাজারে নিজেদেরই ভূতপূর্ব মনিবের প্রতিযোগী হয়ে যদি বা নাও বসে, তাহলেও তারা হয়ে পড়ে স্বাধীন ভূস্বামী।'*** কী বীভৎস কাণ্ড ভেবে দেখুন! চমৎকার পুঁজিপতিটি তার সাধু মুদ্রা দিয়ে ইউরোপ থেকে সশরীরে আমদানি করল কিনা তারই প্রতিযোগীদের! এ যে বিশ্বের অন্তিমকাল! আশ্চর্যের কিছু নেই যে উপনিবেশে মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে কোনো রকম পরাধীনতা এবং কোনো রকম পরাধীনতার মনোভাব নেই দেখে ওয়েকফিল্ড বিলাপ করেছেন। মজুরি চড়া থাকায়, বলছেন তাঁর শিষ্য মেরিভেল, উপনিবেশে আছে 'শস্তা ও আরো বশীভূত শ্রমিক পাবার জন্য জরুরী তাগিদ, এমন একটা শ্রেণীর জন্য যারা পুঁজিপতির ওপর শর্ত চাপাবার বদলে পুঁজিপতি তাদের ওপর শর্ত চাপাবে... প্রাচীন সভ্য দেশগুলিতে শ্রমিক মুক্ত হলেও প্রাকৃতিক নিয়মবশত পুঁজিপতিদের কাছে পরাধীন; উপনিবেশে এ পরাধীনতা সৃষ্টি করতে হবে কৃত্রিম উপায়ে।'****

---

* উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৬।

** উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১।

*** উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫।

**** Merivale, 'Lectures on Colonisation and Colonies', London, 1841-1842, Vol. II., pp. 235-314 passim. এমন কি কোমলপ্রাণ, অবাধ-বাণিজ্যপন্থী, স্থূল অর্থনীতিবিদ মলিনারিও বলেন: 'যে-সব উপনিবেশে দাসত্বের উচ্ছেদ হয় বাধ্যতামূলক শ্রমের বদলে উপযুক্ত পরিমাণ স্বাধীন শ্রমের ব্যবস্থা না ক'রে, সেখানে আমরা এমন একটা ব্যাপার দেখেছি যা দৈনন্দিন যা দেখি তার বিপরীত। দেখেছি যে সাধারণ শ্রমিকেরা নিজেদের দিক থেকে শোষণ করেছে শিল্পোদ্যোক্তাদের, এমন বেতন তারা দাবি করেছে যা তাদের জন্য ন্যায্য উৎপন্নাংশের বেশি। বর্ধিত বেতন পুষিয়ে

ওয়েকফিল্ডের মতে, উপনিবেশে এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার পরিণাম কী? উৎপাদক ও জাতীয় ধনের 'বিক্ষিপ্ত হবার এক বর্বর প্রবণতা'।* খোদকস্ত খাটা অসংখ্য মালিকের মধ্যে উৎপাদন উপায়ের খণ্ডবিখণ্ডতায় পুঁজির কেন্দ্রীভবন সমেত সম্মিলিত শ্রমের সমস্ত ভিত্তিই ধ্বংস পায়। কয়েক বছর ধরে চলবে ও স্থায়ী পুঁজি লগ্নির প্রয়োজন হবে, এমন দীর্ঘমেয়াদী যে-কোনো উদ্যোগই কার্যকরী হওয়া আটকায়। ইউরোপে এক মুহূর্ত দ্বিধা না ক'রেই পুঁজি নিয়োজিত হয়, কেননা শ্রমিক শ্রেণী হল তার জীবন্ত লেজুড়, সর্বদাই তা সংখ্যায় অতিরিক্ত, সর্বদাই আওতার মধ্যে। কিন্তু উপনিবেশে! খুবই দুঃখের একটা কাহিনী বলেছেন ওয়েকফিল্ড। কানাডা ও নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রের কিছু পুঁজিপতির সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি, অভিবাসন তরঙ্গ এখানে প্রায়ই স্রোতহীন হয়ে দাঁড়ায় এবং 'অতিরিক্ত' শ্রমিকের একটা তলানি জমায়। রোমাঞ্চ নাটকটার জনৈক চরিত্র বলেন, 'সম্পূর্ণ হবার জন্য অনেক সময় দরকার হবে, এমন বহু কাজের জন্য আমাদের পুঁজি তৈরি ছিল; কিন্তু যে শ্রমিক আমাদের ছেড়ে যাবে বলে আমরা জানি, তা দিয়ে আমরা এরূপ কাজ শুরু করতে পারি না। এই

দেবার মতো চিনির জন্য দর পাবার সুযোগ না থাকায় আবাদমালিকেরা প্রথমে তাদের মুনাফা থেকে, পরে নিজের পুঁজি ভেঙেই ঘাটতি মেটাতে বাধ্য হয়। অনেক আবাদমালিক এইভাবে ধ্বংস পেয়েছে, অনিবার্য ধ্বংস ঠেকাবার জন্য বাকিদের কারবার গুটাতে হয়েছে... সন্দেহ নেই যে, পুরো এক পুরুষ লোক ধ্বংস পাবার চেয়ে বরং পুঁজির সঞ্চয় না হওয়া ভালো' (শ্রী মলিনারির কী মহানুভবতা!); 'কিন্তু দু'পক্ষের কেউ ধ্বংস না পেলেই কি আরো ভালো হত না?' (G. de Molinari, 'Études Économiques', Paris, 1846, pp. 51, 52.) বলেন কি শ্রী মলিনারি! মোজেস আর পয়গম্বরদের দশটি প্রত্যাদেশ, আর সরবরাহ ও চাহিদার নিয়মটির কী হবে যদি ইউরোপে শ্রমিকের 'ন্যায্য ভাগ' কাটতে পারে 'উদ্যোক্তা' আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শ্রমিক কাটতে পারে উদ্যোক্তার 'ভাগ'? আর দয়া করে বলবেন কি, এই 'ন্যায্য ভাগটা' কী, যা আপনিই দেখিয়েছেন যে ইউরোপে পুঁজিপতি তা পরিশোধ করতে প্রত্যহ অবহেলা করে? ওখানে উপনিবেশে, যেখানে শ্রমিকেরা এত 'সরল' যে পুঁজিপতিকে 'শোষণ করে', সেখানে সরবরাহ ও চাহিদার যে নিয়মটা অন্যত্র আপনা থেকে কাজ করে সেটাকে পুলিসের সাহায্যে সঠিক পথে চালাবার জন্য শ্রী মলিনারির গা নিশপিশ করে।

* Wakefield, উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২।

সব দেশান্তরীর শ্রম আমরা ধরে রাখতে পারব বলে যদি নিশ্চিত হতাম, তাহলে আমরা খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিয়োগ করতাম, এমন কি বেশি টাকায়; তারা আমাদের ছেড়ে যাবে বলে নিশ্চয় জানা থাকলেও প্রয়োজনের সময় যদি তাজা আরেক দফা সরবরাহের নিশ্চিতি থাকত, তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগাতাম।'*

ইংরেজ পুঁজিবাদী কৃষি ও তার 'সম্মিলিত' শ্রমের সঙ্গে আমেরিকান কৃষকদের বিক্ষিপ্ত চাষের প্রতিতুলনা করতে গিয়ে ওয়েকফিল্ড অজান্তে পদকটার উল্টো দিকটা আমাদের এক ঝলক দেখিয়েছেন। আমেরিকান জনগণকে তিনি সম্পন্ন, স্বাধীন, উদ্যোগী, ও অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতিবান বলে বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে 'ইংরেজ কৃষিশ্রমিক হল শোচনীয় রকমের হতভাগ্য, নিঃস্ব... উত্তর আমেরিকা ও কিছু নতুন উপনিবেশ ছাড়া কোন দেশে কৃষিতে নিযুক্ত স্বাধীন শ্রমের মজুরিটা শ্রমিকের নিতান্ত প্রাণধারণের চেয়ে বিশেষ উঁচু?.. সন্দেহ নেই যে ইংলণ্ডে চাষের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সম্পত্তি হওয়ায় তাদের খাওয়ানো হয় ইংরেজ চাষীদের চেয়ে ভালোভাবে।'** তবে ভাবনার কী আছে, জাতীয় ধন পুনরপি তার স্বভাবগুণেই জনদারিদ্র্য থেকে অভিন্ন।

উপনিবেশগুলির পুঁজিবাদ-বিরোধী ক্যানসার তাহলে সারানো যায় কিভাবে? লোকেরা যদি এক ঝটকায় সমস্ত জমিকে জনসম্পত্তি থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে রাজী থাকত, তাহলে নিশ্চয় অকল্যাণের মূলোচ্ছেদ হত, কিন্তু সেই সঙ্গে উপনিবেশেরও। প্রশ্নটা হল কিভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়। সরকার অহল্যা জমির ওপর সরবরাহ ও চাহিদার নিয়ম বহির্ভূত একটা কৃত্রিম দাম চাপাক, এমন দাম যাতে জমি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা জমিয়ে নিজেকে স্বাধীন চাষীতে পরিণত করতে পারার আগে অভিবাসী দীর্ঘদিন মজুরি খাটতে বাধ্য হয়।*** অন্যদিকে

---

* উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯১, ১৯২।

** উক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭, ২৪৬।

*** 'আপনারা বলছেন, নিজস্ব হাত দুটি ছাড়া যার আর কিছুই নেই, সে লোক কাজ পাচ্ছে ও উপার্জন করছে ভূমি ও পুঁজি দখল হওয়ার ফলে... উল্টে, ব্যক্তিগতভাবে ভূমি দখল করার ফলেই কেবল এমন সব লোক মিলেছে, যাদের হাত দুটি ছাড়া কিছুই নেই... মানুষকে বায়ুহীন অবস্থায় রাখলে তার নিঃশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাসটা

মজুরি-শ্রমিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনধিগম্য দরে জমি বিক্রি থেকে যে তহবিল জমবে, সরবরাহ ও চাহিদার পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ ক'রে শ্রমিকের মজুরি থেকে জবরদস্তি আদায় করা এই টাকার তহবিলটা যে অনুপাতে বাড়তে থাকবে, সেই অনুপাতে সরকার তা ব্যবহার করবে ইউরোপ থেকে উপনিবেশে সর্বহারাদের আমদানি করার জন্য এবং এইভাবে পুঁজিপতির জন্য শ্রমবাজার ভরাট রাখবে। এই পরিস্থিতিতে tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles [উত্তম এই বিশ্বে সবকিছু হবে উত্তম]। এই হল 'প্রণালীবদ্ধ উপনিবেশনের' মহা রহস্য। এই পরিকল্পনায়, ওয়েকফিল্ড বিজয়গর্বে চিৎকার করেন, 'শ্রমের সরবরাহ হবে স্থির ও নিয়মিত, কেননা প্রথমত, কোনো শ্রমিক যেহেতু টাকা রোজগারের জন্য না খেটে জমি জোগাড় করতে পারবে না, তাই আগন্তুক সমস্ত শ্রমিক কিছুকাল মজুরি খেটে ও সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম ক'রে আরো শ্রমিক নিয়োগের মতো পুঁজি সৃষ্টি করবে; দ্বিতীয়ত, যে সব শ্রমিক মজুরি খাটা ছেড়ে দিয়ে ভূস্বামী হবে, তারা জমি কেনা মারফত উপনিবেশে নতুন শ্রমিক আনার মতো তহবিল জোগাবে।'* রাষ্ট্র জমির ওপর যে দাম চাপাবে সেটাকে অবশ্যই হতে হবে 'পর্যাপ্ত দাম', অর্থাৎ এত চড়া 'যাতে অন্যেরা তার স্থান নিতে না আসা পর্যন্ত শ্রমিকদের স্বাধীন ভূস্বামী হওয়া ঠেকিয়ে রাখবে'।** 'জমির' এই 'পর্যাপ্ত দামটা' আর কিছুই নয়, মজুরি-শ্রমের বাজার থেকে ছুটি নিয়ে জমিতে যাবার জন্য শ্রমিক পুঁজিপতিকে যে মুক্তিপণ দেবে, তাকেই নরম ক'রে ঘুরিয়ে বলা। প্রথমে সে পুঁজিপতির জন্য 'পুঁজি' সৃষ্টি করবে যা দিয়ে পুঁজিপতি আরো শ্রমিকদের শোষণ করতে পারবে; তারপর সে নিজের খরচায় শ্রমের বাজারে একটা locum tenens [বদলী] দেবে, যাকে সরকার সমুদ্র পারে পাঠাবে তার পুরনো প্রভু—পুঁজিপতির উপকারার্থে।

কেড়ে নেওয়া হয়; জমি দখল ক'রে নিয়ে আপনারাও ঠিক তাই করছেন... তার জীবনটাকে আপনাদের স্বেচ্ছাচারের অধীন করার জন্য তাকে সম্পদের বাইরে রাখাও একই কথা।' (Colins, 'L' Économie Politique. Source des Révolutions et des Utopies prétendues Socialistes', Paris, 1857, T. III., pp. 267-271 passim.)

* Wakefield, উক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

** উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫।

এটা খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক যে সুস্পষ্টরূপে উপনিবেশে প্রয়োগের জন্য মিঃ ওয়েকফিল্ড 'আদি সঞ্চয়ের' এই যে পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন, তা ইংরেজ সরকার বহু বছর ধরে অনুসরণ করেছে। ভণ্ডুলটা হয় অবশ্যই স্যার রবার্ট পীলের ব্যাঙ্ক আইনের* মতোই সমান চূড়ান্ত। অভিবাসনের স্রোত কেবল ইংরেজ উপনিবেশগুলি থেকে সরে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিমধ্যে ইউরোপে পুঁজিবাদী উৎপাদনের অগ্রগতি ও তৎসহ বর্ধমান সরকারী চাপের ফলে ওয়েকফিল্ডের দাওয়াই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে বছরের পর বছর আমেরিকায় ধাবিত এক বিশাল ও ক্ষান্তিহীন জনস্রোত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে রেখে যায় স্থায়ী একটা তলানি,—পশ্চিমমুখী প্রবাসনের তরঙ্গে তা যত দ্রুত ধুয়ে যেতে পারে, তার চেয়েও বেশি দ্রুতবেগে ইউরোপ থেকে আগত দেশান্তরী তরঙ্গ লোক এনে দিয়েছে সেখানকার শ্রমের বাজারে। অন্যদিকে, আমেরিকান গৃহযুদ্ধ তার পেছু পেছু এনেছে বিশাল এক জাতীয় ঋণ, এবং সেই সঙ্গে ট্যাক্সের বোঝা, ঘটিয়েছে নীচতম ফিনান্স অভিজাততন্ত্রের উদয়, রেলওয়ে, খনি ইত্যাদি চালু করার জন্য দাঁওবাজ কোম্পানিগুলির স্বার্থে সামাজিক জমির একটা বিশাল অংশ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সংক্ষেপে, পুঁজির অতি দ্রুত কেন্দ্রীভবন। মহান প্রজাতন্ত্রটি তাই আর দেশান্তরী শ্রমিকদের কাছে প্রতিশ্রুত দেশ হয়ে নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন সেখানে দ্রুত পায়ে এগুচ্ছে, যদিও মজুরি-হ্রাস ও মজুরি-শ্রমিকের অধীনতা সেখানে স্বাভাবিক ইউরোপীয় মাত্রায় এখনো নামিয়ে আনা যায় নি। অভিজাত ও পুঁজিপতিদের জন্য সরকার কর্তৃক অকর্ষিত ঔপনিবেশিক ভূমির নির্লজ্জ দান, এমন

---

* ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক আইনের কথা বলা হচ্ছে। স্বর্ণের সঙ্গে ব্যাঙ্কনোট বিনিময়ের অসুবিধা দূর করার জন্য স্যার রবার্ট পীলের উদ্যোগে বৃটিশ সরকার ১৮৪৪ সালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের সংস্কারসাধনের একটি আইন পাশ করে। দুটি স্বাধীন বিভাগে তা বিভক্ত হয়: ব্যাঙ্ক এবং এমিসন; তাছাড়া স্বর্ণের সঙ্গে ব্যাঙ্কনোট বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতও স্থির হয়। স্বর্ণদ্বারা পৃষ্ঠপোষিত নয় এরূপ ব্যাঙ্কনোট ছাড়ার ঊর্ধ্বসীমা স্থির হয় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ব্যাঙ্ক আইনের নিষেধ সত্ত্বেও ব্যাঙ্কনোট আসলে আবরক তহবিলের ওপর নয়, নির্ভর করত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কনোটের চাহিদার ওপর। অর্থনৈতিক সংকটগুলির সময় যখন টাকার প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে, তখন বৃটিশ সরকার ১৮৪৪ সালের আইনটাকে স্থগিত রেখে স্বর্ণের দ্বারা অপৃষ্ঠপোষিত ব্যাঙ্কনোটের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।—সম্পাঃ

কি ওয়েকফিল্ডও যার অত সোচ্চার নিন্দা করেছেন, তাতে বিশেষ ক'রে অস্ট্রেলিয়ায়* স্বর্ণখননের আকর্ষণে আগত জনস্রোত এবং ইংরেজ পণ্যের আমদানিতে প্রতিযোগিতায় পতিত ক্ষুদে কারুজীবীরাও একত্র মিলে এতই যথেষ্ট পরিমাণ 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত শ্রমজীবী জনতা' গড়ে তুলছে যে প্রতি ডাকেই 'অস্ট্রেলিয়ার শ্রমবাজার ভারাক্রান্ত হওয়ার' খবর আসছে; কোনো কোনো জায়গায় সেখানে গণিকাবৃত্তি লন্ডন হে'মার্কেটের মতোই উদ্দাম বিকশিত।

তবে আমরা এক্ষেত্রে উপনিবেশের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত নই। একমাত্র যে জিনিসটায় আমাদের আগ্রহ সেটা হল পুরনো দুনিয়ার অর্থশাস্ত্র কর্তৃক নতুন দুনিয়ায় আবিষ্কৃত ও গৃহশীর্ষ থেকে ঘোষিত এই রহস্য: উৎপাদন ও সঞ্চয়ের পুঁজিবাদী পদ্ধতি, এবং সেই হেতু পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার মূল শর্ত হল স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত মালিকানার ধ্বংস; অন্য কথায় শ্রমজীবীর উচ্ছেদ।

---

* অস্ট্রেলিয়া তার নিজস্ব আইনদাতা হওয়া মাত্রই অবশ্য সে বসতকারীদের অনুকূলে আইন পাশ করেছে, কিন্তু ইংরেজ সরকার আগেই জমি নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছে তা বাধা হয়ে আছে। '১৮৬২ সালের নতুন ভূমি আইনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল লোকবসতির জন্য অধিকতর সুবিধা দান করা।' ('The Land Law of Victoria', by the Hon. G. Duffy, Minister of Public Lands. London, 1862.)

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Редактор *В. Горонова*

Художественный редактор *В. Колганов*. Технический редактор *А. Токер*.

Подписано к печати 28/II-1972 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. л. 1¹/₄. Печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 6,22. Изд. № 12367. Заказ № 607. Цена 19 к. Тираж 15000.

Издательство «Прогресс» Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21.

Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 7 «Искра революции» Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР г. Москва, пер. Аксакова, 13.

КАРЛ МАРКС

ГЕНЕЗИС КАПИТАЛА

На языке бенгали